বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৬-১৭

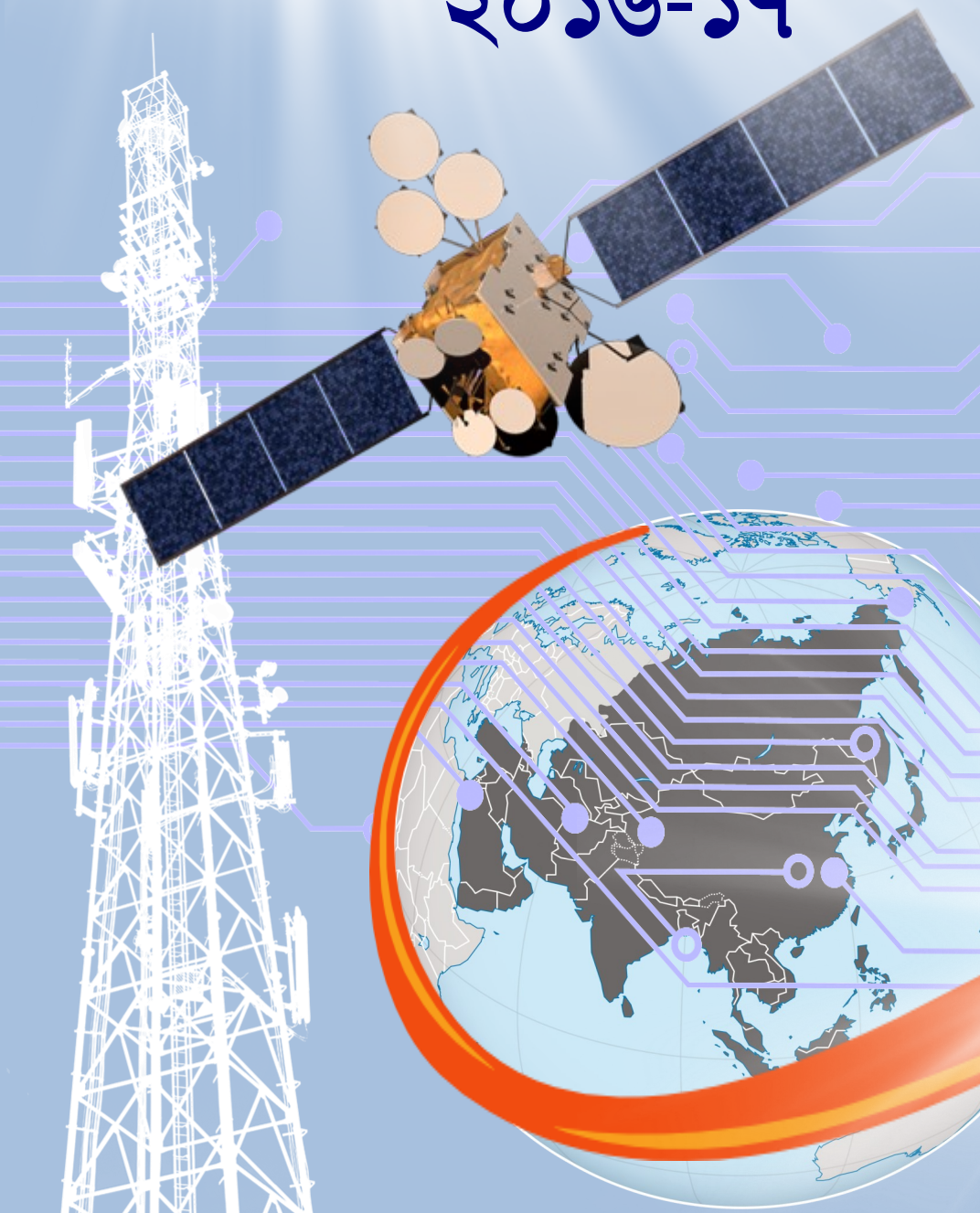

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৬-১৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

সূচি

I. বাণী

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৫
- ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ৭
- সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ৮

II. সম্পাদকীয় ৯

১. বিভাগ পরিচিতি ১১

২. দপ্তর, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচিতি ও কার্যক্রম ২৫

- বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) ২৭
- বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল) ৪১
- টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড ৪৯
- বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল) ৫৫
- টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড (টেশিস) ৬১
- বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেড (বাকেশি) ৬৬
- টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর ৭১
- ডাক অধিদপ্তর ৭৩
- মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ ৮৫

৩. ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের বাজেট বরাদ্দ, রাজস্ব ও ব্যয় ৮৭

৪. একনজরে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে গত আট বছরে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও অর্জন এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ৯১

৫. ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ ১০২

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ প্রকল্পের সর্বশেষ বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০৬

৬. সচিত্র ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের কার্যক্রম ১০৯

‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ দেশের দারিদ্র বিমোচন, মানসম্মত শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধা নিশ্চিতকরণ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে যথাযথ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারের সকল অঙ্গীকার বাস্তবায়নের একটি আধুনিক দর্শন।

-প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বাণী

অন্যান্য বছরের ন্যায় ২০১৬-২০১৭ অর্থ বৎসরে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম, গৃহীত কর্মসূচী, অর্জন ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার তথ্য নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ড ও অগ্রগতি সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা প্রদান এবং সরকারি কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত 'Vision 2021' বাস্তবায়নে সরকার স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জনপ্রশাসন, ব্যবসা-বাণিজ্য, জন-নিরাপত্তা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে দেশব্যাপী একটি কার্যকর টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি অবকাঠামো গড়ে তুলতে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গতিশীল নেতৃত্বে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় যুগান্তকারী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। ইউনিয়ন পরিষদসমূহকে অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক এর আওতায় আনা; সারাদেশে ওয়্যারলেস ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক স্থাপন, দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপন; বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণসহ নানাবিধ কর্মসূচী বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে জনগোষ্ঠীর উন্নত জীবন নিশ্চিত করার বিষয়ে সরকার সংকল্পবদ্ধ। দেশব্যাপী এ পর্যন্ত ৭০,০০০ কিলোমিটার অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে।

বর্তমানে মোবাইল ফোনের গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ১৩.৭ কোটি এবং ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৭.৩ কোটি। বর্তমানে দেশে টেলিডেনসিটি প্রায় ৮৪.৫ % ও ইন্টারনেট ডেনসিটি প্রায় ৪৫%। সারাদেশে প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত ব্রডব্যান্ড সেবা চালুর জন্য ২৯০ টি উপজেলায় এবং ৯৮ টি উপজেলা হতে ১,১১০টি ইউনিয়নে অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপন কাজ ইতোমধ্যেই শেষ হয়েছে। মানসম্মত টেলিযোগাযোগ সেবা নিশ্চিতকরণে গ্রাহক অভিযোগের দ্রুত সমাধান, কল ড্রপে ক্ষতিপূরণ, মোবাইল নাম্বার পোর্টাবিলিটি বাস্তবায়ন, ২০১৭ সালের মধ্যে 4G সেবার লাইসেন্স প্রদান, দ্রুত MNP সেবা প্রদান ইত্যাদি বিষয়েও ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ অগ্রাধিকার দিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

প্রযুক্তির সহজলভ্যতার কারণে এর অপব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের নিরাপত্তা বিধান এবং অপরাধমূলক কর্মকান্ডে মোবাইল ফোনের ব্যবহার হ্রাসের লক্ষ্যে বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে জাতীয় পরিচয়পত্রের সাথে অনলাইনে যাচাইপূর্বক SIM/RUIM নিবন্ধন চালু করা হয়েছে। সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে গুগল, ফেসবুক, মাইক্রোসফট সহ অন্যান্য বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সহযোগিতার ক্ষেত্র গড়ে তোলা এবং দেশে সাইবার নিরাপত্তার প্রয়োজনীয় অবকাঠামো স্থাপন ও সচেতনতা সৃষ্টিতেও সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

সারাদেশে ৮,৫০০ ডাকঘরকে পোস্ট ই-সেন্টারে রূপান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। ডাক বিভাগের উন্নয়নে নতুন পোস্টাল ভ্যান ক্রয়, ডাক সেবা প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়করণ, পুরাতন ডাকঘর সংস্কার ও নতুন ডাকঘর নির্মাণ, মোবাইল মানি অর্ডার ও পোস্টাল ক্যাশ কার্ড চালু করা, ডাক বিভাগের মাধ্যমে ই-কমার্স ডেলিভারি প্রচলন ইত্যাদি বহুবিধ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

সাফল্যের এ ধারাবাহিকতা রক্ষা করে জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা, দারিদ্রমুক্ত, বৈষম্যহীন ও জ্ঞানভিত্তিক সোনার বাংলা গড়াই আমাদের অঙ্গীকার। আমি ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬-২০১৭ প্রকাশনার সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

বেগম তারানা হালিম এম.পি.
প্রতিমন্ত্রী
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

মুখবন্ধ

প্রতি বছরের ন্যায় ২০১৬-২০১৭ অর্থ বৎসরে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম, গৃহীত কর্মসূচী, অর্জন ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার প্রতিবেদন প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত।

"রূপকল্প ২০২১" এর লক্ষ্য পূরণে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গঠনে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের ভূমিকার বিষয়ে আমরা অত্যন্ত সচেতন।

সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় আজ দেশের ৯৯% ভৌগলিক এলাকায় 2G এবং ৪৫% এলাকায় 3G মোবাইল নেটওয়ার্ক বিস্তৃত হয়েছে। দেশে মোবাইল ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ১৩.৭ কোটি যার মধ্যে প্রায় পাঁচ কোটি গ্রাহক 3G সেবা গ্রহণ করেছেন। ডাটা ও ইন্টারনেট ব্যবহারে গত ৮ বছরে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ২০০৯ সালে দেশে মাত্র ৪০ লক্ষ ইন্টারনেট গ্রাহক ছিল। বর্তমানে তা ৭.৩ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। ২০০৯ সালে যেখানে আন্তর্জাতিক ব্যান্ডউইডথ ব্যবহারের পরিমাণ ছিল মাত্র ৭.৫ Gbps এখন তা ৪০০ Gbps এরও বেশী। পাশাপাশি দেশীয় কনটেন্ট বৃদ্ধি পেয়ে মোট ইন্টারনেট ব্যবহারের প্রায় ৪০% এ উন্নীত হয়েছে। সারাদেশে ইউনিয়ন পর্যায়ে অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপন, মহাকাশে নিজস্ব স্যাটেলাইট স্থাপন, দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপনসহ 4G, MNP ইত্যাদি নতুন সেবা চালুর মাধ্যমে জ্ঞান ভিত্তিক অর্থনীতি ও বৈষম্যহীন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে।

টেলিযোগাযোগের পাশাপাশি ডাক বিভাগকে প্রযুক্তির ছোঁয়ায় জনবান্ধব করে গড়ে তুলতেও সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। প্রতিযোগিতার সক্ষমতা সৃষ্টির পাশাপাশি জনসাধারণের অত্যন্ত কাছে থেকে সেবা প্রদানে ডাক বিভাগের ঐতিহ্যকে আমরা আবার ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করছি।

টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বর্তমান সরকার ঘোষিত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এর লক্ষ্য পূরণে সাশ্রয়ী ও সার্বজনীন আধুনিক প্রযুক্তির উন্নত মানের টেলিযোগাযোগ সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ সদা সচেষ্ট।

এ প্রতিবেদন প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

শ্যাম সুন্দর সিকদার
সচিব
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

সম্পাদকীয়

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য যারা তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাদেরকে সম্পাদনা পর্ষদের পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। প্রতিবেদনটি প্রকাশের লক্ষ্যে সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতা ও নির্দেশনা প্রদানের জন্য মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সম্মানিত সচিব মহোদয়ের প্রতি সম্পাদনা পর্ষদ অশেষ কৃতজ্ঞ।

প্রতিবেদনে মোট ছয়টি অধ্যায়ে বিষয়সমূহ উপস্থাপিত হয়েছে। বিভাগ পরিচিতি, দপ্তর/সংস্থার পরিচিতি ও কার্যক্রম, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের বাজেট বরাদ্দ, রাজস্ব ও ব্যয়, ২০১৬-১৭ অর্থবছরসহ গত আট বছরে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ও অর্জনের সংক্ষিপ্ত তালিকা, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট প্রকল্পের সর্বশেষ বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং সচিত্র ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রম। অধ্যায়সমূহে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং এর অধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের কার্যক্রম সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

প্রতিবেদনটি ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের কার্যক্রম সম্পর্কে আগ্রহী সুধীজনদের নিকট সমাদৃত হলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে।

মোসাঃ ইসমত আরা জাহান

সম্পাদনা পর্ষদ

মোসাঃ ইসমত আরা জাহান
যুগ্ম সচিব (প্রশাসন)
আহ্বায়ক, সম্পাদনা পর্ষদ

মুহাম্মদ আব্দুল হান্নান
উপসচিব (ডাক-১)
সদস্য

আমিনুল হক
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-৩)
সদস্য

মোঃ আব্দুল মান্নান
সহকারী প্রধান
সদস্য

যোগাযোগ

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়,
আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০।
+৮৮০ ২ ৯৫১১০৪৩
+৮৮০ ২ ৯৫১৫৫৯৯
info@ptd.gov.bd

প্রথম অধ্যায়

বিভাগ পরিচিতি

১. পটভূমি

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়-কে একীভূত করে গত ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে 'ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়' পুনর্গঠনপূর্বক এর আওতায় 'ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ' এবং 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ' নামে দু'টি বিভাগ গঠন করা হয়।

১.১ লক্ষ্য

জনগণের জন্য সাশ্রয়ী, মানসম্পন্ন এবং প্রযুক্তি নির্ভর ডাক ও টেলিযোগাযোগ সেবা নিশ্চিতকরণ।

১.২ উদ্দেশ্য

- ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে এবং সমগ্র বিশ্বের সাথে নিরাপদ যোগাযোগ ও তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করা;
- দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশে ডাক ও টেলিযোগাযোগের অত্যাধুনিক অবকাঠামো গড়ে তোলা;
- জনগণের স্বার্থ রক্ষাপূর্বক ডাক ও টেলিযোগাযোগ খাতের উন্নয়ন ও তত্ত্বাবধান;

১.৩ বিভাগের কার্যাবলী

Allocation of Business অনুযায়ী ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের উপর অর্পিত দায়িত্ব নিম্নরূপ:

- ডাক ও টেলিযোগাযোগ সেবাসমূহ;
- পোস্ট অফিস সঞ্চয় ব্যাংকসমূহ;
- ডাক জীবনবীমা;
- বিসিএস (ডাক) ও বিসিএস (টেলিযোগাযোগ) ক্যাডারের প্রশাসনিক কার্যক্রম;
- বিভাগের অধীন দপ্তর /সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ;
- ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিষয়ে বিভিন্ন দেশ এবং সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ রক্ষা, রাষ্ট্রাচার ও চুক্তি সম্পাদন;
- বিভাগের উপর অর্পিত যে কোন বিষয়ের পরিসংখ্যান প্রস্তুত এবং তদন্তকরণ।
- বিভাগের উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কিত সকল আইন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম।
- ডাক ও টেলিযোগাযোগ সেবা সংশ্লিষ্ট ফি/চার্জ/ট্যারিফ সংক্রান্ত বিষয়াদি।

১.৪ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ

নিয়ন্ত্রক/ নীতি-নির্ধারণী সহায়ক

- বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন
- টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর
- মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ

সেবা প্রদানকারী

- ডাক অধিদপ্তর
- বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড
- টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড
- বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেড

উৎপাদনকারী

- টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড
- বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেড

১.৫ আইন/বিধি ও নীতিমালা

(ক) আইন (টেলিযোগাযোগ)

- বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০০৬,২০১০)
- বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড (সংশোধন) আইন, ২০০৯
- বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড অধ্যাদেশ, ১৯৭৯
- দ্যা ওয়্যারলেস টেলিগ্রাফি এ্যাক্ট, ১৯৩৩
- দ্যা টেলিগ্রাফ এ্যাক্ট, ১৮৮৫

(খ) নীতিমালা (টেলিযোগাযোগ)

- জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালা, ১৯৯৮
- আন্তর্জাতিক দূরপাল্লার টেলিযোগাযোগ সেবা নীতিমালা, ২০১০
- জাতীয় ব্রডব্যান্ড নীতিমালা, ২০০৯

(গ) আইন (ডাক)

- পোস্ট অফিস আইন, ১৮৯৮ (সংশোধিত ২০১০)
- সরকারি সেভিংস ব্যাংক আইন, ১৮৭৩
- পোস্ট অফিস ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট অধ্যাদেশ, ১৯৪৪

(ঘ) বিধিমালা (ডাক)

- বাংলাদেশ পোস্ট অফিস বিধিমালা, ১৯৬১
- প্রতিরক্ষা সঞ্চয়পত্র বিধিমালা, ১৯৬৬
- সঞ্চয়পত্র বিধিমালা, ১৯৭৭
- মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস বিধিমালা, ২০১৩

১.৬ জনবলের সার-সংক্ষেপ

ক্রমিক	পদের নাম	অনুমোদিত পদ	অস্থায়ীভাবে সৃজিত পদ	মোট পদ	সর্বমোট
১	সচিব	১	--	১	৩৪
২	অতিরিক্ত সচিব	১	--	১	
৩	যুগ্ম সচিব	১	--	১	
৪	যুগ্ম প্রধান	১	--	১	
৫	উপসচিব	৩	২	৫	
৬	পরিচালক	২	--	২	
৭	সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব	১১	৩	১৪	
৮	সিস্টেম এনালিস্ট	-	১	১	
৯	সিনিয়র সহকারী প্রধান	২	--	২	
১০	সহকারী প্রধান	২	--	২	
১১	প্রোগ্রামার	১	--	১	
১২	সহকারী প্রোগ্রামার	১	--	১	
১৩	সহকারী মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার	১	--	১	
১৪	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১	--	১	
	উপমোট	**২৮**	**৬**	**৩৪**	
১৫	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১৩	৩	১৬	২৮
১৬	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৯	২	১১	
১৭	সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১	--	১	
	উপমোট	**২৩**	**৫**	**২৮**	
১৮	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	৯	--	৯	৩৩
১৯	কম্পিউটার অপারেটর	১	৩	৪	
২০	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	১৪	৪	১৮	
২১	হিসাব রক্ষক	১	--	১	
২২	ক্যাশিয়ার	১	--	১	
	উপমোট	**২৬**	**৭**	**৩৩**	
২৩	ক্যাশ সরকার	১	--	১	৩৪
২৪	ফটোকপিয়ার মেশিন অপারেটর	১	--	১	
২৫	অফিস সহায়ক	২৭	৫	৩২	
	উপমোট	**২৯**	**৫**	**৩৪**	
	সর্বমোট	**১০৬**	**২৩**	**১২৯**	**১২৯**

১.৭ বিভাগের অধীন শাখাসমূহের কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(ক) প্রশাসন-১ (প্রশাসন, সমন্বয়, সংসদ)

বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো; কর্মকর্তাদের কার্যবণ্টন; প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ; রাজস্বখাতে পদসৃষ্টি ও পদ সংরক্ষণ; বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশাসনিক ও সমন্বয় বিষয়ক কার্যাবলী; জাতীয় সংসদ অধিবেশনে বিভাগ সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাব; সংসদীয় স্থায়ী কমিটি ও মন্ত্রিপরিষদ কাউন্সিল কমিটি সংক্রান্ত কার্যাবলী; সচিব কমিটি সংক্রান্ত কার্যাবলী; দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা; রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার চাহিদানুযায়ী প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত সমন্বয়মূলক কার্যাবলী ।

(খ) প্রশাসন-২ (বাজেট)

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগসহ অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার বাজেট এবং আয় ও ব্যয় বিষয়ক কার্যাবলী; কোম্পানিসমূহের বার্ষিক লভ্যাংশ নির্ধারণ; শুল্ক/কর নির্ধারণ বিষয়ে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাথে যোগাযোগ; বাজেট প্রণয়নের জন্য অর্থ বিভাগের চাহিদানুযায়ী সকল প্রকার তথ্য উপাত্ত সরবরাহ।

(গ) প্রশাসন-৩ (সেবা ও অন্যান্য)

এ বিভাগের যাবতীয় সাধারণ সেবামূলক কার্যাবলী; মাননীয় মন্ত্রী, উপদেষ্টা ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ফেরি পারাপার ও হেলিকপ্টারের বিল পরিশোধ; বিভাগের সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন; মাসিক সমন্বয় সভা এবং অনিষ্পন্ন সভা সংক্রান্ত কার্যাবলী ।

(ঘ) নিরীক্ষা-১ (বিভাগ, ডাক অধিদপ্তর, পিএ কমিটি)

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগসহ ডাক অধিদপ্তরের সকল প্রকার নিরীক্ষা আপত্তি; ত্রি-পক্ষীয় সভা; পেনশনারদের নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তি; পিএ কমিটি সংক্রান্ত কার্যাবলী।

(ঙ) নিরীক্ষা-২ (বিটিআরসি ও কোম্পানিসমূহ)

মহা হিসাবনিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সিএজি) কর্তৃক পরিচালিত নিরীক্ষা কার্যক্রম; আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা ও কোম্পানিসমূহের নিরীক্ষা কার্যক্রম মনিটরিং; নিরীক্ষা আপত্তির নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন; সিএজি এর অতিরিক্ত কোম্পানি/সংস্থাসমূহ কর্তৃক নিয়োজিত চার্টার্ড একাউন্টেন্ট ফার্ম/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম।

(চ) ডাক-১ (অপারেশন ম্যাটার)

ডাক অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো; ক্ষমতা অর্পণ; রাজস্বখাতে পদ সৃষ্টি ও সংরক্ষণ; ক্যাডারভুক্ত ও ক্যাডার বহির্ভূত কর্মকর্তাদের নব-নিয়োগ; চাকুরির তথ্যাবলী সংরক্ষণ; পদোন্নতি এবং চলতি ও অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম; ১ম গ্রেড হতে ৯ম গ্রেড পর্যন্ত কর্মকর্তাদের নিয়োগ, বদলি, পদস্থাপন; শৃঙ্খলা ও বিভাগীয় মামলা; পেনশন; নিয়োগ সংক্রান্ত আইন, বিধিমালা ও ম্যানুয়াল; রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থা হতে চাহিদাকৃত প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রেরণ।

(ছ) ডাক-২ (স্ট্যাম্প, প্রেস, অভিযোগ, লিগ্যাল)

ডাক অধিদপ্তরের সাধারণ সেবা; নীতিমালা; আন্তর্জাতিক যোগাযোগ; কর্মচারীদের বিভিন্ন অভিযোগ; অফিস ভাড়া; জমি অধিগ্রহণ; ইউটিলিটি সার্ভিসের বিল পরিশোধ; স্মারক ডাক টিকিট প্রকাশ; ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়নের যাবতীয় কার্যাবলী; বিভাগ ও অধীনস্থ বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার দেওয়ানী, ফৌজদারি মামলা, রিট মামলা ও প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল এর বিভিন্ন মামলা সংক্রান্ত কার্যাবলী।

(জ) টেলিকম-১ (বিটিআরসি, আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ)

টেলিযোগাযোগ সম্পর্কিত আইন, বিধি, প্রবিধান, নীতিমালা ও গাইডলাইন; টেলিযোগাযোগ খাতে বিভিন্ন লাইসেন্স প্রদান, নবায়ন, বাতিল ও শেয়ার হস্তান্তর; টেলিযোগাযোগ খাতের বিভিন্ন শুল্ক, কর, ট্যারিফ, রেভিনিউ শেয়ারিং ইত্যাদি; টেলিযোগাযোগ সেবা এর বেসরকারিকরণ; রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারি খাতে টেলিযোগাযোগ সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি স্থাপন, স্থানান্তর ও বন্ধকরণ; গুরুত্বপূর্ণ টেলিযোগাযোগ স্থাপনা ও সম্পত্তির নিরাপত্তা (কেপিআই); টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে সরকারী ও বেসরকারি খাতের সমন্বয় ও অংশীদারিত্বমূলক কার্যক্রম; টেলিযোগাযোগ খাতে নিয়োজিত বেসরকারি কোম্পানি/ প্রতিষ্ঠানসমূহের বিবিধ বিষয়াদি; তথ্য প্রযুক্তি নীতিমালা, ব্রডব্যান্ড নীতিমালাসহ টেলিযোগাযোগ ও আইসিটি বিষয়ক নীতিমালাসমূহে বিভাগের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সংক্রান্ত কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন; বিটিআরসির সাংগঠনিক কাঠামো, প্রশাসন ও সেবা সংক্রান্ত কার্যাবলী; বিটিআরসির বার্ষিক প্রতিবেদন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিবিধ বিষয়; ইন্টারন্যাশনাল টেলিকম ইউনিয়ন (আইটিইউ), এশিয়া প্যাসিফিক টেলিকমিউনিটি (এপিটি) কমনওয়েলথ টেলিকমিউনিকেশন্স অর্গানাইজেশন (সিটিও) সহ টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ ও বৈদেশিক টেলিযোগাযোগ প্রশাসনের সাথে চুক্তি, সহযোগিতা, সমন্বয় ও অন্যান্য বিষয়ে যোগাযোগ ও কার্যক্রম; টেলিযোগাযোগ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি যেমন: সার্ক, ডাব্লিউটিও ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট মতামত প্রদান; টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য, উপাত্ত সংগ্রহ, পরিসংখ্যান তৈরি, টেলিযোগাযোগ উন্নয়ন বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ; শাখার বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

(ঝ) টেলিকম-২ (আইসিটি সেল)

আইসিটি সংক্রান্ত সকল কার্যাবলী; জাতীয় আইসিটি নীতিমালা ২০০৯ অনুযায়ী ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন; বিভাগের ওয়েব সাইট হালনাগাদকরণ; কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, নেটওয়ার্কিং, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ও আইসিটি সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও সমন্বয়।

(ঞ) কোম্পানি-১ (বিটিসিএল)

টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো,জনবল কাঠামো নির্ধারণ, উদ্বৃত্তকরণ,আত্মীকরণ, পদ সৃষ্টি ও বিলুপ্তি; বিসিএস (টেলিযোগাযোগ) ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের জ্যেষ্ঠতা তালিকা প্রণয়ন, হালনাগাদকরণ, বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন সংরক্ষণ; প্রধান কর্মাধ্যক্ষ ও তদূর্ধ্ব পদে কর্মকর্তাদের নিয়োগ, বদলী, পদস্থাপন; দেশ-বিদেশে লিয়েন মঞ্জুর; পিআরএল ও পেনশন মঞ্জুরি; টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলা ও বিভাগীয় মামলা; কর্মকর্তাদের সম্পদের বিবরণ সংরক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী।

(ট) কোম্পানি-২ (টেলিটক/ বাকেশি/ টেশিস/ বিএসসিসিএল)

বিটিসিএল(বিলুপ্ত বিটিটিবি), বিটিআরসিসহ এ বিভাগের আওতাধীন টেলিযোগাযোগ খাতভূক্ত সকল কোম্পানির টেলিযোগাযোগ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় ক্রয়/সংগ্রহ, গ্রাহকসেবা, ইউটিলিটি সার্ভিস ও জমি অধিগ্রহণ সংশ্লিষ্ট কার্যাবলীর উপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ অনুমোদন; বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেড, টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড, টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড ও বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেড এর যাবতীয় প্রশাসনিক, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন কার্যক্রমের অনুমোদনসহ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার যাবতীয় কার্যক্রমে সম্পৃক্ততা।

(ঠ) পরিকল্পনা-১

ডাক অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহের প্রাক-মূল্যায়ন, অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ, চলমান প্রকল্পের পরিবীক্ষণ এবং বাস্তবায়নোত্তর মূল্যায়ন ও বাস্তবায়নের জন্য তহবিল অবমুক্তির প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ; চলমান প্রকল্পের আওতায় পদ সৃজন ও নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পাদন; নারী উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ফোকাল পয়েন্ট এর কর্ম সম্পাদন; পরিকল্পনা উইং এর সমন্বয়মূলক কর্মকাণ্ড যেমন: ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন, মাসিক এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠান, NEC, ECNEC ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত নিয়মিত (মাসিক, ত্রৈমাসিক, বার্ষিক) প্রতিবেদনসমূহ অর্থ বিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, IMED ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ।

(ড) পরিকল্পনা-২

ডাক অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কিত বৈদেশিক সাহায্য সংক্রান্ত বিষয়াদি; ডাক অধিদপ্তরের প্রকল্পের অধীনে পদ সৃজন, সংরক্ষণ ও নিয়োগ প্রক্রিয়াকরণ; প্রকল্পের অর্থ অবমুক্তকরণ; দারিদ্র বিমোচন সংক্রান্ত কার্যাদি।

(ঢ) পরিকল্পনা-৩

বিটিসিএল'র জন্য প্রকল্প চিহ্নিতকরণ, প্রণয়ন ও প্রকল্পের প্রাক মূল্যায়ন এবং অনুমোদন; বৈদেশিক সাহায্য, কারিগরি সহায়তার প্রয়োজনীয়তা নিরূপন, দাতা সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ এবং চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়াদি; চলমান প্রকল্পের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং সমাপ্ত প্রকল্পের বাস্তবায়নোত্তর মূল্যায়ন; বিটিসিএল এর উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ অবমুক্তি সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন; বিটিসিএল এর আওতাধীন প্রকল্পের পদ সৃজন/ সংরক্ষণ প্রক্রিয়াকরণ; বিটিসিএল এর আওতাধীন প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন আইএমইডি-তে প্রেরণ; বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পের ডিসবার্সমেন্ট প্রতিবেদন অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে প্রেরণ।

(ণ) পরিকল্পনা-৪

বিটিআরসি, বিএসসিসিএল, টেলিটক বাংলাদেশ লিঃ, টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিঃ, বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিঃ এবং সংস্থা/বিভাগের নিজস্ব প্রকল্প চিহ্নিতকরণ, প্রকল্পের প্রাক মূল্যায়ন এবং অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ; বৈদেশিক সাহায্য, কারিগরি সহায়তার প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ এবং দাতা সংস্থার সাথে যোগাযোগ ও চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়াবলী; প্রকল্পের অর্থ ছাড় সংক্রান্ত কার্যাবলী; প্রকল্পের অধীনে পদ সৃজন/সংরক্ষণ প্রক্রিয়াকরণ; অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যৌথভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যাবলী; উন্নয়ন প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন আইএমইডি-তে প্রেরণ; এমডিজি এবং এসডিজি বিষয়ক রিপোর্ট প্রণয়ন; দাতা সংস্থাসমূহের চাহিদা অনুযায়ী রিপোর্ট প্রণয়ন ও প্রেরণ; প্রকল্প সংক্রান্ত বিবিধ বিষয়াবলী নিষ্পত্তিকরণ।

১.৮ টেলিযোগাযোগ খাতের সার্বিক অগ্রগতির চিত্র

বিষয়	২০০৮	২০১৬ (জুন)	২০১৭ (জুন)
টেলিডেনসিটি	৩৪.৫০%	৮২.১৭%	৮৪.৫৬%
সেলুলার মোবাইল সংযোগের গ্রাহক সংখ্যা	৪.৬০ কোটি	১৩.১৪ কোটি (বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে নিবন্ধিত প্রায় ১২.১ কোটি)	১৩.৬০ (সকল সংযোগ বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে নিবন্ধিত)
ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা	০. ৪০ কোটি	৬.৩৩ কোটি	৭.৩৩ কোটি
ইন্টারনেট ডেনসিটি	২.৫০%	৩৯.২৯%	৪৫.২৮%
গড় ভয়েস কল চার্জ (টাকা)	০.৮৮	০.৮৩	০.৮৩
ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথ চার্জ প্রতি Mbps (সর্বনিম্ন)	২৭,০০০ টাকা	৪০০ টাকা পর্যন্ত	৪০০ টাকা পর্যন্ত

১.৯ সেলুলার মোবাইল সংযোগ গ্রাহকসংখ্যা পরিবর্তনের চিত্র

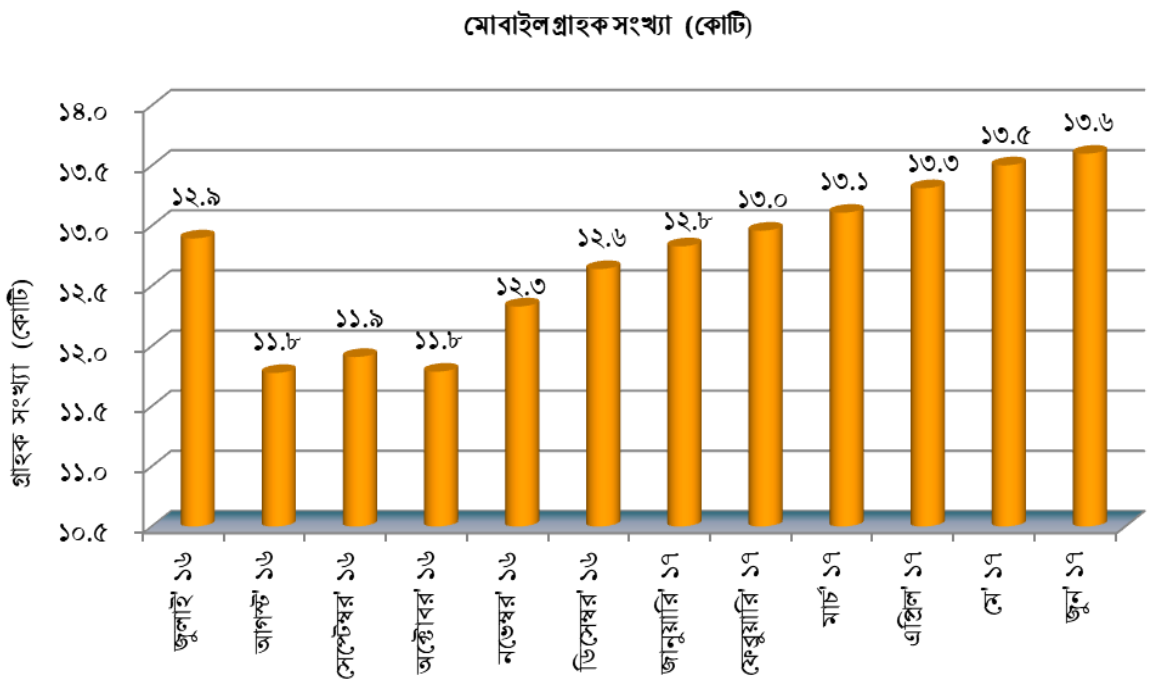

তথ্যসূত্রঃ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

১.৮ সেলুলার মোবাইল সংযোগের গ্রাহক বৃদ্ধির হার

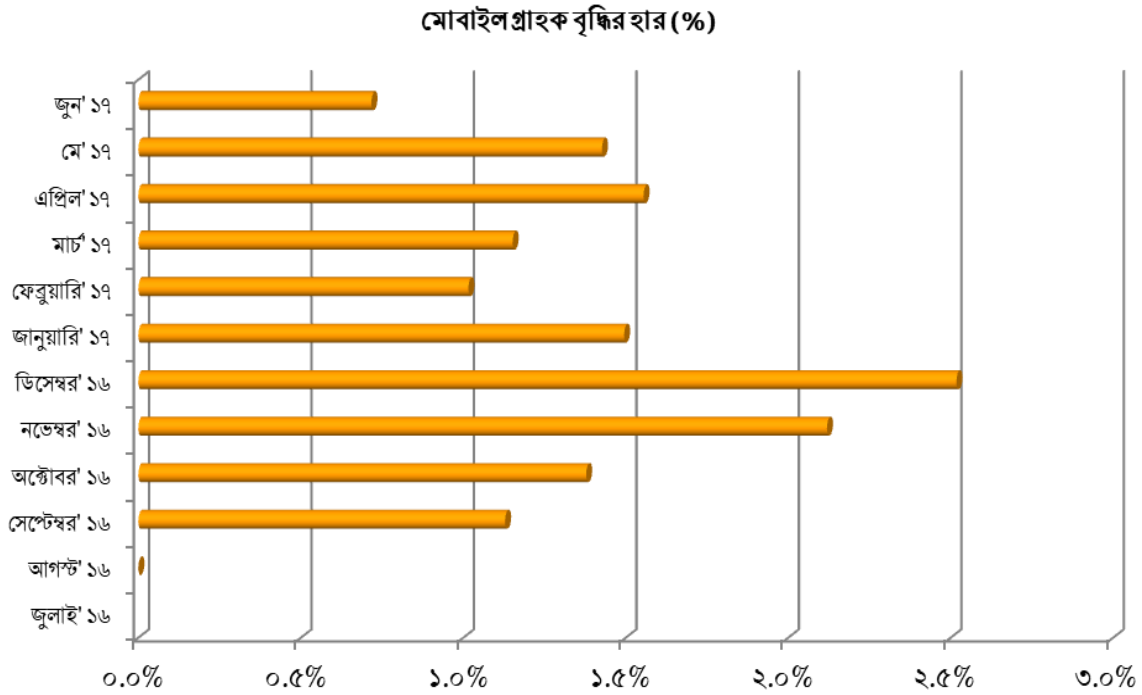

১.৯ সেললার মোবাইল সংযোগের অপারেটর ভিত্তিক বিন্যাস (জুন ২০১৭)

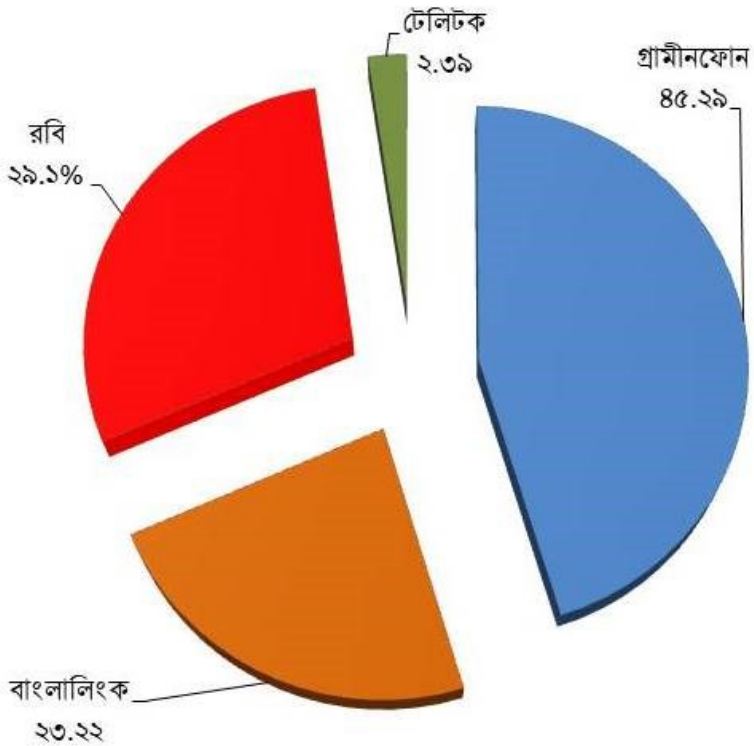

তথ্যসূত্রঃ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

১.১০ ইন্টারনেট ব্যবহারকারীগণের বিন্যাস (জুন ২০১৭)

সংযোগের প্রকৃতি	গ্রাহক সংখ্যা (কোটি)	মার্কেট শেয়ার
সেলুলার মোবাইল (2G/ 3G)	৬.৮৭	৯৩.৬০%
Wimax (BWA)	০.০০৭৫	০.১০%
ISP ও PSTN	০.৪৬২	৬.৩০%
মোট	**৭.৩৩**	

১.৯ ইন্টারনেট সংযোগের গ্রাহকসংখ্যা পরিবর্তনের চিত্র

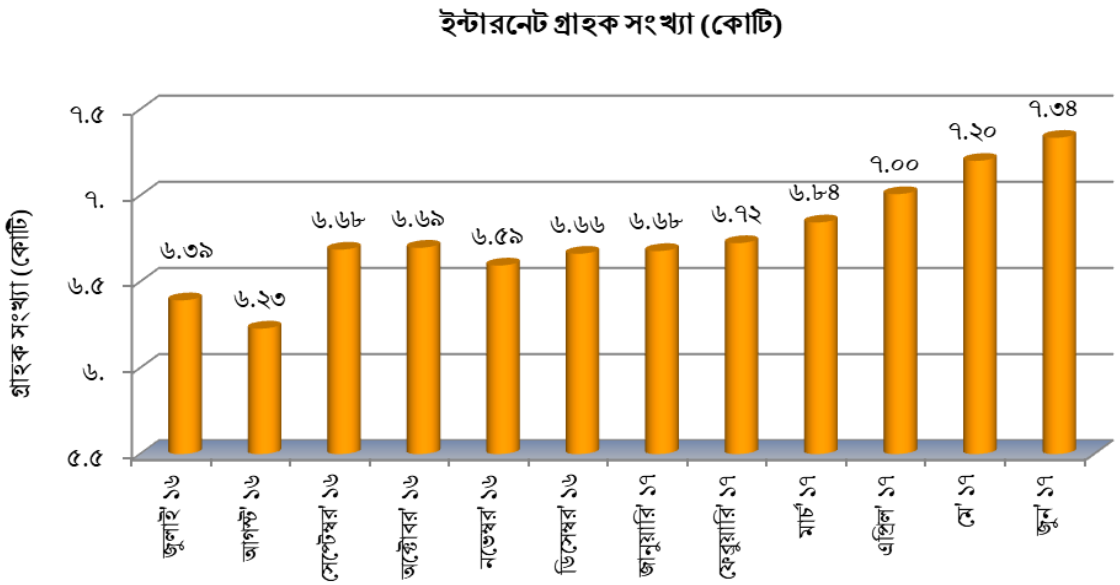

১.৯ ইন্টারনেট সংযোগের গ্রাহকসংখ্যা পরিবর্তনের চিত্র

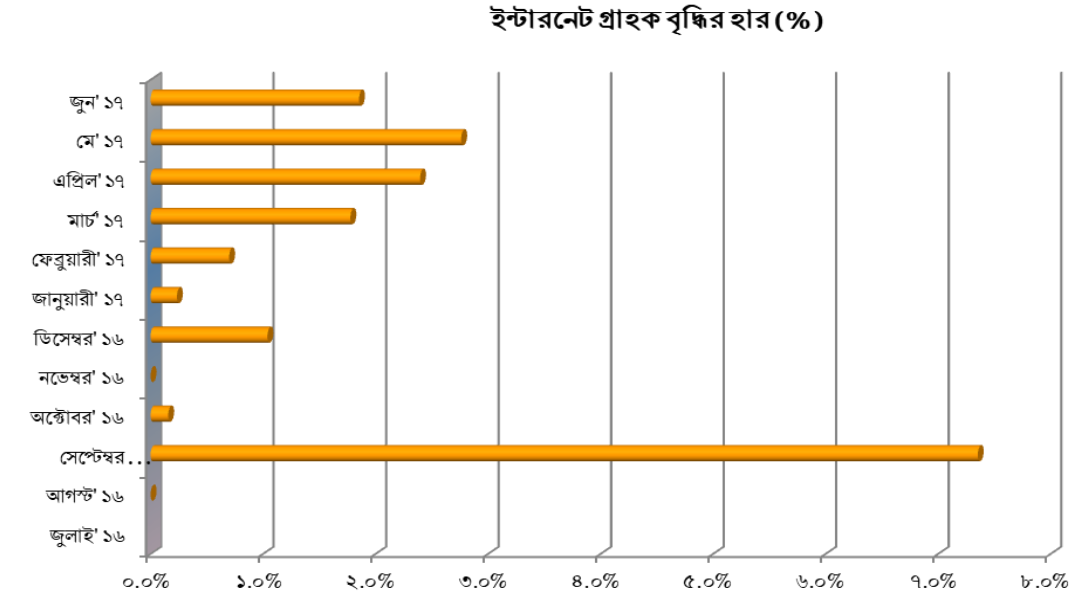

তথ্যসূত্রঃ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

১.১১ বিভাগের কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য আন্তর্জাতিক সংস্থা

- International Telecommunication Union (ITU)
- Universal Postal Union (UPU)
- Asia Pacific Telecommunity (APT)
- Commonwealth Telecommunications Organization (CTO)
- Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)
- Asia Pacific Network Information Centre (APNIC)
- GSM Association (GSMA)

দ্বিতীয় অধ্যায়

দপ্তর, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচিতি ও কার্যক্রম

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)

২.১ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)

দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত এবং সুসংহত করার লক্ষ্যে, বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর জন্য একটি নির্ভরযোগ্য, যুক্তিসংগত ব্যয়-সাপেক্ষ ও আধুনিক মানের টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান এবং এই সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা প্রতিরোধ ও অবসানকল্পে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর অধীনে ২০০২ সালে ৩১ জানুয়ারী বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়।

২.১.১ উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

(ক) 3G সেবার বিস্তার

বহুল প্রত্যাশিত থ্রিজি সেবাকে জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বিগত ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে নিলামের মাধ্যমে ৪টি বেসরকারী মোবাইল ফোন অপারেটরকে থ্রিজি লাইসেন্স দেয়া হয়। টেলিটক বাংলাদেশ অক্টোবর, ২০১২ থেকে গ্রাহক পর্যায়ে এই সেবা দিয়ে আসছে। থ্রিজি লাইসেন্সিং গাইডলাইন অনুযায়ী সকল মোবাইল অপারেটরের থ্রিজি নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। ইতোমধ্যেই সকল লাইসেন্স প্রাপ্ত অপারেটরের নেটওয়ার্ক সকল বিভাগীয় এবং জেলা শহরে ও অধিকাংশ উপজেলা শহরে বিস্তৃত হয়েছে। আশা করা যায় খুব শীঘ্রই সারা দেশ থ্রিজি নেটওয়ার্কের আওতাধীন হবে। উল্লেখ্য যে, জুন, ২০১৭ পর্যন্ত দেশে সর্বমোট ৪ কোটি ৯৬ লক্ষ ৬০ হাজার থ্রিজি গ্রাহক রয়েছে। বিগত ১২ মাসে দেশে থ্রিজি গ্রাহক বৃদ্ধির হার নিম্নরূপঃ

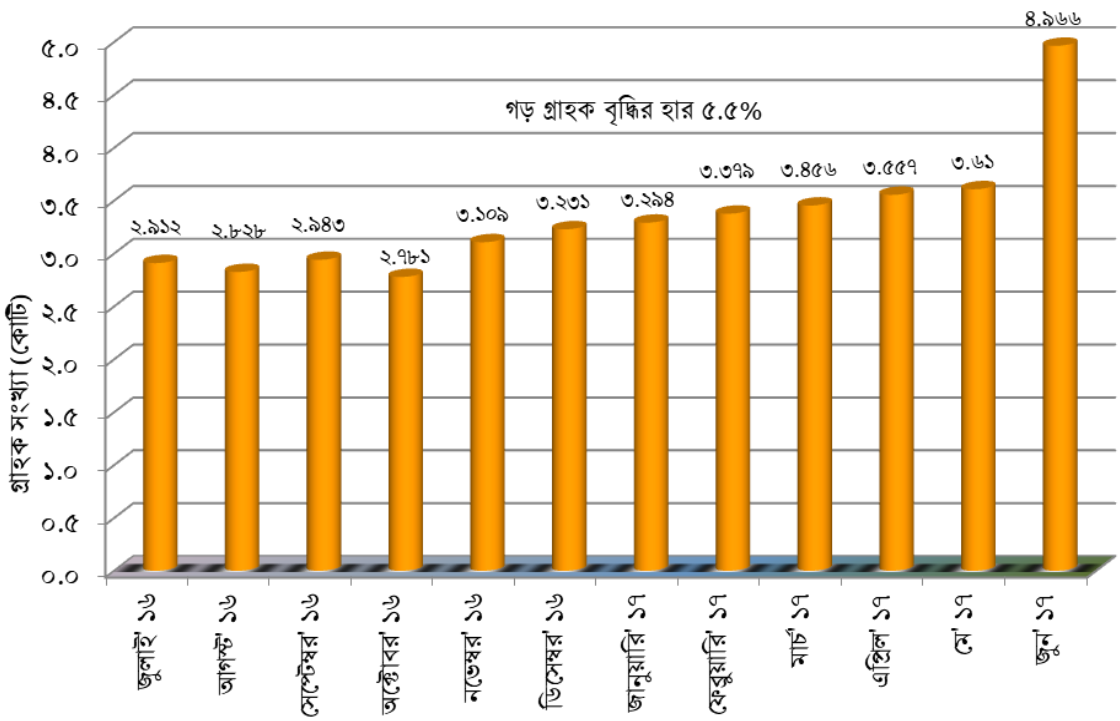

২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৩জি সংযোগের গ্রাহক বৃদ্ধির চিত্র।

২জি প্রযুক্তিতে সেবার ক্ষেত্রে যেখানে সর্বোচ্চ গতি ছিল ৬৪ কেবিপিএস সেখানে থ্রিজি এর ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ৫১২ কেবিপিএস এবং সর্বোচ্চ ৪ এমবিপিএস গতির ইন্টারনেট সেবা পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। থ্রিজি সার্ভিসের মাধ্যমে গ্রাম বাংলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে উচ্চ গতি সম্পন্ন ইন্টারনেট সংযোগের আওতায় আনা সম্ভবপর হয়েছে এবং মোবাইল ফোনের মাধ্যমে দ্রুত গতির ইন্টারনেট ব্যবহার করে গ্রাহক ই-কর্মাস, ই-ব্যাংকিং, ই-এডুকেশন, ই-কৃষি, ই-হেলথ, ই-গভর্নেন্স এবং টেলিকনফারেন্সের মতো গুরুত্বপূর্ণ পরিসেবা সহজে গ্রহণ করতে সক্ষম হচ্ছে।

(খ) আন্তর্জাতিক ভয়েস কল

আন্তর্জাতিক অন্তর্গামী ও বহির্গামী কল বৈধ পথে পরিচালনার মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব অর্জন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বর্তমানে সরকারী প্রতিষ্ঠান বিটিসিএল সহ মোট ২৩ টি ইন্টারন্যাশনাল গেটওয়ে (আইজিডব্লিউ) অপারেটর কাজ করছে। এ পর্যন্ত সরকারের অনুমোদনক্রমে কমিশন মোট ২৯ টি আইজিডব্লিউ লাইসেন্স প্রদান করেছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আইজিডব্লিউসমূহের মাধ্যমে পরিচালিত আন্তর্জাতিক অন্তর্গামী ও বহির্গামী কলের হ্রাস/বৃদ্ধির চিত্র নিম্নরূপঃ

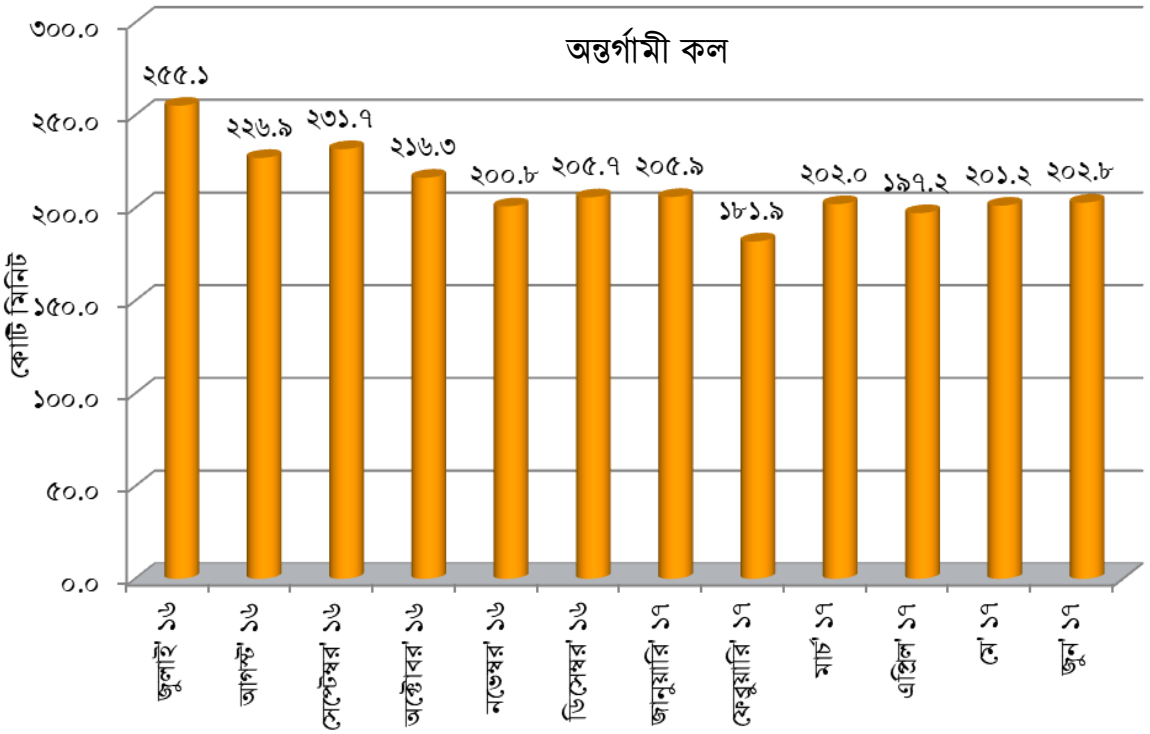

গত এক বছরে (জুন'১৬-জুলাই-১৭) আন্তর্জাতিক অন্তর্গামী কলের পরিমাণ।

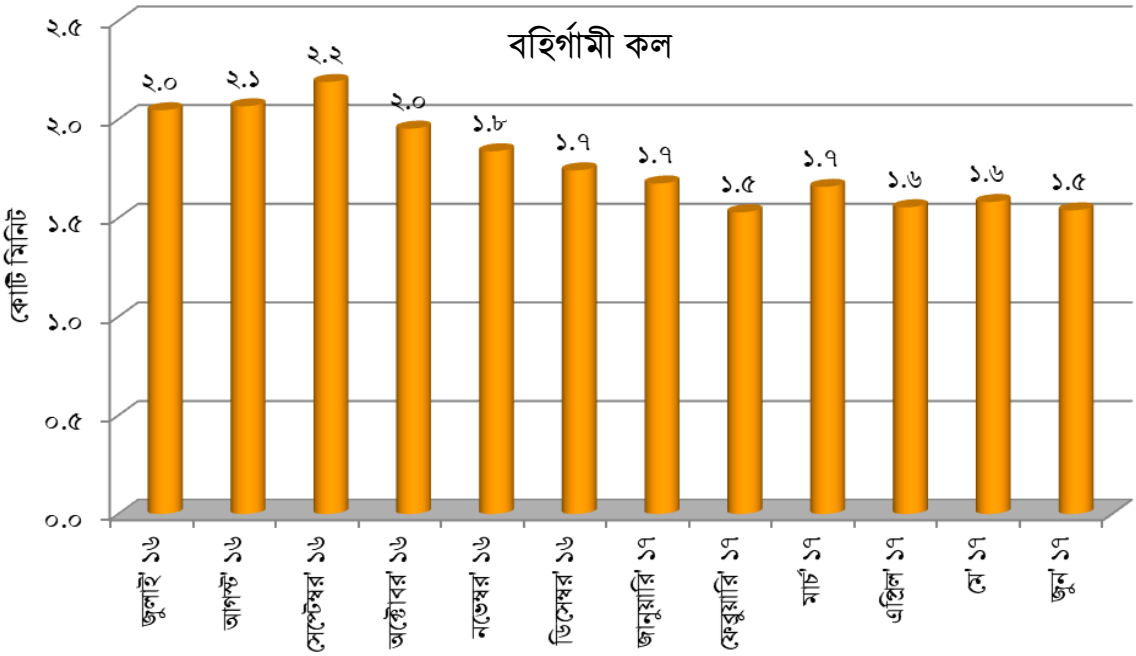

গত এক বছরে (জুন'১৬-জুলাই-১৭)আন্তর্জাতিক বহির্গামী কলের পরিমাণ

(গ) International Internet Gateway (IIG)

বিটিআরসি হতে বিগত ২০০৮ সালে প্রদত্ত লাইসেন্সের মাধ্যমে ম্যাঙ্গো টেলিসার্ভিসেস লিঃ এবং বিটিসিএল- এই ০২ টি প্রতিষ্ঠান International Internet Gateway (IIG) কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে ২০১২ সালে নতুন করে আরও ৩৫টি প্রতিষ্ঠানকে IIG লাইসেন্স প্রদান করা হয়। সম্প্রতি ২টি IIG প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে। বর্তমানে পুরনো ২টি প্রতিষ্ঠানসহ মোট ২৮ টি প্রতিষ্ঠান IIG কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এছাড়া ১টি প্রতিষ্ঠান কার্যক্রম শুরু করার প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বর্তমানে চালু সকল IIG প্রতিষ্ঠান BSCCL হতে ১৬০.৩৭১ Gbps এবং ITC হতে ২৮১.০০৮ Gbps সহ মোট ৪৪১.৩৭৯ Gbps ক্যাপাসিটি সংযোগ গ্রহণ করে IIG কার্যক্রম পরিচালনা করছে। একনজরে IIG সমূহের বর্তমান অবস্থা নিম্নরূপঃ

ক্রমিক	বিষয়	তথ্য
১	লাইসেন্স সংখ্যা	৩৫ টি
২	চালু IIG	২৮ টি
৩	শীঘ্রই চালু হবে	০১ টি
৪	মোট Capacity	৪৪১.৩৭৯ Gbps
৫	মোট ব্যবহৃত Bandwidth	৩৩৫.৮৯৫ Gbps

(ঘ) অপটিক্যাল ফাইবার সম্প্রসারণ নেটওয়ার্ক/আন্তঃ সংযোগ

সাশ্রয়ী মূল্যে সকলের জন্য ব্যবহারযোগ্য নেটওয়ার্ক বিস্তারের লক্ষ্যে Fiber@Home, Summit Communication Limited এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বিটিসিএল-কে NTTN (National Telecommunication Transmission Network) লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। অতিদ্রুততার সাথে Telecommunication Network সমগ্র দেশের উপজেলা সমূহে পৌঁছে দেবার জন্য বেসরকারি অপারেটরদ্বয়কে সুনির্দিষ্ট সময় (Rollout Obligation) নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। এ পর্যন্ত সর্বমোট ৬৪ জেলা, ৪৭০ টি উপজেলায় NTTN এর নেটওয়ার্ক স্থাপিত হয়েছে।

এছাড়া সহজে সমগ্র দেশে Fiber Network অবকাঠামো ছড়িয়ে দিতে সরকারী উদ্যোগে Power Grid Company of Bangladesh Limited (PGCB)-এর অতিরিক্ত এক পেয়ার ফাইবার National Service Provider হিসেবে বেসরকারি NTTN অপারেটরদের লিজ প্রদান করা হয়েছে। এ লিজের উদ্দেশ্য হল PGCB'র ফাইবার ব্যবহার করে বিভিন্ন সরকারী সংস্থা/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহজে Internet Bandwidth সরবরাহ এবং একই সাথে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্বল্পমূল্যে Internet Bandwidth পৌঁছে দেয়া। NSP পারমিট এর আলোকে অপারেটরদ্বয়কে ৩৬মাসের মধ্যে ৬৪টি জেলা, ২৫০টি উপজেলা এবং ৪,৫০০টি ইউনিয়ন পরিষদে নেটওয়ার্ক পৌঁছানোর দায়বদ্ধতা নির্ধারণ করা হয়েছে। NSP হিসেবে Summit Communication Limited সর্বমোট ২৪টি জেলা ও ৯১ টি উপজেলা এবং Fiber@Home Ltd সর্বমোট ২৯ টি জেলা ও ৪২ টি উপজেলায় নেটওয়ার্ক বিস্তৃত করেছে। টেলিযোগাযোগ অপারেটর ছাড়াও PGCB এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের বিদ্যমান অপটিক্যাল ফাইবারের ক্যাপাসিটির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য উক্ত সংস্থা দুটি'কেও NTTN লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

বর্তমানে সরকারী NTTN অপারেটর BTCL এর দেশব্যাপী প্রায় ৬,৯০৬ কিলোমিটার অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক রয়েছে, যা ৬৪ টি জেলায় বিস্তৃত। এছাড়াও দেশব্যাপী বাংলাদেশ রেলওয়ের ২,৪২১ কিলোমিটার এবং

(ঙ) Interactive GIS Map

দেশব্যাপী বিস্তৃত বিভিন্ন অপারেটরের অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্কের সমন্বিত Interactive Map প্রস্তুতির লক্ষ্যে বিটিআরসি সিইজিআইএস এর সাথে চুক্তি সম্পাদান করে। বিগত ১১-০৮-২০১৫ তারিখে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক Web Based Interactive GIS Map প্রস্তুতির কাজ সম্পন্ন হয়। প্রস্তুতকৃত এ Map বর্তমানে বিটিআরসি'র বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ তথা দেশের টেলিযোগাযোগ খাতের বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়নে গুরুত্বর্পূণ ভূমিকা রাখছে। এছাড়াও বিদ্যমান Interactive Map এর কোন ধরনের সংশোধন কিংবা সংযোজনের প্রয়োজনীয়তা নিরীক্ষণের লক্ষ্যে প্রতিটি অপারেটরকে ইতোমধ্যে স্ব স্ব GIS Map এর জন্য পৃথক পৃথক User ID এবং Password প্রদান করা হয়েছে।

বিটিআরসি'র তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত উক্ত Interactive Map'টিতে সকল অপারেটরের নিজস্ব অপটিক্যাল ফাইবার এর তথ্য একটি মানচিত্রের বিভিন্ন লেয়ারের মাধ্যমে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এ মানচিত্রের সহায়তায় বর্তমানে সারাদেশের অপটিক্যাল ফাইবারের জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন ভিত্তিক অবস্থান, ক্যাপাসিটিসহ বিস্তারিত কারিগরী তথ্য জানা সম্ভব। সরকারি/বেসরকারি Connectivity সংশ্লিষ্ট যে কোন প্রকল্প বাস্তবায়নে Interactive GIS Map টি মৌলিক ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অংশ হিসেবে সরকার দেশের তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত সকল প্রতিষ্ঠানকে Broadband Network এর আওতায় আনার পদক্ষেপ গ্রহন করেছে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য বিটিআরসি দেশের সকল বিভাগ, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়নসহ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কমিউনিটি ক্লিনিক, ডাকঘর ইত্যাদি তৃণমূল পর্যায়ের দপ্তর সমূহকে Broadband Network এর সাথে ক্রমান্বয়ে সংযুক্তির মাধ্যমে একটি Interactive GIS Map প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

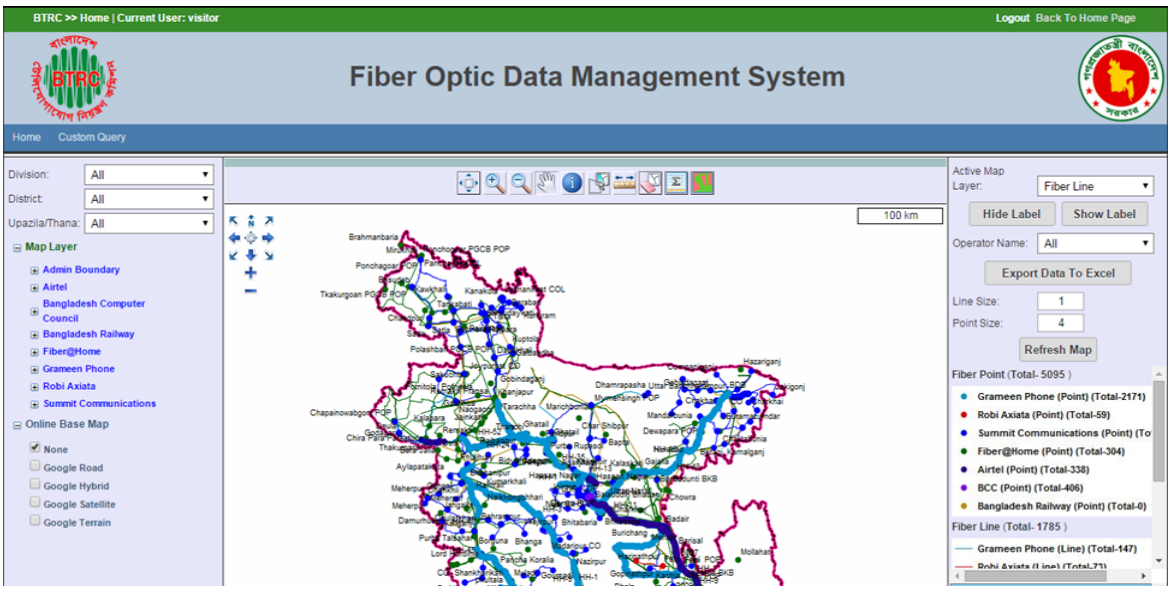

উন্নয়নকৃত GIS Map এর ওয়েবসাইট।

(ঙ) আন্তর্জাতিক সাবমেরিন ক্যাবল ও টেরেস্ট্রিয়াল ক্যাবল

আন্তর্জাতিক সংযোগের জন্য বাংলাদেশের একমাত্র সাবমেরিন ক্যাবল অপারেটর রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বিএসসিসিএল এর পাশাপাশি আরও ৬ (ছয়টি) আইটিসি অপারেটর অপারেশনে আসায় ব্যান্ডউইথ মূল্যে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। বাজার প্রতিযোগিতামূলক হওয়ায় আইটিসি অপারটেরসমূহ ও বিএসসিসিএল এর সেবার মান দিন দিন আরো উন্নত হচ্ছে। অভ্যন্তরীণ ব্যবহার বৃদ্ধি এবং ভারতে আইপি ট্রানজিট সংযোগ প্রদানের ফলে গত এক বছরে ব্যান্ডউইডথের ব্যবহার ২৬৫.৭ জিবিপিএস থেকে প্রায় ৪১১ জিবিপিএস-এ উন্নীত হয়েছে। উক্ত বৃদ্ধির হার প্রায় ৫৪.৬৮%।

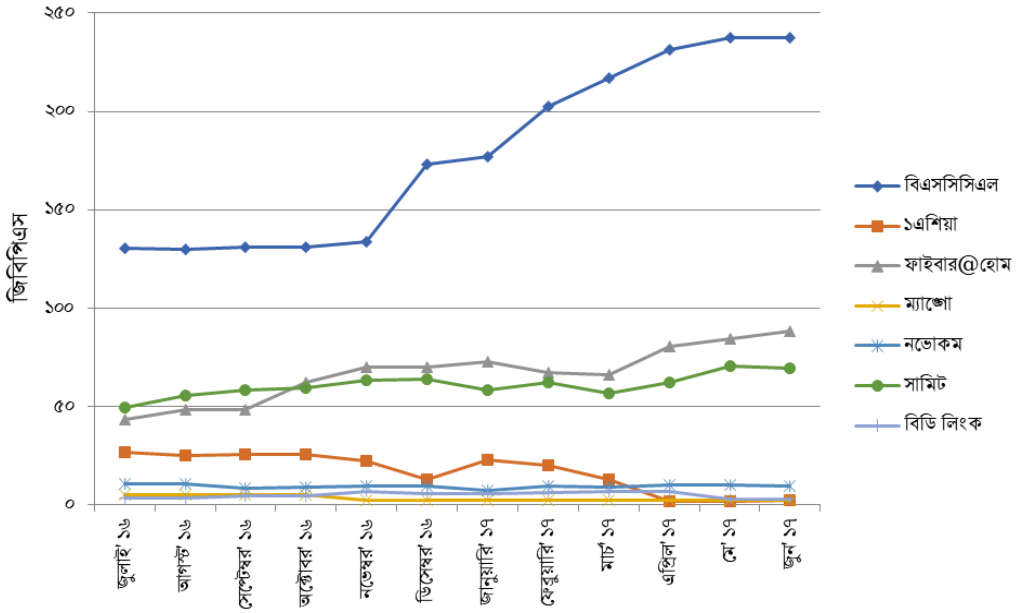

বিএসসিসিএল এবং আইটিসি অপারেটরসমূহের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ব্যান্ডউইডথ এর ব্যবহার (জুলাই'১৬ - জুন'১৭)।

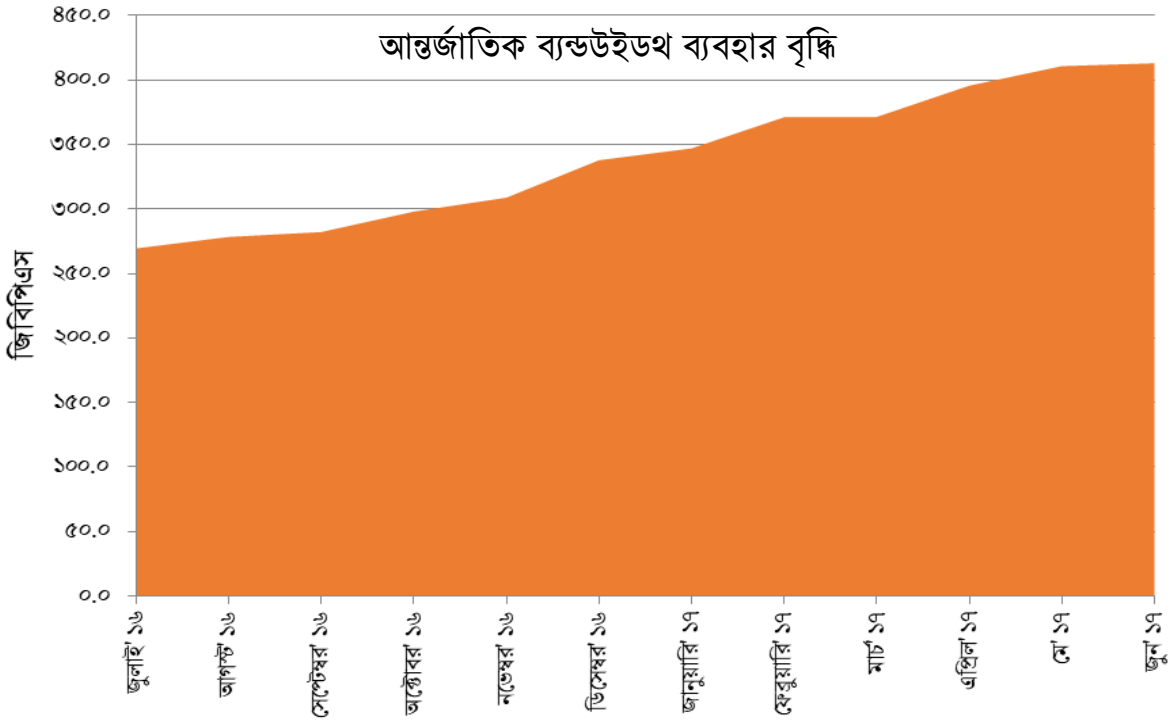

গত এক বছরে আন্তর্জাতিক ব্যান্ডউইডথ ব্যবহার বৃদ্ধির চিত্র।

(চ) Quality of Service (QoS)

অপারেটরগণের সেবার মান উন্নয়ন এবং গ্রাহক সন্তুষ্টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিটিআরসি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করছে। এ লক্ষ্যে বিটিআরসি মোবাইল অপারেটরগণের জন্য Quality of Service (QoS) সংক্রান্ত নির্দেশনা জারি করেছে। বিটিআরসি কর্তৃক জারিকৃত QoS সংক্রান্ত নির্দেশনায় কলড্রপ, Data Throughput (ডাটা স্পিড), নেটওয়ার্ক কভারেজ সহ মোবাইল নেটওয়ার্কের অন্যান্য KPI (Key Performance Indicator) এর নূন্যতম গ্রহণযোগ্য সীমা নির্ধারণ করা আছে। উক্ত নির্দেশনার আলোকে মোবাইল অপারটেরগণ প্রতিমাসে Data Throughput, কলড্রপ এবং অন্যান্য KPI এর মান মাসিক প্রতিবেদন আকারে বিটিআরসি'তে প্রদান করছে। অপারেটরগণ কর্তৃক QoS মাসিক প্রতিবেদনে দাখিলকৃত তথ্যের সত্যতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে বিটিআরসি'র কারিগরি দল অপারেটরগণের স্থাপনা নিয়মিতভাবে সরেজমিন পরিদর্শন করছে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট অপারেটরগণকে নির্দেশনা প্রদান করছে। ফিনল্যান্ড ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান Anite Finland Ltd হতে বিটিআরসি QoS Benchmarking, Drive Test এবং Walk Test যন্ত্রপাতি ক্রয় করেছে। উক্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে অপারেটরগণের সাহায্য ছাড়াই বিটিআরসি দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন মোবাইল এবং Broadband Wireless Access (BWA) অপারেটরগণের নেটওয়ার্কের কলড্রপ, Data Throughput (ডাটাস্পিড), নেটওয়ার্ক কভারেজ সহ বিভিন্ন KPI পরিমাপ করছে। জনপ্রিয় বিভিন্ন অ্যাপস যেমন Facebook, YouTube ইত্যাদি ব্যবহারের ক্ষেত্রে অপারেটরগণের নেটওয়ার্কের কোয়ালিটিও উক্ত যন্ত্রের মাধ্যমে নির্ণয় করা হচ্ছে। সেবার মানের ত্রুটি নির্ণয় করে সংশ্লিষ্ট অপারেটরগণকে উক্ত ত্রুটি দূর করার নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে।

(ছ) Data Information System (DIS)

International Long Distance Cable (ILDC), International Internet Gateway (IIG), Internet Service Provider (Nationwide/Central Zone/Zonal) এবং Category (A/B/C) প্রতিষ্ঠানের অপারেশনাল কার্যাবলীর তথ্যাদি সরাসরি অনলাইনে প্রাপ্তির জন্য Data Information System (DIS) চালু করা হয়েছে। বর্তমানে উক্ত সিস্টেমে ITC এবং IIG অপারেটরগণ www.btrc.gov.bd/dis/user এ সরাসরি লগ অন করে নিয়মিতভাবে মাসিক ব্যান্ডউইথ সংক্রান্ত তথ্যাদি দাখিলের পাশাপাশি ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, PoP, IP এবং প্রতিষ্ঠানের সাধারণ তথ্যাদি কমিশনে দাখিল করছে। বর্তমানে আইএসপি অপারেটরদের রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। উক্ত সিস্টেম সম্পূর্ণরূপে কার্যকর হলে দ্রুততার সাথে তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে এবং তথ্য সংক্রান্ত পত্রাদি কমাতে সহায়তা করবে।

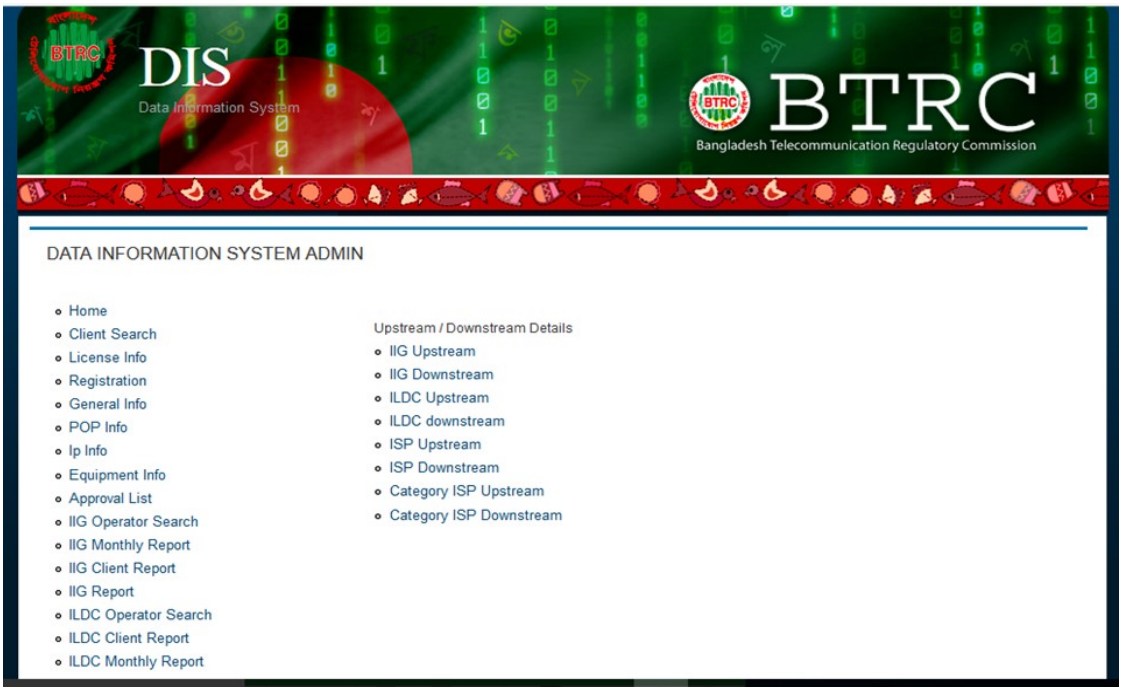

বিটিআরসি কর্তৃক চালুকৃত Data Management System (DIS) এর ওয়েবপেজ

(জ) IP Telephony

বাংলাদেশ সরকার অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নতুন এবং আধুনিক টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের জন্য নতুন টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তি প্রবর্তনের জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। Internet Protocol Telephony একটি সাশ্রয়ী উপায় যার মাধ্যমে ভয়েস কলকে ডাটা প্যাকেট আকারে ইন্টারনেটের মাধ্যমে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে সঞ্চারিত করা যায়। এ টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থায় স্বল্প ব্যয়ে ইন্টারনেটের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ভয়েস কল করা সম্ভব। বিটিআরসি এ পর্যন্ত সর্বমোট ৪২ টি Internet Service Provider (ISP) প্রতিষ্ঠানকে Internet Protocol Telephone Service Provider (IPTSP) লাইসেন্স প্রদান করেছে। বর্তমানে দেশে ২৬ টি IPTSP প্রতিষ্ঠান তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

(জ) VoIP Service provider (VSP)

আন্তর্জাতিক ভিওআইপি কল টার্মিনেশন সহজীকরণকল্পে গত মার্চ, ২০১২ এ VoIP Service Provider (VSP) লাইসেন্স প্রদান করার জন্য আবেদন আহবান করার প্রেক্ষিতে মোট ১৫০৪টি আবেদন জমা হয়। বিটিআরসি কর্তৃক আবেদন পত্রগুলি যাচাই-বাছাই করে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে কমিশন হতে সর্বমোট ৮৮১টি লাইসেন্স প্রদান করা হয়। এ সংক্রান্ত লাইসেন্সিং গাইডলাইন অনুযায়ী সকল ভিএসপি নন-ফেসিলিটি বেজড্ অপারেটর হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং প্রতিটি ভিএসপি অপারেটর আন্তর্জাতিক অন্তঃগামী কল গ্রহণের জন্য শুধুমাত্র একটি আইজিডব্লিউ হতে সর্বোচ্চ ৯০টি পোর্ট বরাদ্দ নিতে পারে।

(ঝ) গ্রাহক নিবন্ধন প্রক্রিয়া

টেলিফোন/মোবাইল ফোনে চাঁদাদাবী, হুমকি প্রদান, ভয়ভীতি প্রদর্শন ও উত্যক্তকরণসহ দুষ্কৃতিমূলক কর্মকান্ড প্রতিরোধকল্পে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, মহোদয়ের নেতৃত্বে এবং সকল অপারেটরসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সম্মিলিত মতামতের উপর ভিত্তি করে গত ১৬ই ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখ হতে সকল মোবাইল অপারেটর কর্তৃক বায়োমেট্রিক্স ভেরিফিকেশন সহ অনলাইনে জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্য যাচাইপূর্বক সিম/রিম নিবন্ধনের প্রক্রিয়া চালুর জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। ৩১/০৫/২০১৬ তারিখ পর্যন্ত সকল মোবাইল অপারেটরদের মোট ১১ কোটি ২১ লক্ষ গ্রাহকের বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতিতে রি-রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে। অনিবন্ধিত সিমসমূহ ১লা জুন ২০১৬ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। তবে সঠিক পদ্ধতিতে রি-রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে উক্ত সিমসমূহ পুনরায় সচল করার সুযোগ রয়েছে। অদ্যবধি সকল মোবাইল অপারেটরদের মোট ১৩ কোটি ৫০ লক্ষ গ্রাহকের সিম বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতিতে রি-রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে।

ভেরিফিকেশন কার্যক্রম মনিটরিং এবং প্রয়োজন মোতাবেক উক্ত সিস্টেমে রেগুলেটরি বিভিন্ন টুলস প্রয়োগ করার জন্য বিটিআরসি কার্যালয়ে একটি সেন্ট্রাল বায়োমেট্রিক ভেরিফিকেশন মনিটরিং সিস্টেম এর ডাটা সেন্টার (ডিসি) এবং বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেড এর ডাটা সেন্টারে ডিসাস্টার রিকভারি (ডিআর) সার্ভার স্থাপন করা হয়। গত ১৬ জুন, ২০১৭ তারিখে উক্ত সেন্ট্রাল বায়োমেট্রিক্স ভেরিফিকেশন মনিটরিং প্ল্যাটফর্ম সম্পূর্ণরুপে চালু করা হয়েছে। এর ফলে সকল মোবাইল অপারেটরের সিম/রিম রেজিস্ট্রেশন, রি-রেজিস্ট্রেশন, ডি-এক্টিভেশন, রিপ্লেসমেন্ট, মালিকানা পরিবর্তন সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে মনিটরিং করা সম্ভব হচ্ছে এবং কমিশন কর্তৃক সময়ে সময়ে সিম/রিম সংক্রান্ত নির্ধারিত বিধি বিধান আরোপের ব্যবস্থা উন্মোচিত হয়েছে।

(ঞ) অভিযোগ ব্যবস্থাপনা টাস্কফোর্স

গ্রাহক অভিযোগ গ্রহণ এবং নিষ্পত্তিতে মোবাইল অপারেটরদের কাস্টমার কেয়ার বা অভিযোগ কেন্দ্র দ্বারা গ্রাহক কর্তৃক দাখিলকৃত অভিযোগসমূহ ঠিকমতো নিষ্পত্তি হচ্ছে কিনা তা তদারকির জন্য বিটিআরসি হতে অভিযোগ ব্যবস্থাপনা টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে। এর পাশাপাশি কমিশন বরাবর ই-মেইল, মোবাইল এবং ডাকযোগে গ্রাহক কর্তৃক প্রেরিত অভিযোগসমূহ দ্রুতও সহজে নিষ্পত্তি করাও এই টাস্কফোর্সের কাজ। এছাড়া বিটিআরসি শর্টকোড '২৮৭২' ব্যবহার করে 'Complains for Telecommunication Services (CTS)' নামক কলসেন্টার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উক্ত শর্টকোডে সরাসরি কল করে গ্রাহকগণ অপারেটর প্রান্তে অনিষ্পন্ন অভিযোগ বিটিআরসি'র নিকট দাখিল করতে পারে। বিটিআরসি অভিযোগ গ্রহণপূর্বক অপারেটরগণকে অভিযোগ সমাধানে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করছে।

(জ) VoIP Service provider (VSP)

আন্তর্জাতিক ভিওআইপি কল টার্মিনেশন সহজীকরণকল্পে গত মার্চ, ২০১২ এ VoIP Service Provider (VSP) লাইসেন্স প্রদান করার জন্য আবেদন আহবান করার প্রেক্ষিতে মোট ১৫০৪টি আবেদন জমা হয়। বিটিআরসি কর্তৃক আবেদন পত্রগুলি যাচাই-বাছাই করে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে কমিশন হতে সর্বমোট ৮৮১টি লাইসেন্স প্রদান করা হয়। এ সংক্রান্ত লাইসেন্সিং গাইডলাইন অনুযায়ী সকল ভিএসপি নন-ফেসিলিটি বেজড্ অপারেটর হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং প্রতিটি ভিএসপি অপারেটর আন্তর্জাতিক অন্তঃগামী কল গ্রহণের জন্য শুধুমাত্র একটি আইজিডব্লিউ হতে সর্বোচ্চ ৯০টি পোর্ট বরাদ্দ নিতে পারে।

(ঝ) অভিযোগ ব্যবস্থাপনা টাস্কফোর্স

গ্রাহক অভিযোগ গ্রহণ এবং নিষ্পত্তিতে মোবাইল অপারেটরদের কাস্টমার কেয়ার বা অভিযোগ কেন্দ্র দ্বারা গ্রাহক কর্তৃক দাখিলকৃত অভিযোগসমূহ ঠিকমতো নিষ্পত্তি হচ্ছে কিনা তা তদারকির জন্য বিটিআরসি হতে অভিযোগ ব্যবস্থাপনা টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে। এর পাশাপাশি কমিশন বরাবর ই-মেইল, মোবাইল এবং ডাকযোগে গ্রাহক কর্তৃক প্রেরিত অভিযোগসমূহ দ্রুতও সহজে নিষ্পত্তি করাও এই টাস্কফোর্সের কাজ। এছাড়া বিটিআরসি শর্টকোড '২৮৭২' ব্যবহার করে 'Complains for Telecommunication Services (CTS)' নামক কলসেন্টার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উক্ত শর্টকোডে সরাসরি কল করে গ্রাহকগণ অপারেটর প্রান্তে অনিষ্পন্ন অভিযোগ বিটিআরসি'র নিকট দাখিল করতে পারে। বিটিআরসি অভিযোগ গ্রহণপূর্বক অপারেটরগণকে অভিযোগ সমাধানে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করছে।

(ঝ) গ্রাহক নিবন্ধন প্রক্রিয়া

টেলিফোন/মোবাইল ফোনে চাঁদাদাবী, হুমকি প্রদান, ভয়ভীতি প্রদর্শন ও উত্যক্তকরণসহ দুষ্কৃতিমূলক কর্মকান্ড প্রতিরোধকল্পে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, মহোদয়ের নেতৃত্বে এবং সকল অপারেটরসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সম্মিলিত মতামতের উপর ভিত্তি করে গত ১৬ই ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখ হতে সকল মোবাইল অপারেটর কর্তৃক বায়োমেট্রিক্স ভেরিফিকেশন সহ অনলাইনে জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্য যাচাইপূর্বক সিম/রিম নিবন্ধনের প্রক্রিয়া চালুর জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। ৩১/০৫/২০১৬ তারিখ পর্যন্ত সকল মোবাইল অপারেটরদের মোট ১১ কোটি ২১ লক্ষ গ্রাহকের বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতিতে রি-রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে। অনিবন্ধিত সিমসমূহ ১লা জুন ২০১৬ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। তবে সঠিক পদ্ধতিতে রি-রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে উক্ত সিমসমূহ পূনরায় সচল করার সুযোগ রয়েছে। অদ্যবধি সকল মোবাইল অপারেটরদের মোট ১৩ কোটি ৫০ লক্ষ গ্রাহকের সিম বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতিতে রি-রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে।

ভেরিফিকেশন কার্যক্রম মনিটরিং এবং প্রয়োজন মোতাবেক উক্ত সিস্টেমে রেগুলেটরি বিভিন্ন টুলস প্রয়োগ করার জন্য বিটিআরসি কার্যালয়ে একটি সেন্ট্রাল বায়োমেট্রিক ভেরিফিকেশন মনিটরিং সিস্টেম এর ডাটা সেন্টার (ডিসি) এবং বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেড এর ডাটা সেন্টারে ডিসাস্টার রিকভারি (ডিআর) সার্ভার স্থাপন করা হয়। গত ১৬ জুন, ২০১৭ তারিখে উক্ত সেন্ট্রাল বায়োমেট্রিক্স ভেরিফিকেশন মনিটরিং প্ল্যাটফর্ম সম্পূর্ণরুপে চালু করা হয়েছে। এর ফলে সকল মোবাইল অপারেটরের সিম/রিম রেজিস্ট্রেশন, রি-রেজিস্ট্রেশন, ডি-এক্টিভেশন, রিপ্লেসমেন্ট, মালিকানা পরিবর্তন সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে মনিটরিং করা সম্ভব হচ্ছে এবং কমিশন কর্তৃক সময়ে সময়ে সিম/রিম সংক্রান্ত নির্ধারিত বিধি বিধান আরোপের ব্যবস্থা উন্মোচিত হয়েছে।

(ট) তরঙ্গ পরিবীক্ষণ কার্যক্রম

তরঙ্গ ব্যবহারকারী বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে প্রাপ্ত অভিযোগ, তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ এবং সাপ্তাহিক তরঙ্গ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যান্ডে তরঙ্গ পরিবীক্ষণ কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়ে থাকে। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে বিটিআরসি'র তরঙ্গ পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে বেশ কিছু তরঙ্গ প্রতিবন্ধকতার সমাধান করা হয়েছে। যথাঃ

- রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের ৯ টি জেলায় গ্রামীণফোনের ৩-জি তরঙ্গে (আপলিংক ১৯৪০-১৯৪৫ মেগাহার্জ) প্রতিবন্ধকতার কারন সনাক্তকরণ সম্ভব হয়েছে। আন্তঃদেশীয় তরঙ্গ প্রতিবন্ধকতার ফলে সৃষ্ট সমস্যাটি প্রতিবেশী দেশের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের সাথে আলাপ-আলোচনা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সমাধান করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয় কর্তৃক পরিচালিত সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশনের সম্প্রচার কার্যক্রমে প্রতিবন্ধকতা কারন সনাক্তকরণ ও সমস্যার সমাধান করা হয়েছে।
- রবি'র থ্রি-জি তরঙ্গে (আপলিংক ১৯৪৫-১৯৫০ মেগাহার্জ) কুষ্টিয়া জেলায় তরঙ্গ প্রতিবন্ধকতা কারণ সনাক্ত করা হয়েছে। বিটিসিএল কর্তৃক ব্যবহৃত মাইক্রোওয়েভ লিংক এর কারনে সৃষ্ট সমস্যাটি লিংকটি বন্ধকরণের মাধ্যমে সমাধান করা হয়েছে।
- অজের ওয়্যারলেস ব্রডব্যান্ড বাংলাদেশ লিঃ (কিউবি) এর বরাদ্দকৃত তরঙ্গে প্রতিবন্ধকতা সমস্যার কারণ অনুসন্ধানের জন্য রাজশাহী ও সিলেট জেলায় তরঙ্গ পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। পরিবীক্ষণে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রতিবন্ধকতার উৎস প্রতিবেশী একটি দেশে রয়েছে মর্মে নিশ্চিত হওয়া গেছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সমন্বয়ের কার্যক্রম চলমান।

(ঠ) সম্পাদিত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- ৪জি/এলটিই প্রযুক্তি প্রবর্তনের লক্ষ্যে টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক Test and Trial কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য তরঙ্গ বরাদ্দ করা হয়েছে এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করেছে।
- বিডিকম অনলাইন লিঃ নামক আইএসপি প্রতিষ্ঠানকে ৫৬০০ মেগাহার্জ ব্যান্ড থেকে ১০ মেগাহার্জ তরঙ্গ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
- বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত ০২ (দুই) টি স্যাটেলাইট টেলিভিশন প্রতিষ্ঠানকে তরঙ্গ বরাদ্দ ও বেতার যন্ত্রপাতি পরিচালনার লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।
- এ্যারোনটিক্যাল রেডিও সার্ভিসের আওতাভূক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের নতুন ০৯ (নয়) টি বিমানের অনুকূলে বেতার তরঙ্গ বরাদ্দ ও বেতারযন্ত্রপাতি ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।
- স্পেকট্রাম বিভাগ হতে মোট ৫ (পাঁচ)টি নৌযানের অনুকূলে বেতারযন্ত্র ব্যবহারের অনুমতি প্রদান এবং ১৪ (চৌদ্দ)টি নৌযানের অনুকূলে কল-সাইন ইস্যু করা হয়েছে।
- গত অর্থ বছরে স্পেকট্রাম বিভাগের অনুমতি সাপেক্ষে দেশে প্রায় ৩৩.২৭ মিলিয়ন মোবাইল ফোন সেট আমদানি করা হয় যার মধ্যে ৮.০৮ মিলিয়ন স্মার্টফোন রয়েছে।

- তরঙ্গ পরিবীক্ষণ সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে গত অর্থছরে ১০ (দশ) টি হ্যান্ডহেল্ড স্পেকট্রাম মনিটরিং ডিভাইস ক্রয় করা হয়েছে। এ সকল মনিটরিং যন্ত্রের মাধ্যমে ২০ মেগাহার্জ থেকে ৬ গিগাহার্জ পর্যন্ত তরঙ্গ পরিবীক্ষণ ও দিক নির্ণয় করা সম্ভব।
- পিএসটিএন অপারেটরদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অথচ অব্যবহৃত স্পেকট্রামের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে এস.এ টেলিকম লিমিটেড এবং ওয়ার্ল্ডটেল বাংলাদেশ লিমিটেড এর অনুকূলে বরাদ্দকৃত তরঙ্গ বাতিল করা হয়েছে।

(ড) অবৈধ কল টার্মিনেশন প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম

অবৈধ কল টার্মিনেশন প্রতিরোধে বিটিআরসি কর্তৃক একটি উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে যার দ্বারা টেলিকম সেক্টরে অবৈধ কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরো জোরদার হয়েছে। বিটিআরসিসহ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মনোনীত কর্মকর্তাগণ এই কমিটির সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। ভিওআইপি প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধকল্পে হতে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

অবৈধ ভিওআইপি স্থাপনা সনাক্তকরণে অভিযান পরিচালনা

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে পরিচালিত অভিযানের সংখ্যা মোট ১৯টি। উক্ত অভিযানের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণে চ্যানেল বক্স, গেটওয়ে, সার্ভার এবং ভুয়া রেজিস্ট্রেশনকৃত সীম জব্দ করা হয়েছে। মামলা রুজু করার পর সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী কর্মকর্তার অনুকূলে জব্দকৃত আলামত ন্যস্ত থাকে। এ অর্থবছরে ভিওআইপি অভিযানের একটি তথ্য নিম্নে দেয়া হলঃ

ক্রমিক	সিম সংখ্যা	অভিযানের সারসংক্ষেপ
১	১,২৭৫	
২	১,০৩৬	
৩	১,৩৩৩	
৪	৪,৬১৬	১. মামলা দায়ের- ১৯টি
৫	২৪,৫৯০	২. অভিযানসংখ্যা- ১৯টি
৬	২৭	
৭	২৩৮	
৮	৩৩,১১৫	

সিমবক্স ডিটেকশন সিস্টেম

অবৈধ সীমবক্স ব্যবহারকারীদের নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে সকল মোবাইল অপারেটরের সমন্বয়ে বিটিআরসিতে সিমবক্স ডিটেকশন সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। অতি সম্প্রতি বিটিআরসির নির্দেশনা মোতাবেক উক্ত SIM Box Detection System এ Additional Hits বৃদ্ধিকরণসহ Virtual Circuit বাড়ানো হয়েছে। ফলশ্রুতিতে বেশি সংখ্যক সন্দেহজনক SIM/RUIM সনাক্তকরণ সম্ভব হচ্ছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে বিভিন্ন মোবাইল অপারেটরের মোট ২,২২,৫১৩ টি সিম এ ডিটেকশন সিস্টেমের মাধ্যমে সনাক্ত ও বন্ধ করা হয়েছে।

Self Regulatory পদ্ধতি

অবৈধ ভিওআইপিতে ব্যবহৃত সীম/রীম সনাক্তকরন এবং তা বন্ধ করার জন্য বিটিআরসি হতে কিছু Logic নির্ধারণ করা হয়েছে। অপারেটরগণ নিজেরা উক্ত Logic অনুযায়ী সন্দেহভাজন SIM/RUIM সনাক্ত ও বন্ধ করে থাকে। বিটিআরসি সময় সময় পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে Logic সমূহ পরিবর্তন অথবা পরিবর্ধন করে থাকে। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে self regulatory পদ্ধতিতে বন্ধকৃত মোট সিমের সংখ্যা ১৩,০১,৬২৬।

নিয়মিত পরিদর্শন কার্যক্রম

টেলিকম লাইসেন্সধারীদের বিভিন্ন স্থাপনা প্রতিনিয়ত পরিদর্শন করার কার্যক্রম অব্যাহত থাকার ফলে অপারেটরগণ তাদের নেটওয়ার্ক এর সঠিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে সচেতন হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে পত্র-পত্রিকার রিপোর্ট, বিভিন্ন সোর্স হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন স্থাপনায় বিশেষ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে।

তথ্যসূত্রঃ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল)

২.২ বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল)

বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড দেশের মূখ্য টেলিযোগাযোগ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৮৫৩ সাল থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে সব ধরনের টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো নির্মাণে নিয়োজিত আছে। দেশব্যাপী বিস্তৃত কপার ক্যাবল, ওয়ারলেস-মাইক্রোওয়েভ ও অপটিকাল ফাইবার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সারা দেশের প্রায় সকল জেলা ও উপজেলাকে সংযুক্ত করা হয়েছে। জনসাধারণ এসব নেটওয়ার্ক ও এক্সচেঞ্জসমূহের মাধ্যমে অভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক ভয়েস ও ডাটা-ইন্টারনেট যোগাযোগ সুবিধা পেয়ে আসছেন। একটি বৃহৎ টেলিকম ক্যারিয়ার ও অপারেটর হিসেবে বিটিসিএল দেশ ও জাতির সেবায় নিয়োজিত।

২.২.১ বিটিসিএল গঠনের পটভূমি

বৃটিশ শাসিত ভারতে ১৮৫৩ সালে তদানীন্তন ডাক ও তার বিভাগের আওতাধীন ''টেলিগ্রাফ'' শাখা সৃষ্ট হয়। ১৮৮৫ সালে ''টেলিগ্রাফ আইন'' প্রণীত হয় । পাকিস্তান শাসনামলে ১৯৬২ সালে এই টেলিগ্রাফ শাখা ''পাকিস্তান টেলিগ্রাফ এন্ড টেলিফোন বিভাগ'' নামে একটি স্বতন্ত্র সরকারী বিভাগ হিসেবে পুনর্গঠিত হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭১ সালে এতদঞ্চলে স্থাপিত সমুদয় টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন স্থাপনাদি নিয়ে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ''বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বিভাগ'' গঠিত হয়। ১৯৭৫ সালের এক আধ্যাদেশ বলে ''টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বোর্ড'' নামে এটি একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় এবং ১৯৭৯ সালে আরেকটি অধ্যাদেশ বলে এটি ''বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বোর্ড'' (BTTB) নামে সরকারী বোর্ডে রূপান্তারিত হয় । BTTB (Amendment) Ordinance, 2008 এর আওতায় ০১ জুলাই, ২০০৮ হতে BTTBকে BTCL এ রূপান্তর করা হয় এবং BTTB (Amendment) Act, 2009 প্রণয়ন করা হয়। কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ এর অধীনে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে BTCL নিবন্ধিত।

২.২.২ বিটিসিএল এর সেবাসমূহ

সেবার ধরন	সেবা	গ্রাহক (৩০ জুন ২০১৭)	মন্তব্য
ভয়েস	PSTN টেলিফোন	৬.৬২ লক্ষ	সারাদেশে উপজেলা ও বিভিন্ন গ্রোথ সেন্টার পর্যন্ত বিস্তৃত
	আন্তঃ অপারেটর ভয়েস কল		
	আন্তর্জাতিক ভয়েস কল		
	সম্পূরক সেবা (কল ফরওয়ার্ডিং, হট লাইন, কনফারেন্স কল, এলার্ম, হান্টিং নাম্বার, ভার্চুয়াল নাম্বার ইত্যাদি)		
	রেড টেলিফোন		ভিআইপি গণের জন্য
	আইসিএক্স		
	আন্তর্জাতিক গেটওয়ে		
ডাটা ও ইন্টারনেট	ADSL (২৫৬ থেকে ১৫০০ Kbps)	২০.৬ হাজার	জেলাসদর ও কিছু উপজেলা
	GPON (১-৪ এমবিপিএস)	২১২	ঢাকার নির্দিষ্ট কিছু এলাকায়
	লিজড ইন্টারনেট	১৮৩৬	ব্যবহৃত ৭৬.৬ Gbps
	আইপি ট্রানজিট (আইআইজি এর মাধ্যমে)		
	ডোমেইন (.bd)	৪০২২০	
	ডোমেইন (.বাংলা)	৩৪১	
	DNS Parking		
	MPLS VPN	৭৫	

সেবার ধরন	সেবা	গ্রাহক (৩০ জুন ২০১৭)	মন্তব্য
ট্রান্সমিশন	অপটিকাল ফাইবার নেটওয়ার্ক	২১,৫০০ কিলোমিটার	৬৪ জেলা, ৪২৪ উপজেলা, ১২১২ ইউনিয়ন পরিষদ
	মাইক্রোয়েভ লিংক		
	কপার ক্যাবল নেটওয়ার্ক		সারাদেশে গ্রাহক প্রান্ত পর্যন্ত
	IPLC		
	স্যাটেলাইট লিংক		
অবকাঠামো	যন্ত্রপাতি বসানোর স্থান, কক্ষ, এসি, পাওয়ার ইত্যাদি ভাড়া		সারাদেশে
	এন্টেনা টাওয়ার, ডার্ক অপটিকাল ফাইবার, ফাইবার ডাক্ট ভাড়া		সারাদেশে
কল সেন্টার	টেলিফোন সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ (১৬৪০২)	ঢাকা মাল্টিএক্সচেঞ্জ	টেলিফোন কল চার্জ প্রযোজ্য

২.২.৩ টেলিফোন সংযোগ ও কল চার্জ

প্রকার	ঢাকা মাল্টিএক্সচেঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর	চট্টগ্রাম	অন্যান্য এলাকা
সংযোগ মূল্য (এককালীন)	১০০০	৫০০	৩০০
নিরাপত্তা জামানত (এককালীন)	১০০০	৫০০	৩০০
লাইন ভাড়া (মাসিক)	১৬০	১২০	৮০
কলরেট (বিটিসিএল থেকে বিটিসিএল, সারাদেশে)-সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা	৩০ পয়সা/মিনিট	৩০ পয়সা/মিনিট	৩০ পয়সা/মিনিট
কলরেট (বিটিসিএল থেকে বিটিসিএল, সারাদেশে)-রাত ৮টা থেকে সকাল ৮টা	১০ পয়সা/মিনিট	১০ পয়সা/মিনিট	১০ পয়সা/মিনিট
কলরেট (বিটিসিএল থেকে মুঠোফোন বা অন্য পিএসটিএন)	৮০ পয়সা/মিনিট	৮০ পয়সা/মিনিট	৮০ পয়সা/মিনিট

২.২.৪ গ্রাহক পর্যায়ে বিটিসিএল এর অন্যান্য সেবার চার্জ

সেবা	সংযোগ মূল্য	ডাটার গতি (Unlimited volume)	চার্জ
ইন্টারনেট (ADSL) (Shared)	৪০০ টাকা (মডেম/রাউটার ছাড়া)	২৫৬ Kbps	৩০০ টাকা/মাস
		৫১২ Kbps	৫০০ টাকা/মাস
		১ Mbps	৭০০ টাকা/মাস
		১.৫ Mbps	১০০০ টাকা/মাস
ইন্টারনেট (GPON) (Shared)	৮০০০ টাকা (প্রায়)	১ Mbps	১০০০ টাকা/মাস
		২ Mbps	১৫০০ টাকা/মাস
		৪ Mbps	২৮০০ টাকা/মাস
সাবমেরিন ক্যাবল ব্যান্ডউইথ (Dedicated)	৫০০০ টাকা	মেগা-গিগাঃ যেকোন গতি	৯৬০ টাকা/এমবিপিএস (ক্ষেত্রবিশেষে হ্রাসমূল্য প্রযোজ্য)
ভার্চুয়াল টেলিফোন সংযোগ	২০০০ টাকা (১০টি পর্যন্ত প্রতিটি)		১৬০ টাকা প্রতিটির লাইন রেন্ট
	১০০০ টাকা (পরবর্তী প্রতিটি)		৮০ টাকা প্রতিটির লাইনরেন্ট
কান্ট্রিকোড টপ লেভেল ডোমেইন (.bd)			৮০০ টাকা/ বছর
কান্ট্রিকোড টপ লেভেল ডোমেইন (.বাংলা)			৫০০ টাকা/বছর
Real IP Address			৩২০০ টাকা/বছর (৪টির সেট)
			২০০ টাকা (অতিরিক্ত প্রতিটি)

বিটিসিএল এর প্রধান কার্যালয়

২.২.৫ '.বাংলা' ডোমেইন চালুকরণ

.বাংলা (ডট বাংলা) বাংলাদেশের জন্য দ্বিতীয় এবং বাংলা ভাষায় প্রথম Internationalized Domain Name (IDN) Country Code Top Level Domain (ccTLD). বাংলাদেশের জন্য প্রথম Country Code Top Level Domain (ccTLD) হচ্ছে .bd. ১৯৯৯ সালে.bd এর অনুমোদন পাওয়া যায়। ইন্টারনেটে এতদিন বাংলা ভাষায় ওয়েবসাইটের এড্রেস দেয়া যেত না। ICANN কর্তৃক **'.বাংলা'** IDN Country Code Top Level Domain (ccTLD) অনুমোদন করায় এখন থেকে ইন্টারনেটে বাংলা ভাষায় ওয়েবসাইটের এড্রেস দেয়া যাবে এবং বিশ্বের যেকোনো স্থানে বাংলা ভাষা ব্যবহার করে সেই ওয়েবসাইটে প্রবেশ করা যাবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে গণভবনে '.বাংলা' ডোমেইন শুভ উদ্বোধন করেন। '**.বাংলা (ডট বাংলা)**' ডোমেইনের অধীনে প্রথম ওয়েব এপ্লিকেশন হিসাবে 'উত্তরাধিকার.বাংলা' যাত্রা শুরু করে।

গত ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১০ তারিখে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী **'.বাংলা'** কে IDN এ অন্তর্ভুক্তির প্রক্রিয়া শুরুর ঘোষণা দেন। পরবর্তীতে বাংলা string evaluation, Root Zone Delegation, সার্ভার ও সফটওয়্যার স্থাপনসহ কারিগরি প্রস্তুতি, Internet Assigned Numbers Authority (IANA), ICANN এবং যুক্তরাষ্ট্র এর Department of Commerce এর অনুমোদন ইত্যাদি সম্পন্ন করে গতকাল ০৪ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে **'.বাংলা'** ডোমেইন নেম চালু করা হয়। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ **'.বাংলা'** ডোমেইনের Administrative Contact এবং বিভাগের পক্ষে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল) Technical Contact হিসাবে দায়িত্ব পালন করছে।

'.বাংলা' চালুর ফলে বাংলাদেশ এবং বিশ্বের বাংলা ভাষাভাষী মানুষ মাতৃভাষায় ইন্টারনেটে প্রবেশ ও ব্যবহার করতে পারবে। এর ফলে ইন্টারনেটে বাংলা ভাষার চাহিদা ও ব্যবহার বৃদ্ধিসহ বাংলা কনটেন্ট তৈরি উৎসাহিত হবে। ফলে ই-কমার্স, ই-কৃষি, ই-শিক্ষা, ই-স্বাস্থ্য ইত্যাদি সেবাসমূহ আরও প্রসার লাভ করবে। পাশাপাশি 'বাংলা' ডোমেইন এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারলে স্থানীয় ব্যবসা/বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে। এছাড়া **'.বাংলা'** ডোমেইন সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে গণভবনে '.বাংলা' ডোমেইন শুভ উদ্বোধন করেন।

২.২.৫ দেশব্যাপী বিটিসিএল অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক

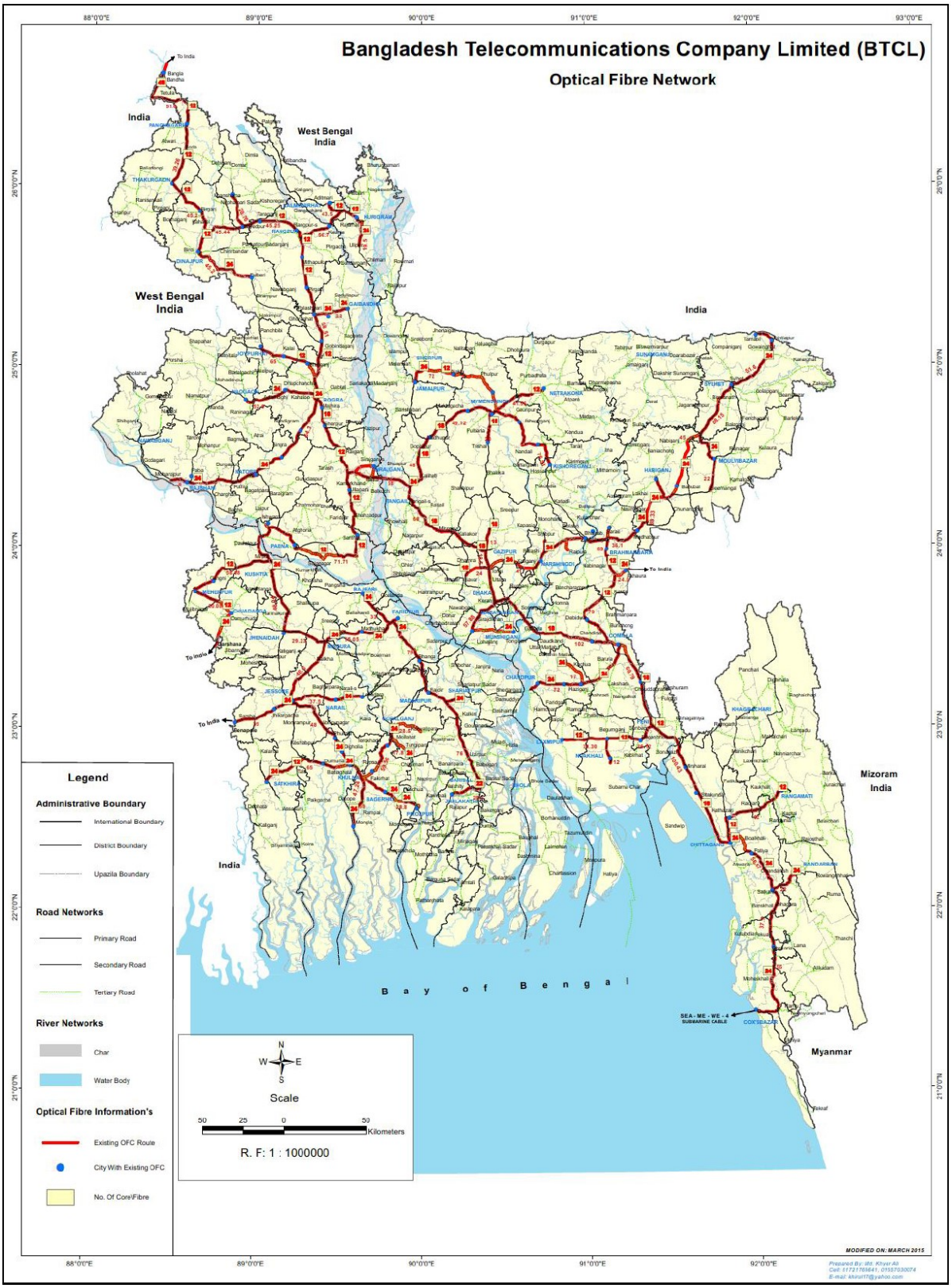

২.২.৫ বিগত বছরসমূহে বিটিসিএল এর আয়/ব্যয়ের তুলনামূলক বিবরণী

Particulars		2014-2015 (Taka)	2015-2016 (Taka)
Revenue		**5,044,929,854**	**11,405,246,472**
Less:	Cost of services	1,354,727,425	4,637,691,961
	Administrative expenses	3,670,037,208	4,149,078,234
	Repairs and Maintenance	379,974,229	594,680,813
	Depreciation	5,631,256,720	5,145,066,286
		11,035,995,582	14,526,517,294
Operating Profit/(Loss)		**(5,991,065,728)**	**(3,121,270,821)**
Add:	Unrealized gain from investment	-	17,853,061
Add:	Non-operating income	1,153,004,494	997,008,456
		(4,838,061,234)	**(2,106,409,304)**
Less:	Bank Charges	(8,581,700)	(8,402,063)
	Foreign Exchange Gain/(Loss)	2,014,328,203	(1,168,615,382)
Net Profit / (Loss) Before Tax		**(2,832,314,731)**	**(3,283,426,750)**
Less: Provision for Income tax		(18,500,000)	(81,000,000)
Net Profit / (Loss) After Tax		**(2,850,814,731)**	**(3,364,426,750)**

তথ্যসূত্রঃ বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল)

৫৪

teletalk

টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড

২.৩ টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড

টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ অনুযায়ী নিবন্ধিত একটি শতভাগ সরকারি মালিকানাধীন সেলুলার মোবাইল ফোন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি ২৬ ডিসেম্বর ২০০৪ এ যাত্রা শুরু করে ৩১ মার্চ ২০০৫ থেকে বাণিজ্যিকভাবে সেবা প্রদান করে আসছে। টেলিটকের অনুমোদিত মূলধন দুই হাজার কোটি টাকা। প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণভাবে বাংলাদেশী জনবল দ্বারা পরিচালিত।

২.৩.১ লক্ষ্য (Vision)

বাংলাদেশের সকল প্রান্তে বসবাসরত প্রত্যেক নাগরিকের জন্য মোবাইল ভয়েস, ডিজিটাল সার্ভিসেস এবং মোবাইল ব্রডব্যান্ড অ্যাক্সেস সেবা সাশ্রয়ী মূল্যে প্রদান করা।

২.৩.২ উদ্দেশ্য (Mission)

দেশের সর্বত্র নেটওয়ার্ক কভারেজ প্রদান ও উল্লেখযোগ্য মার্কেট শেয়ার অর্জনের মাধ্যমে টেলিটক বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরদের মধ্যে অন্যতম হবে।

২.৩.৩ সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড

- সর্বত্র টেলিটক সিম ও রিচার্জ সুবিধা প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরনে রিটেইল পয়েন্ট সংখ্যা ৩৬ হাজার হতে ৫৬ হাজারে উন্নীত করা হয়েছে।
- টেলিটকের গ্রাহকদের জন্য রিচার্জ সুবিধা সহজলভ্য করার লক্ষ্যে ডাচ-বাংলা ব্যাংক ও বিকাশ এর মাধ্যমে রিচার্জ ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হয়েছে।
- গ্রাহক সেবার গুনগতমান উন্নয়নকল্পে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে, দেশের বিভিন্ন স্থানে নতুন ২৭টি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে টেলিটকের গ্রাহক সেবা কেন্দ্রের সংখ্যা ৯৭।
- টেলিটকের ১২১ সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪ ঘণ্টা কলসেন্টার সার্ভিস প্রদান করা হয়।
- প্রয়োজনীয় কারিগরি ব্যবস্থা গ্রহনের মাধ্যমে টেলিটক নেটওয়ার্কে Call Spoofing রোধ করা হয়েছে।
- টেলিটক ‘মায়ের হাসি’ প্রকল্পের মাধ্যমে স্কুলের ছেলে-মেয়েদের সরকারী বৃত্তি প্রদানের জন্য বিনামূল্যে ১০ লক্ষ সিম বিতরন করেছে।
- টেলিটক ‘উচ্চমাধ্যমিক উপবৃত্তি প্রকল্পের’ আওতায় শিক্ষার্থীদের সরকারী বৃত্তি প্রদানের জন্য বিনামূল্যে ১.৭৫ লক্ষ বর্ণমালা সিম বিতরন করা হয়েছে।
- টেলিটকের অনলাইন সেবার মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি, চাকুরিতে নিয়োগ আবেদন ইত্যাদি করা যায়। ঘরে বসেই এখন গ্রাহকরা বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাসসহ বিভিন্ন ইউটিলিটি সেবার বিল প্রদান করতে পারবেন।
- এসএমএসের মাধ্যমে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন এবং স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ভর্তি প্রক্রিয়ায় ৫০ লাখ শিক্ষার্থী ২০১৪ সালে শুধুমাত্র টেলিটকের এসএমএস পদ্ধতিতে প্রথম বর্ষ ভর্তি পরীক্ষার আবেদন ফরম পূরণ ও ফি প্রদান করেছেন।

২.৩.৪ e-governance সহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক সেবা কর্মকান্ডে টেলিটকের অর্জনসমূহ

(ক) SMS এর মাধ্যমে ভর্তি

- ২৪টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, প্রায় ৭০টি সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজ এবং সকল উচ্চ মাধ্যমিক কলেজসহ প্রায় মোট ৪৫ লক্ষ (আবেদন সংখ্যা) ছাত্র/ছাত্রী এসএমএস পদ্ধতিতে শুধুমাত্র ২০১৬ সালেই প্রথম বর্ষ ভর্তি পরীক্ষার আবেদন ফরম পূরণ ও ফি প্রদান করেছেন। এ ছাড়া অনলাইনে প্রবেশপত্র এবং পরীক্ষা কেন্দ্রের জন্য হাজিরা খাতা দেওয়া হয়েছে।
- অনলাইনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত আইবিএ এর এমবিএ প্রোগ্রামের ভর্তি আবেদন গ্রহণ এবং এসএমএস এর মাধমে ফি গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া অনলাইনে প্রবেশপত্র এবং পরীক্ষা কেন্দ্রের জন্য হাজিরা খাতা দেওয়া হয়েছে।
- ডিপার্টমেন্ট অব টেক্সটাইল এর অন্তর্ভূক্ত ৬টি প্রতিষ্ঠানে বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ও ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে শুধু এসএমএস এর মাধ্যমে ভর্তির আবেদন ও ফি গ্রহণ করা হয়।এ ছাড়া অনলাইনে প্রবেশপত্র দেওয়া হয়েছে।
- ডিপার্টমেন্ট অব টেকনিক্যাল শিক্ষা এর অন্তর্ভূক্ত সকল (প্রায় ৫০টি) সরকারি পলিটেকনিক্যাল কলেজের আবেদন এবং ফি গ্রহণ করা হয়েছে ।
- ডিপার্টমেন্ট অব নার্সিং এর অন্তর্ভূক্ত বিএসসি ইন নার্সিং, Diploma in nursing, Diploma in Mid-wifery কোর্সে এসএমএস এর মাধ্যমে ভর্তির আবেদন ও ফি গ্রহণ করা হয়। এ ছাড়া এসএমএস এর মাধ্যমে ফলাফল প্রকাশ ও অনলাইনে প্রবেশ পত্র দেওয়া হয়েছে।
- Bureau of Manpower, Employment and Training (BMET) এর অন্তর্ভূক্ত Diploma in Marine Technology কোর্সে এসএমএস এর মাধ্যমে ভর্তির আবেদন ও ফি গ্রহণ করা হয়। এ ছাড়া এসএমএস এর মাধ্যমে ফলাফল প্রকাশ করা হয়।
- অনলাইনে Armed Forces Medical College (AFMC), Army Medical College (AMC), Military Institute of Science & Technology (MIST), Army Institute of Business Administration Savar এর ভর্তি পরীক্ষার আবেদন ফরম পূরণ ও এসএমএস এর মাধ্যমে ফি গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া অনলাইনে ছবি ও স্বাক্ষর সম্বলিত প্রবেশপত্র এবং পরীক্ষা কেন্দ্রের জন্য হাজিরা খাতা দেওয়া হয়েছে এবং এসএমএস এর মাধ্যমে ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে।

(খ) পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ

SMS Based Exam Result

২০১৬ সালে পিএসসি, জেএসসি, এসএসসি, ও এইচএসসি স্তরে প্রায় ১.৮ কোটি এসএমএস ব্যবহারকারী এসএমএস এর মাধ্যমে ফলাফল পেয়েছেন। এসএমএস এর মাধ্যমে National University, Bangladesh Public Service Commission পরীক্ষার ফলাফল প্রদান করা হয়েছে।

Web Based Exam Result

২০১৬, ২০১৭ সালে এসএসসি ও ২০১৬ সালে পিএসসি, জেএসসি, এইচএসসি স্তরে ২.৯ কোটি অনলাইন ব্যবহারকারী অনলাইনে ফলাফল পেয়েছেন।

E-mail Exam Result

২০১৬ ২০১৭ সালের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার্থীর ফলাফল সংশ্লিষ্ট স্কুল/কলেজের ই-মেইলে কাগজ বিহীন ফলাফল প্রেরণ করা হয়েছে।

(গ) ফলাফল (ডাটাবেজ) সংরক্ষণ

এসএসসি/সমমান (২০১৬ ও ২০১৭), এইচএসসি (২০১৬) ৩৬ লক্ষাধিক ছাত্র/ছাত্রীর রেজাল্ট ডাটা টেলিটক সার্ভারে ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় সংরক্ষণ করা হয়েছে। এর ফলে পরীক্ষার্থীরসহ অভিভাবক, সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় ও দূতাবাসসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান রেজাল্ট আর্কাইভ (১৯৯৫-২০১৭) থেকে ফলাফল জানতে পারবে।

(ঘ) অনলাইন চাকরির দরখাস্ত

- অনলাইনে Bangladesh Public Service Commission এর Cadre এবং Non Cadre পদে আবেদন গ্রহণ এবং এসএমএস এর মাধ্যমে ফি গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া অনলাইনে প্রবেশপত্র এবং পরীক্ষা কেন্দ্রের জন্য হাজিরা খাতা দেওয়া হয়েছে এবং এসএমএস এর মাধ্যমে ফল প্রকাশ করা হয়েছে।

- অনলাইনে NTRCA এর বেসরকারী শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার জন্য বছরে প্রায় ৯ লক্ষ আবেদন গ্রহণ এবং এসএমএস এর মাধ্যমে ফি গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া অনলাইনে প্রবেশপত্র এবং এসএমএস এর মাধ্যমে ফল প্রকাশ করা হয়েছে।

- SMS-এর মাধ্যমে Bangladesh Army এবং Border Guard Bangladesh (BGB) এর অধীনে Soldier (Male & Female) এর আবেদন গ্রহণ এবং ফি গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া SMS-এর মাধ্যমে Bangladesh Army এবং Bangladesh Air force (OCC, MODC, AIRMEN)এর কমিশন্ড পদে আবেদন ফি গ্রহণ করা হয়েছে।

- বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, বিটিসিএল, জিটিসিএল, ডিপিডিসি, পিজিসিবি, ইজিসিবি, বিসিআইসি এবং এসইএসআইপিতে জনবল নিয়োগের জন্য অনলেইনে আবেদন গ্রহণ এবং SMS-এর মাধ্যমে ফি গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া অনলাইনে প্রবেশপত্র বিতরণ করা হয়েছে।

- প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনলাইনে আবেদন এবং SMS-এর মাধ্যমে ফি গ্রহণ করা হয়েছে।

- অনলাইনে Bangladesh Rural Electrification Board (BREB) নিয়োগ এর আবেদন এবং SMS-এর মাধ্যমে ফি গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া অনলাইনে প্রবেশপত্র বিতরণ করা হয়েছে।

- SMS-এর মাধ্যমে Bangladesh Jail (BDJ) অধীনে Soldier (Male & Female) এর আবেদন গ্রহণ এবং ফি গ্রহণ করা হয়েছে।

- অনলাইনে Post & Telecommunication Division (PTD), Cabinet Division , Security Services Division, Ministry of Public Administration, Ministry of Commerce, Department of Agricultural Extension (DAE), Economic Relations Division (RED) সহ আরও অনেক সরকারী প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ এর আবেদন এবং SMS-এর মাধ্যমে ফি গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া অনলাইনে প্রবেশপত্র বিতরণ করা হয়েছে।

(ঙ) ই-স্বাস্থ্যসেবা

কমিউনিটি ক্লিনিক এর সেবার বিষয়ে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি এবং ক্লিনিক হতে চিকিৎসা গ্রহণে উৎসাহিত করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রেকর্ডকৃত ভয়েস গ্রাম পর্যায়ে প্রায় ৩ (তিন) কোটি গ্রাহকের Out-Bound Dialer (OBD) এর মাধ্যমে পৌঁছে দেয়া হয়েছে।

(চ) মোবাইলের মাধ্যমে বিল পরিশোধ ও টিকেট ক্রয়

- টেলিটক মোবাইলের মাধ্যমে পল্লী বিদ্যুৎতায়ন বোর্ড-এর ৭৭টি সমিতি গ্রাহক বিল আদায়ের কার্যক্রম আরম্ভ করেছে। এর ফলে পল্লী বিদ্যুৎতায়ন বোর্ড-এর গ্রাহকগণ ব্যাংকের দীর্ঘ লাইন এড়িয়ে সহজেই তাদের বিল জমা দিতে পারেন।
- টেলিটক প্রি-পেইড ফোন দিয়ে দর্শনার্থীগণ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভো থিয়েটারের ২ দিনের অগ্রিম টিকেট ক্রয় সহ দৈনিক ৫টি 'শো'-তে ২০০ টিকেট ক্রয় করতে পারেন।

২.৩.৫ টেলিটকের রাজস্ব

অর্থ বছর	রাজস্ব	রাজস্ব বৃদ্ধি / (হ্রাস)%	করপূর্ব লাভ (ক্ষতি)
২০১৩-২০১৪	৯৬৯.৯৬	৪৩.৯৬%	৯৪.১৭
২০১৪-২০১৫	৮৩৪.৪৭	(১৩.৮৮%)	(৮০)
২০১৫-২০১৬	৯৮৬.০৭	১৮.১৭%	(৪১)
২০১৬-২০১৭ (Unaudited)	৭১১ (প্রায়)	(২৭.৯৩%) (প্রায়)	(১৬৮) (প্রায়)

সার ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা আনতে বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন (বিসিআইসি) ও টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের মধ্যে কর্পোরেট সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে মাননীয় মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয় এবং মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ।

২.৩.৫ টেলিটকের উন্নয়ন পরিকল্পনা

	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প সম্পন্ন হলে কভারেজের উন্নয়ন	বর্তমান অবস্থা
১	টেলিটকের নেটওয়ার্ক আধুনিকায়তন ও সম্প্রসারণ (১৭০০ টি ২.৫ জি বিটিএস, ১৫০০টি ৩জি নোড বি)	২.৫জি- উপজেলা/ইউনিয়ন পর্যায় ৩জি- বিভাগীয় শহর ও জেলা শহর পর্যন্ত	চলমান
২	৩জি প্রযুক্তি চালুকরণ ও ২.৫জি নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (ফেজ-২) (৫০০ টি ২.৫ জি বিটিএস, ১২০০টি ৩জি নোড বি)	২.৫জি- ইউনিয়ন পর্যায়ে ৩জি- উপজেলা পর্যন্ত, সকল মহাসড়ক, বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গুরুত্বপুর্ণ এলাকা সমূহ	একনেকে অনুমোদিত
৩	টেলিটকের ৩জি নেটওয়ার্ক ইউনিয়ন পর্যায়ে সম্প্রসারণ (৩জি নোড বিঃ ৪০০০ টি)	ইউনিয়ন পর্যন্ত	প্রস্তাবিত
৪	Solar based Base Stations in hard-to-reach areas for strengthening Teletalk Network Coverage	হাওড়-বাওড়, কোস্টাল বেল্ট ও অন্যান্য দূর্গম এলাকা	প্রস্তাবিত
৫	টেলিটকে ৪জি নেটওয়ার্ক স্থাপনের মাধ্যমে জেলাসদর পর্যন্ত উচ্চ গতির ব্রডব্যান্ড সেবা চালুকরণ (৪জি ই-নোড বিঃ ২০০০ টি)	সকল বিভাগীয় ও জেলা সদর পর্যন্ত	পরিকল্পিত

- টেলিটক 'Small Cell Technology' ও In Building Solution (IBS) স্থাপন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এর মাধ্যমে উঁচু ভবনে নেটওয়ার্কের মানোন্নয়নের পাশাপাশি দূরবর্তী উপজেলা সমূহে অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে।
- দেশের পুঁজি বাজারে আইপিও ছাড়ার লক্ষ্যে টেলিটক কাজ করে যাচ্ছে। এ জন্য কোম্পানী ইতোমধ্যেই ইস্যু ম্যানেজারের সাথে চুক্তি সম্পাদন করেছে। বর্তমানে টেলিটকের Asset Revaluation এর কাজ চলমান রয়েছে।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ঢাকার বনানীতে টেলিটকের কাস্টমার কেয়ার সেন্টার উদ্বোধন করেন।

তথ্যসূত্রঃ টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড

বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল)

২.৪ বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল)

বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল) আন্তর্জাতিক সাবমেরিন ক্যাবল এর মাধ্যমে বাংলাদেশকে বৈশ্বিক Information Super Highway-র সঙ্গে যুক্ত রেখেছে। ডাটা ও ভয়েস আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে সমুদ্রগর্ভের ক্যাবল দিয়ে অতি দ্রুততার সাথে এবং সহজে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ রক্ষা সম্ভব হচ্ছে। ২০০৬ সালে বাংলাদেশে সাবমেরিন ক্যাবল সংযুক্তির পূর্বে আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে স্যাটেলাইট সিস্টেম ব্যবহার হতো। Bangladesh Telegraph and Telephone Board (Amendment) Ordinance, 2008 এর 5B ধারা বলে ল্যান্ডিং স্টেশনসহ সাবমেরিন ক্যাবলকে অধুনালুপ্ত বিটিটিবি থেকে আলাদা করে বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল) গঠন করা হয়। বিএসসিসিএল পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে ০১ জুলাই ২০০৮ তারিখ হতে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে বিএসসিসিএল টেলিযোগাযোগ খাতে সরকারি মালিকানাধীন একমাত্র প্রতিষ্ঠান যেটি পুঁজিবাজারে নিবন্ধিত।

২.৪.১ বিএসসিসিএল এর ক্যাবলসমূহ

বর্তমানে বিএসসিসিএল-এর অধীনে SEA-ME-WE-4 (South East Asia-Middle East-Western Europe-4) সাবমেরিন ক্যাবলের সংযোগ রয়েছে। SEA-ME-WE-4 সাবমেরিন ক্যাবলের ল্যান্ডিং স্টেশন ঝিলংজা, কক্সবাজার-এ অবস্থিত। সম্প্রতি বিএসসিসিএল SEA-ME-WE-5 নামক আরেকটি আন্তর্জাতিক ক্যাবলের সাথে সংযুক্ত হয়েছে। এ ক্যাবলের ল্যান্ডিং স্টেশন পটুয়াখালী জেলার কুয়াকাটায়।

২.৪.২ বিএসসিসিএল এর কার্যাবলী

- IPLC'র মাধ্যমে ডাটা/ইন্টারনেট ও ভয়েস যোগাযোগের জন্য উচ্চমানের ব্যান্ডউইডথ সরবরাহ করা;
- বিএসসিসিএল এর One Stop Service Centre'র মাধ্যমে Circuit provisioning পরবর্তী অপারেশন/রক্ষণাবেক্ষণ সহ উচ্চমানসম্পন্ন গ্রাহক সেবা প্রদান নিশ্চিত করা;
- IIG ও ISP কে IP Transit সেবা প্রদানের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহারের বিকাশ ঘটানো এবং স্বল্প মূল্যে মানসম্পন্ন ইন্টারনেট সেবা নিশ্চিত করা;
- IIG এর Network Operation Centre (NOC), Data Centre এবং সাবমেরিন ক্যাবল ল্যান্ডিং স্টেশন ২৪ x ৭ ভিত্তিতে চালু রাখা;
- সাবমেরিন ক্যাবলের অব্যবহৃত ক্যাপাসিটি হতে বিদেশে ব্যান্ডউইডথ লিজ প্রদান। ভারতের ত্রিপুরায় কক্সবাজার থেকে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথ সরবরাহ সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান রাখা;
- SEA-ME-WE-4 এবং SEA-ME-WE-5 কনসোর্টিয়ামের মূল ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং অন্যান্য উপ-কমিটির কার্যক্রমের সাথে সমন্বয় সাধন;
- শেয়ার বাজারের তালিকাভুক্ত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনসহ বিভিন্ন সংস্থার সাথে কার্যক্রম পরিচালনা;

২.৪.৩ বিএসসিসিএল এর সেবাসমূহ

- IGW ও IIG লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে International Private Leased Circuit (IPLC) সেবা প্রদান
- IIG লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথ সরবরাহ
- বিএসসিসিএল এর IIG লাইসেন্সের অধীনে ISP-দের IP Transit প্রদান
- বিটিআরসির অনুমোদন সাপেক্ষে কর্পোরেট গ্রাহকদের Dedicated Leased Line প্রদান

২.৪.৪ বিএসসিসিএল এর ২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

(ক) দেশকে দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবলে সংযুক্তকরণ

বাংলাদেশে একটি মাত্র সাবমেরিন ক্যাবল (SEA-ME-WE-4) থাকায় ২য় একটি সাবমেরিন ক্যাবল নেটওয়ার্ক এর সাথে সংযুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করে। সে মোতাবেক বাংলাদেশ SEA-ME-WE-5 নামক সাবমেরিন ক্যাবল কনসোর্টিয়াম এর সাথে গত ৭ই মার্চ ২০১৪ খ্রি: তারিখে Construction & Maintenance Agreement (C&MA) স্বাক্ষর করে এবং এ সংক্রান্ত প্রকল্পটি ১২ই মে, ২০১৫ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবলে সংযুক্ত হওয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশ অতিরিক্ত ১৫০০ জিবিপিএস ব্যান্ডউইডথ অর্জন করতে পারবে। SEA-ME-WE-5 সাবমেরিন ক্যাবলের Design Cable Life আনুমানিক ২০-২৫ বছর। এই ক্যাবলের ল্যান্ডিং স্টেশন পটুয়াখালী জেলার কুয়াকাটায় স্থাপন করা হয়েছে। ইতোমধ্যেই দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং উদ্বোধনের জন্য প্রস্তুত রয়েছে। এছাড়াও SEA-ME-WE-5 সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে পরীক্ষামূলক সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে, যার কার্যক্ষমতা সন্তোষজনক পাওয়া গেছে। এই ক্যাবলে ১৮টি সদস্য দেশের সাথে বাংলাদেশ ল্যান্ডিং সুবিধা পাবে।

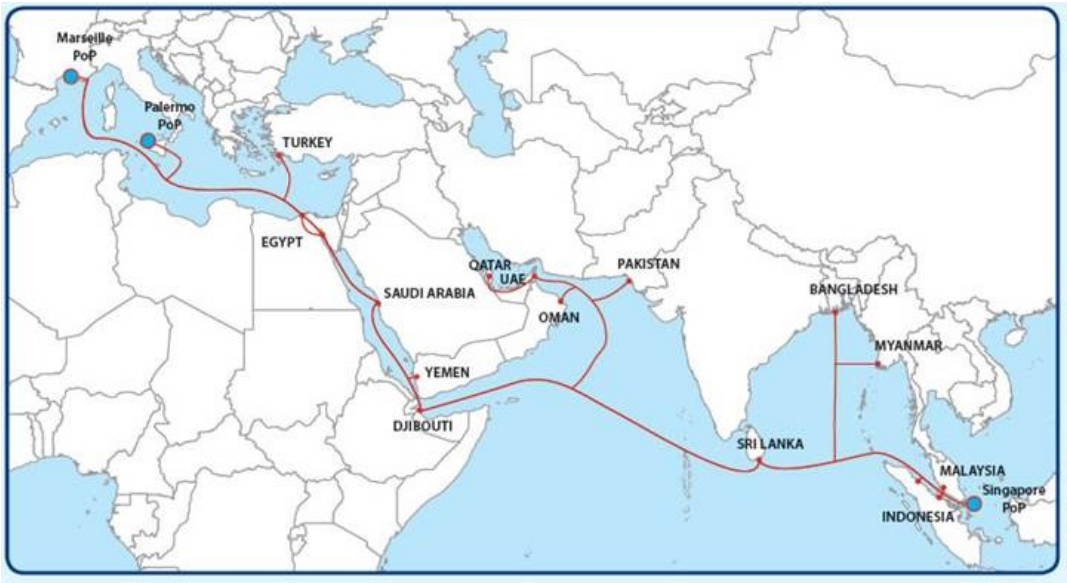

SEA-ME-WE-5 ক্যাবলের রুট ডায়াগ্রাম

(ক) ভূটানে ব্যান্ডউইডথ প্রদানের উদ্যেগ

গত ১-৩ আগষ্ট, ২০১৬ খ্রিঃ তারিখে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ভূটান সফর করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি ভূটান প্রতিনিধি দল সম্ভাব্যতা যাচায়ের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সফর করেন। পরবর্তীতে ভূটানের তথ্য ও যোগাযোগ মন্ত্রী বাংলাদেশ সফর করেন এবং কক্সবাজার সাবমেরিন ক্যাবল ল্যান্ডিং স্টেশন পরিদর্শন করেন। ভূটানে ব্যান্ডউইডথ প্রদানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের পক্ষ হতে কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং ভারতের ভূখন্ডের উপর দিয়ে ভুটানে ব্যান্ডউইডথ সরবরাহের জন্য Power Grid Company of India Ltd. (PGCIL) এর সাথে আলোচনা চলমান আছে।

(ক) দেশের অভ্যন্তরে ব্যান্ডউইডথ এর ব্যবহার বৃদ্ধি

বিএসসিসিএল দেশের গ্রাহকদের ক্ষেত্রে বাল্ক ব্যান্ডউইডথ এর জন্য মূল্য কমিয়ে সাশ্রয়ী ট্যারিফ নির্ধারণ করেছে। সে মোতাবেক ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ব্যান্ডউইডথ ব্যবহার ১১১ জিবিপিএস (গিগা বিট পার সেকেন্ড) বৃদ্ধি পেয়ে (জুন, ২০১৭ পর্যন্ত) ২৪৩ জিবিপিএস এ দাঁড়িয়েছে।

(ঘ) ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথ এর বিষয়ে অর্জনসমূহ

- ভারতের বিএসএনএল সহ দেশী-বিদেশী বিভিন্ন গ্রাহককে প্রদত্ত বিএসসিসিএল এর আইপি ট্রানজিটের পরিমান ৬৩ জিবিপিএস হতে বেড়ে ৬৮ জিবিপিএস-এ উন্নীত হয়েছে।
- বিএসসিসিএল-এর আইপি ট্রানজিটের মান বাড়ানো এবং সেই সঙ্গে আপলিংকে ব্যান্ডউইডথ ক্রয়ের ব্যয় কমিয়ে আনার জন্য গুগল-এর সাথে ২০ জিবিপিএস (যার মধ্যে ১০ জিবিপিএস SMW-4 দিয়ে এবং বাকী ১০ জিবিপিএস SMW-5 দিয়ে) এবং সিঙ্গাপুরের Equinix-IX (Internet Exchange) -এর সাথে ১০ জিবিপিএস সরাসরি Peering চালু করা হয়েছে। এছাড়া একই লক্ষ্যে বিএসসিসিএল-এ Akamai Cache স্থাপন করা হয়েছে।
- চট্টগ্রাম অঞ্চলে স্বল্পমূল্যে ব্যান্ডউইডথ বিতরণের সুবিধার জন্য বিএসসিসিএল চট্টগ্রামে একটি আইপি PoP (Point of Presence) স্থাপন করেছে এবং ইতোমধ্যে উক্ত PoP হতে গ্রাহককে সংযোগও প্রদান করা হয়েছে।
- বিএসসিসিএল-এর চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার PoP হতে বিতরণযোগ্য ব্যান্ডউইডথের মূল্য হ্রাস করা হয়েছে। এছাড়া ব্যান্ডউইডথ বাবদ খরচ কমিয়ে এনে ঢাকা সহ বিএসসিসিএল এর অন্যান্য PoP হতে প্রদেয় আইপি ব্যান্ডউইডথের মূল্য আরও কমানোর উদ্যোগ হাতে নেয়া হয়েছে।
- অধিকতর Redundancy প্রদানের লক্ষ্যে বিএসসিসিএল-এর ঢাকাস্থ আইপি PoP -এ দুটি সাবমেরিন ক্যাবল সিষ্টেম তথা SMW-4 এবং SMW-5-এর মাধ্যমে আপলিংক ব্যান্ডউইডথ feed করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

২.৪.৫ বিএসসিসিএল এর রাজস্ব আয়

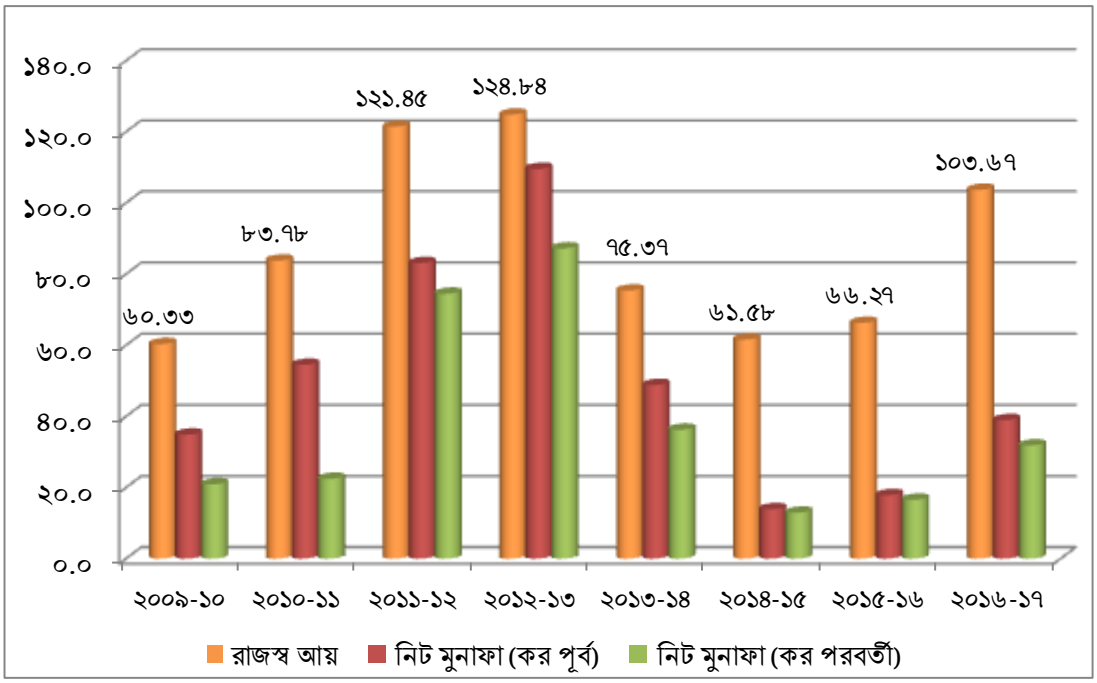

অর্থ বছর	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭
রাজস্ব আয়	৬০.৩৩	৮৩.৭৮	১২১.৪৫	১২৪.৮৪	৭৫.৩৭	৬১.৫৮	৬৬.২৭	১০৩.৬৭
নিট মুনাফা (কর পূর্ব)	৩৪.৮৬	৫৪.৪৮	৮৩.১৩	১০৯.৫৯	৪৮.৮১	১৩.৯০	১৭.৮৬	৩৮.৯৫
নিট মুনাফা (কর পরবর্তী)	২০.৮৯	২২.৪৩	৭৪.৪৮	৮৭.২১	৩৬.২৩	১২.৯১	১৬.৫৫	৩১.৮২

২.৪.৫ বিএসসিসিএল এর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- নেপাল ও ভুটানে ব্যান্ডউইডথ প্রদান
- ভারতের বিএসএনএল এর নিকট আইপি ব্যান্ডউইডথ বিক্রয় বৃদ্ধি
- সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মোতাবেক ২০২০ সালের মধ্যে সাবমেরিন ক্যাবলের ব্যবহার ৫০০ জিবিপিএস এ উন্নীতকরণ

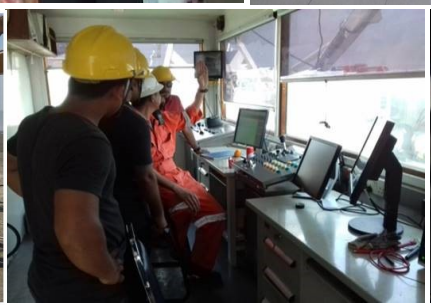

কুয়াকাটাস্থ SEA-ME-WE-5 সাবমেরিন ক্যাবল ল্যান্ডিং স্টেশন পরিদর্শনে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী।

কুয়াকাটাস্থ সাবমেরিন ক্যাবল ল্যান্ডিং স্টেশনের প্রধান ভবন

তথ্যসূত্রঃ বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল)

টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড (টেশিস)

২.৫ টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড (টেশিস)

বর্তমানের টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড ১৯৬৭ সালে তৎকালীন সরকার ও মেসার্স সিমেন্স এজি, পশ্চিম জার্মানির যৌথ উদ্যোগে 'টেলিফোন ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন' নামে যাত্রা শুরু করে। ১৯৭৩ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং সিমেন্স এজি'র মধ্যে একটি নতুন চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানটি 'টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড'-এ পরিণত হয়। ২০০৮ সালে সিমেন্স এজি তাঁদের সকল শেয়ার ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়কে হস্তান্তর করে। ২০১০ সালে এটি রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিতে নিবন্ধিত হয়। প্রতিষ্ঠানটির অনুমোদিত মূলধন ৫০০ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন প্রায় ৮ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা।

২.৫.১ ব্যবসার প্রকৃতি

প্রতিষ্ঠালগ্নে টেশিস ইএমডি টেলিফোন এক্সচেঞ্জ উৎপাদন ও স্থাপন, এনালগ পিএবিএক্স, টেলিফোন সেট, ফ্যাক্স মেশিন, ডিপি/সিটি বক্স, কেবিনেট এবং আনুষাঙ্গিক টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি উৎপাদন করতো। বর্তমানে ডিজিটাল টেলিফোন সেট, ডিজিটাল পিএবিএক্স, ল্যাপটপ, মাল্টি-ফাংশনাল ডিজিটাল এনার্জি মিটার এবং মোবাইল ব্যাটারী ও চার্জার উৎপাদন/সংযোজন করে বিক্রয়/সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

২.৫.২ বর্তমান কর্মকাণ্ড

(ক) ডিজিটাল টেলিফোন সেট

টেশিস বিভিন্ন সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও জনসাধারণের মধ্যে বিক্রয়ের জন্য বর্তমানে ৩(তিন)টি মডেলের ডিজিটাল টেলিফোন সেট, ২(দুই)টি মডেলের স্টেনো সেট ও ২(দুই)টি মডেলের কলার আইডি টেলিফোন সেট সংযোজন/উৎপাদন ও বিপণন করছে।

ক্রমিক	টেলিফোন সেট এর নাম	উৎপাদন	বিক্রয়	মজুদ
১	কলার আইডি টেলিফোন সেট	৫,০৯৮ টি	৩,৮৭৪ টি	১,২২৪ টি
২	স্টোনো টেলিফোন সেট	১৫০৪ টি	১৪৭৬ টি	২৮টি
৩	কলার আইডি কাঁচামাল	-	-	৫১০০ টি

(খ) Private Automatic Branch Exchange (PABX)

- বাংলাদেশে ব্যাংক এর IP PABX স্থাপন কাজ শেষ করা হয়েছে। সহসাই অবশিষ্ট বিল পাওয়া যাবে।
- DMP -তে নতুন ১০০০ লাইন বিশিষ্ট Brand: NEC, Model: SV 9500 এর PABX সিস্টেম স্থাপন কাজ শেষ হয়েছে।
- ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে ২০+২০০ লাইন NEC Brand, SV ৮১০০ মডেল ডিজিটাল পিএবিএক্স এবং ২০০ লাইন সারফেস ওয়ারিং এর কাজটি শেষ করা হয়েছে।
- বাংলাদেশে টেলিভিশন (বিটিভি) এর ১৫ (পনরে) টি Relay Station এর জন্য ১৫ (পনরে) টি NEC SV 9100 মডেলের IP Based Digital PABX স্থাপন করা হয়েছে।
- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুরে PABX এর জন্য ২৬৪ লাইন বর্ধিত করণ এবং ৫০০ পেয়ার আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবল লেইং স্থাপন কাজ শেষ হয়েছে।

- ফায়ার সার্ভিস রাজশাহী এবং ফায়ার সার্ভিস খুলনায় ৫+৫০ লাইন বিশিষ্ট ২(দুই)টি PABX স্থাপন এবং ওয়ারিং কাজ শেষ হয়েছে।
- RAB কার্যালয়ে Procurement of Voice & Data Communication Switching Exchange with Wireless Interface শীর্ষক স্থাপন কাজ চলমান আছ।
- বাংলাদেশে ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশনের জন্য ১০+৯৬ লাইন বিশিষ্ট PABX সিস্টেম সরবরাহ, স্থাপন এবং ১০০টি টেলিফোন লাইনের সারফেসের ওয়্যারিংএর মালামাল সরবরাহ এবং স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়ছে।
- NBR এ ৩০+২৫০ লাইনবিশিষ্ট PABX সিস্টেম এর জন্য ৭০ লাইন (২০/১০ পেয়ার) সুইচ বোর্ড ক্যাবল স্থাপন এবং ভিআইপি টেলিফোন এর জন্য ৩০ লাইন আভ্যন্তরীণ সারফেসের ওয়্যারিং কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- NAEM ঢাকা এ ৬+১০০ লাইনবশিষ্টি PABX সিস্টেম এর জন্য ৬৭টি লাইন এর প্রয়োজনীয় সংস্কারসহ সচলকরন, MDF Frame এবং MDF Cabinet বক্স প্রতিস্থাপন, আভ্যন্তরীণ সারফেস ওয়্যারিং কাজ সম্পন্ন করা হয়ছে।
- বাংলাদশে সুপ্রীম কোর্ট এর মাননীয় প্রধান বিচারপতির বাসভবনের জন্য ৬+২+১৬ লাইন বিশিষ্ট মডেলের PABX সিস্টেম সরবরাহ, স্থাপন এবং চালুকরণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ডিজিটাল PABX (সিমেন্স হাইম-৩৩০ মডলে, ৫০+৫৫০ লাইন) এর জন্য ০১ টি Control Card সরবরাহের কার্যাদেশ পাওয়া গেছে। স্থাপন কার্য সম্পন্ন হয়ছে।
- দুদক প্রধান কার্যালয়ে ৫(পাঁচ) জন অপারটের বিশিষ্ট কলসেন্টার-এর স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়ছে।
- স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ এন্ড মিডফোর্ট হাসপাতালে ৭০ লাইন আভ্যন্তরীণ সারফেস ওয়ারিং কাজ শেষ হয়েছে।
- গণভবনে ২০০ লাইন বিশিষ্ট PABX স্থাপন কাজ শেষ হয়েছে।
- আইন মন্ত্রণালয়ে ০+৯৬ লাইন বিশিষ্ট PABX এবং আভ্যন্তরীণ সারফেস ওয়ারিং কাজ সম্প্রতি শেষ হয়েছে।

(গ) দোয়েল ল্যাপটপ সংযোজন ও বিতরণ

বাংলাদেশে স্বল্পমূল্যের ল্যাপটপ সংযোজন/উৎপাদন ও বিপণন করার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১১ অক্টোবর, ২০১১ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে টেলিফোন শিল্প সংস্থা কর্তৃক সংযোজিত দোয়েল ব্র্যান্ডের ল্যাপটপ বিতরণ ও বাজারজাতকরণের কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন করেন। টেশিস এ যাবৎ পর্যন্ত মোট ১১টি মডেলের দোয়েল ল্যাপটপ উৎপাদন/সংযোজন করেছে। সেগুলো মানের দিক থেকে বাজারে সুনাম অর্জন করেছে এবং আরও উন্নততর বিনির্দেশের Core i7 প্রসেসর সমৃদ্ধ দোয়েল ল্যাপটপের পরবর্তী মডেল বাজারজাত করা হচ্ছে।

এ পর্যন্ত বিভিন্ন মডেলের মোট ৬৩,২৪৫টি দোয়েল ল্যাপটপ সংযোজন এবং বিভিন্ন মডেলের মোট ৫৮,৭৫০টি দোয়েল ল্যাপটপ বিক্রয় করা হয়েছে । যার মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে মোট ২৩,৩৩১টির দোয়েল এডভান্সড ১৬১২আই৩ ল্যাপটপ সরবরাহ করা হয়েছে। সেনাবাহিনীতে মোট ২,৭৯৯টি বিভিন্ন মডেলের দোয়েল ল্যাপটপ সরবরাহ করা হয়েছে এবং বাংলাদেশ ডাক অধিদপ্তরকে বিভিন্ন মডেলের প্রায় ২৪,০০০টি দোয়েল ল্যাপটপ সরবরাহ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ল্যাপটপ অন্যান্য গ্রাহকদের নিকট বিক্রয় করা হয়েছে।

(ঘ) বৈদ্যুতিক মিটার

ডেসকো হতে প্রাপ্ত কার্যাদেশের ভিত্তিতে ইতিমধ্যে ১ (এক)লক্ষ প্রিপেইড মিটার (সিঙ্গেল ফেজ এবং থ্রি-ফেজ) মিটার সরবরাহ করা হয়েছে। তাছাড়া নারায়ণগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ এ ৫,৫০০টি প্রিপেইড মিটার (সিঙ্গেল-ফেজ এবং থ্রি-ফেজ) সরবরাহ করা হয়েছে। বর্তমানে ডেসকো হতে আরও ১(এক)লক্ষ প্রিপেইড মিটারের কার্যাদেশ পাওয়া গেছে এবং সরবরাহের কাজ চলমান রয়েছে।

(ঘ) মোবাইল ব্যাটারি ও চার্জার

টেশিসে মোবাইল ব্যাটারী ও চার্জার প্লান্টে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ২৬,০৬১টি মোবাইল ব্যাটারী ও ১,৮৬,০৪৯টি ব্যাটারী চার্জার সংযোজিত হয়েছে ।

(ঙ) ONU (Optical Network Unit)

টেশিস বিটিসিএল এর প্রায় ৫০.০০ কোটি টাকার ৪৩টি ONU (Optical Network Unit) সরবরাহ/ স্থাপনের কাজ সমাপ্ত করেছে। বর্তমানে বিটিসিএল এর নির্দেশ মোতাবেক কয়েকটি সাইট স্থানান্তরের কাজ চলছে।

(চ) 3G Tablet PC, Tablet PC ও 3G Smart Phone ইত্যাদি সংযোজন/উৎপাদন

টেশিসের সাথে যৌথভাবে 'Ok মোবাইল' কর্তৃক মোবাইল টেলিফোন সেট উৎপাদন শুরু হয়েছে।

২.৫.৩ ভবিষ্যত পরিকল্পনা

- টেশিসে স্বল্প পরিসরে সোলার প্যানেল প্রস্তুত করা। এজন্য ইতোমধ্যেই স্ট্রাটেজিক পার্টনারের সাথে চুক্তি করা হয়েছে।
- টেশিসে ল্যাপটপ এর মাদারবোর্ড ও কেসিং উৎপাদন কার্যক্রম গ্রহণ।
- দেশের ৭টি বিভাগে ডিলার নিয়োগ ও ৬৪টি জেলায় বিক্রয় ও সেবা কেন্দ্র স্থাপনের মাধমে সারা দেশের মানুষের দ্বারপ্রান্তে দোয়েল ল্যাপটপ পৌছে দেয়া ।
- ব্যাংকের মাধ্যমে কিস্তিতে ল্যাপটপ বিক্রয়।
- কল সেন্টারের মাধ্যমে টেলি মার্কেটিং ও ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে বিপণন ও বাজারজাতকরণ।
- টেশিসে প্যানাসনিক টেলিফোন সেটের কেসিং উৎপাদন করে সেট সংযোজন।

২.৫.৩ টেশিস এর রাজস্ব আয় ও ব্যয়

ক্রমিক	অর্থ বৎসর	আয় টাকা (লক্ষ)	ব্যয় টাকা (লক্ষ)	লাভ(ক্ষতি)	মন্তব্য
১	২০০৬-২০০৭	১,৩২৮.০০	২,১২৪.০০	(৭৯৬)	--
২	২০০৭-২০০৮	১,০৫২.০৭	১,১২৫.০৭	(৭৩)	--
৩	২০০৮-২০০৯	৮৩৪.৯৯	৮৩৭.০৩	(২.০৪)	--
৪	২০০৯-২০১০	১,৪৩৩.৫০	১,৪১৮.৯৭	১৪.৫৩	--
৫	২০১০-২০১১	৩,৪৬২.৮০	৩,৪৩৯.৯০	২২.৯০	--
৬	২০১১-২০১২	৫,৮৬৯.২৭	৫,৮০৭.৭০	৬১.৫৭	--
৭	২০১২-২০১৩	১০,৫০৮.৩১	১০,৪৫২.৩৬	৫৫.৯৫	--
৮	২০১৩-২০১৪	৬,৩১৩.৮৮	৬,২৫৯.২৩	৫৪.৬৫	--
৯	২০১৪-২০১৫	৬,৫২৪.১৫	৬,৪৬৩.৪৫	৬০.৭০	--
১০	২০১৫-২০১৬	১১,৪৬৮.৫৮	১১,৩৮৯.২০	৭৯.৩৮	--
১১	২০১৬-২০১৭	২৯,০০০.০০	--	--	অডিটপূর্ব

টেলিফোন শিল্প সংস্থার প্রধান কার্যালয় ও ফ্যাক্টরি

তথ্যসূত্রঃ বাংলাদেশ টেলিফোন শিল্প সংস্থা (টেশিস)

বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেড

২.৬ বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেড

বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেড ১৯৬৭ সালের তৎকালীন সরকার এবং পশ্চিম জার্মানির মেসার্স সিমেন্স এজি এর যৌথ উদ্যোগে খুলনায় স্থাপিত হয়। ১৯৭২ সাল থেকে এ প্রতিষ্ঠানটি বাণিজ্যিকভাবে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন টেলিযোগাযোগ কপার ক্যাবল উৎপাদন করে দেশের ১০০% চাহিদা পূরণ করে আসছে। বর্তমান প্রযুক্তির উন্নতির ধারার সাথে সমন্বয় রেখে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল-এর ক্রমবর্ধমান চাহিদা বিবেচনায় বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেড জুলাই-২০১১ থেকে বাণিজ্যিকভাবে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল উৎপাদন শুরু করেছে। প্রতিষ্ঠানটির অনুমোদিত মূলধন ২০০ কোটি টাকা এবং ইস্যুকৃত মূলধন প্রায় ৮.০৩ কোটি টাকা।

২.৬.১ উৎপাদিত পণ্যসমূহ

(ক) টেলিফোন কপার ক্যাবল

২ হতে ২৪০০ জোড়া পর্যন্ত (আর্মার্ড ও নন-আর্মার্ড ক্যাবল, এরিয়াল ক্যাবল, ইনষ্টলেশন ক্যাবল, সাবমেরিন ক্যাবল, জাম্পার ওয়্যার, টি.আই.পি ক্যাবল, ড্রপ ওয়্যার ইত্যাদি)।

বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা:

- স্থাপিত ক্ষমতা - ১.২৫ লক্ষ কন্ডাক্টর কিলোমিটার
- অর্জনযোগ্য ক্ষমতা - ১.০ লক্ষ কন্ডাক্টর কিলোমিটার

(খ) অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল

- ২ হতে ১২ ফাইবার ইউনিটিউব আর্মার্ড ও নন-আর্মার্ড ক্যাবল।
- ১২ হতে ২১৬ ফাইবার স্ট্রান্ডেড লুজটিউব আর্মার্ড ও নন-আর্মার্ড ক্যাবল।

বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা:

- স্থাপিত ক্ষমতা - ৪,০০,০০০ ফাইবার কিলোমিটার
- অর্জনযোগ্য ক্ষমতা - ৩,৭৫,০০০ ফাইবার কিলোমিটার

(গ) HDPE (High-density Polyethylene) Silicon Duct

৩২/২৬ মিলিমিটার, ৩৪/২৮ মিলিমিটার, ৪০/৩৩ মিলিমিটার, ৫০/৪২ মিলিমিটার ও ৬৩/৫২ মিলিমিটার ব্যাসের ডাক্ট।

বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা:

- স্থাপিত ক্ষমতা - ১,৪৫০ কিলোমিটার
- অর্জনযোগ্য ক্ষমতা - ১,২০০ ফাইবার কিলোমিটার

২.৬.২ ক্যাবল উৎপাদন ও সরবরাহের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল সংযোগ স্থাপনে প্রয়োজনীয় HDPE Silicon Duct-এর ব্যাপক চাহিদার কথা বিবেচনা করে HDPE Silicon Duct তৈরীর প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে।

- ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের জন্য বাকেশিতে টেলিফোন কপার ক্যাবল, অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল ও HDPE Silicon Duct-এর উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় যথাক্রমে ৪২,০০০ কন্ডাক্টর কিলোমিটার, ৩,৬৬,০০০ ফাইবার কিলোমিটার ও ৬০০ কিলোমিটার যার বিপরীতে উৎপাদন হয়েছে যথাক্রমে ৪৩,৭৯৭.৯১০ কন্ডাক্টর কিলোমিটার, ৩,৬৬,২৬৩.১০৬ ফাইবার কিলোমিটার ও ৬০৬.৫৬৩ কিলোমিটার অর্থাৎ শতভাগ লক্ষমাত্রা অর্জিত হয়েছে।

- বিটিসিএল-এর অগ্রাধিকার ভিত্তিক ''১০০০টি ইউনিয়ন পরিষদে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প'' এর মোট ৯,৫৯২ কিঃমিঃ ক্যাবলের (মূল্য ভ্যাটসহ প্রায় ১২০.১১ কোটি টাকা) চাহিদার শতভাগ সরবরাহ করা হয়েছে।

- বিটিসিএল-এর অপর গুরুত্বপূর্ণ ''উপজেলা পর্যায়ে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল নেটওয়ার্ক উন্নয়ন'' প্রকল্প থেকে মোট ২,৪৫১ কিঃমিঃ (মূল্য ভ্যাটসহ প্রায় ৫৯.২৭ কোটি টাকা) অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের ক্রয়াদেশ পাওয়া যায় যার অধিকাংশ সরবরাহ করা হয়েছে।

- বিটিসিএল-এর অধীন মেট্রোরেল-এর জন্য নেটওয়ার্ক স্থনান্তর সংক্রান্ত প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত ১২,৮৪৬ কন্ডাক্টর কিলোমিটার কপার ক্যাবলের ক্রয়াদেশ অনুযায়ী অধিকাংশ ক্যাবল সরবরাহ করা হয়েছে।

- বিটিসিএল এর''১০০০টি ইউনিয়ন পরিষদে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প'' ও ''উপজেলা পর্যায়ে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল নেটওয়ার্ক উন্নয়ন'' প্রকল্প থেকে ইতোমধ্যে ৪০/৩৩ মিলিমিটারের ১,০১০ কিলোমিটার HDPE সিলিকন কোর ডাক্ট এর ক্রয়াদেশ পাওয়া গেছে যার বিক্রয় মূল্য ৮.০৮ কোটি টাকা (ভ্যাট সহ)। ইতোমধ্যে প্রায় ৬০০ কিলোমিটার ডাক্ট সরবরাহ করা হয়েছে।

- দেশের বিদ্যমান চাহিদার সাথে সমন্বয় রেখে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল প্ল্যান্টের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রায় ২.০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১(এক)টি নতুন সেকেন্ডারি কোটিং লাইন স্থাপন করা হয়েছে।

- OFC প্ল্যান্টের উৎপাদন বৃদ্ধিসহ নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিচালনার স্বার্থে প্রায় ২.০ কোটি টাকা ব্যয়ে আরও একটি নতুন এস-জেড স্ট্র্যান্ডিং লাইন মেশিন সংযোজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে যার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

- ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বহুমূখীকরণের লক্ষ্যে প্রায় ২৪.১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে বৈদ্যুতিক ওভারহেড কন্ডাক্টর, সার্ভিস ড্রপ ক্যাবল ও বেয়ার/ইনস্যুলেটেড ওয়্যার তৈরীর অনুমোদিত প্রকল্পের কারখানা ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। প্রকল্পের প্রয়োজনীয় মেশিনারীজ, আনুষঙ্গিক মালামাল ও সেবা ক্রয়ে আন্তর্জাতিক দরপত্র মূল্যায়ণের কাজ শেষ পর্যায়ে আছে এবং ২০১৮ সালের প্রথমার্ধে প্লান্ট চালু হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

- HDPE Silicon Duct-এর ব্যাপক চাহিদা বিবেচনায় প্ল্যান্টের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রায় ১.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে আরও ১(এক)টি নতুন মেশিন সংযোজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

- অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল ও HDPE Silicon Duct-এর বাজারজাতকরণ আরও গতিশীল করতে দেশীয় ব্যবহারকারীদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ অব্যাহত আছে। এরই ধারাবাহিকতায় বিটিসিএল, পিজিসিবি, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স সামিট কমুনিকেশন, ফাইবার এট হোম লিঃ, ব্রাদার্স কনষ্ট্রাকশন, হামিদা ট্রেডার্স, গ্রামীণফোন, সিটিসেল, কমনওয়েলথ এসোসিয়েটস, বিএসআরএম, ওয়েব লিংক কমুনিকেশন্স, আমরা নেটওয়ার্ক, সিলেট ক্যাবল সিস্টেম, আইএসএন লিঃ,মেসার্স এআরএ টেকনোলজিস্, ফোন্স বিডি লিমিটেড, মেসার্স রাসা ট্রেডার্স, আই-অটোমেশন, মেসার্স খুলনা ভিশন, ও অন্যান্য আই.এস.পি-র চাহিদার ভিত্তিতে ক্যাবল সরবরাহ করা হচ্ছে।

২.৬.৩ ভবিষ্যত পরিকল্পনা

- FTTH এর জন্য ড্রপ ফাইবার ক্যাবল তৈরীর প্ল্যান্ট স্থাপনসহ Pigtail ও Patch Cord তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় মেশিনারীজ ও যন্ত্রপাতি স্থাপন।
- Local Area Network (LAN)-এ ব্যবহৃত ক্যাবল তৈরীর ব্যবস্থা গ্রহণ।
- বিদ্যুৎ সেক্টর ও বিভিন্ন যন্ত্রপাতিতে বহুল ব্যবহৃত সুপার এনামেলড্ কপার ওয়্যার তৈরীর প্ল্যান্ট স্থাপনের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাইসহ পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ।

বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেড, খুলনা-এর প্রধান ফটক।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম তারানা হালিম এমপি বাকেশির কারখানা পরিদর্শন ও কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের সাথে মত বিনিময় করেন।

২.৬.৪ সাম্প্রতিক বছরসমূহে রাজস্ব আয় ও ব্যয়

ক্রমিক	অর্থ বৎসর	মোট আয়	মোট ব্যয়	নীট লাভ (কর বাদে)
১	২০১৪-১৫	৬৪.৪৫	৫১.৮৬	১২.৫৯
২	২০১৫-১৬	১০৪.১২	৭৮.৭৪	২৫.৩৮
৩	২০১৬-২০১৭	১৩০.৩২	১০০.৪৯	২৯.৮৩

তথ্যসূত্রঃ বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেড (বিসিএস)

DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর

২.৭ টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর

টেলিযোগাযোগ খাতের দ্রুত অগ্রসরমান ও পরিবর্তনশীল পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধান এবং এ খাতে ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতার বিষয়টি বিবেচনায় দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষে ১ জুলাই ২০০৮ তারিখে বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড (বিটিটিবি)-কে বিলুপ্ত করে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল)-এ রুপান্তর করা হয়। বিলুপ্ত বিটিটিবি'র কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাকরির ধারাবাহিকতা রক্ষা, টেলিযোগাযোগ নীতি প্রণয়নে সরকারকে কারিগরি, বিশেষজ্ঞ এ অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ/সহায়তা প্রদানকল্পে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীনে ২৫ জুন ২০১৫ তারিখে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর গঠিত হয়।

২.৭.১ অধিদপ্তরের জনবল

অধিদপ্তরের স্থায়ী কাঠামোর পদসংখ্যা	২৩৮
অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত পর্যায়ক্রমে বিলোপযোগ্য পদসংখ্যা	৭,৫৩৬
টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের অনুমোদিত মোট পদ	**৭,৭৭৪**
৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত পূরণকৃত মোট পদ	৫,৬৩৩
৩০ জুন ২০১৭ তারিখে মোট শূন্য পদ	২,১৪১

২.৭.২ নিয়মিত কার্যক্রম

টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর সরকারের ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নে আধুনিক, মানসম্মত ও সাশ্রয়ী টেলিযোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় টেলিযোগাযোগ আইন, নীতিমালা, গাইডলাইন ইত্যাদি প্রণয়নে এবং তরঙ্গ ব্যবস্থাপনা ও ট্যারিফ নির্ধারণে সরকারকে সহায়তা প্রদান করছে।

২.৭.৩ উন্নয়ন কার্যক্রম

ইন্টারনেট একদিকে যেমন বিশ্বব্যাপী অপরিমেয় সুযোগ সৃষ্টি করেছে অপরদিকে এর অপরাধমূলক ব্যবহারের কারণে রাষ্ট্র, সমাজ ও ব্যক্তি পর্যায়ে নিরাপত্তা ঝুঁকিও বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাষ্ট্র ও জনগণের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে সরকার "সাইবার থ্রেট ডিটেকশন এন্ড রেসপন্স" শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে।

২.৭.৪ ভবিষ্যত পরিকল্পনা

- টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের নিয়োগ বিধি চূড়ান্ত অনুমোদন ও সকল জনবলের তথ্যভান্ডার উন্নীতকরণ, অফিস অটোমেশন ইত্যাদি জরুরী কাজসমূহ সম্পাদন।
- অধিদপ্তরের জনবলকে টেলিযোগাযোগ খাতের আইন, নীতিমাল, গাইডলাইন ইত্যাদি প্রণয়ন এবং তরঙ্গ ব্যবস্থাপনা, ট্যারিফ নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রকল্প/কর্মসূচী গ্রহণ করা।

তথ্যসূত্রঃ টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর

৫

ডাক অধিদপ্তর

২.৮ ডাক অধিদপ্তর

১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে পোস্ট অফিস এ্যাক্ট এর মাধ্যমে ব্রিটিশ ভারতে ডাক বিভাগের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। স্বাধীনতা উত্তর কালে বাংলাদেশে এই আইনটিকেই আত্তীকরণ করে ডাক অধিদপ্তরের কার্যক্রম শুরু হয়। ডাক ব্যবস্থা সৃষ্টির কালে ডাক অধিদপ্তরের মূল কাজ ছিল ব্যক্তিগত ও সরকারি চিঠিপত্র গ্রহণ, পরিবহণ ও বিলি করা। পরবর্তীতে এসকল কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হয় মানি অর্ডারসহ বিভিন্ন ধরনের আধুনিক কার্যক্রম। বর্তমানে ডাক অধিদপ্তর তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক আধুনিকায়নের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে ডাক সেবাসমূহকে যুগোপযোগী করে রূপান্তর করে চলেছে। দেশব্যাপী প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি সেবা প্রদান করে থাকে।

২.৮.১ ডাক অধিদপ্তরের নিজস্ব সেবা

- ডাক দ্রব্যাদি সংগ্রহ, পরিবহণ ও বিতরণ
- অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক চিঠিপত্র আদান-প্রদান
- পার্সেল (অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক)
- রেজিস্ট্রেশন
- বীমাকৃত দ্রব্যাদি (অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক)
- ভিপিপি, GEP সার্ভিস , EMS সার্ভিস
- ইন্টেল পোস্ট (ফ্যাক্স সার্ভিস)
- রেজিস্টার্ড নিউজপেপার
- ই-পোস্ট
- EMTS (Electronic Money Transfer Service)
- পোস্টাল ক্যাশ কার্ড
- ই-কমার্স সার্ভিস

২.৮.২ ডাক অধিদপ্তরের এজেন্সি সেবা

- ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক (সাধারণ ও মেয়াদি হিসাব)
- ডাক জীবন বীমা
- সঞ্চয় পত্র বিক্রয় ও ভাঙ্গানো
- প্রাইজবন্ড বিক্রয় ও ভাঙ্গানো
- রাজস্ব স্ট্যাম্প এবং নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প
- সরকারের অ-ডাক বিভাগীয় সকল প্রকার স্ট্যাম্প মুদ্রণ ও বিতরণ
- বিড়ি ব্যান্ডরোল বিক্রয়

২.৮.৩ ডাকঘরের সংখ্যা

ধরন	অফিসের সংখ্যা
জিপিও	৪
এ গ্রেড হেড পোস্ট অফিস	২৩
বি গ্রেড হেড পোস্ট অফিস	৪৫
উপজেলা পোস্ট অফিস	৪২০
সাব পোস্ট অফিস	৯২৩
বিভাগীয় ব্রাঞ্চ পোস্ট অফিস	১১
অবিভাগীয় সাব পোস্ট অফিস	৩২২
অবিভাগীয় ব্রাঞ্চ পোস্ট অফিস	৮,১৩৮
মোট	**৯,৮৮৬**

২.৮.৪ জনবল

ধরন	মোট পদ	শূন্য পদ
বিভাগীয় কর্মকর্তা/ কর্মচারী	১৬,৮৬৬	২,৯৬৬
অবিভাগীয় কর্মচারী	২৩,০২১	--

২.৮.৫ ডাক অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

(ক) ডাক অধিদপ্তরের কার্যপ্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়করণ

“ডাক বিভাগের কার্যপ্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়করণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ডাক বিভাগের কাউন্টার সার্ভিসসমূহ অটোমেশন করা হয়েছে। Web based application software তৈরির কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। সার্ভার, নেটওয়ার্ক যন্ত্রপাতি ও ডাটাবেজ সফটওয়্যার সংগ্রহ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের মূল সফটওয়্যারটি সমগ্র বাংলাদেশের ৬৪ টি জেলার ৮৪টি স্থানে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। মোবাইল মানি অর্ডার সার্ভিস ডাক বিভাগে প্রবর্তন করার পর এ পদ্ধতিতে সেবা প্রদানের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়ে ইএমটিএস সার্ভিসকে আরো শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে এ সার্ভিসটিকে কার্যপ্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়করণ প্রকল্পের আওতাভূক্ত করা হয়। ইএমটিএস সফটওয়্যার এবং এর কার্যক্রম জেলা, উপজেলা/ থানা ও গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ২৭৫০ টি স্থানে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের সাথে জড়িত জনশক্তিকে প্রশিক্ষিত করে ইতোমধ্যে সফটওয়্যারটি ৭১টি হেড অফিস, ১৩টি মেইল সার্ভিস অফিস এবং ১১ টি টাউন সাব অফিসে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ইলেকট্রনিক মানি অর্ডার সার্ভিস এ প্রকল্পের অধীনে একটি নতুন সংযোজিত অঙ্গ যা ২৭৫০ টি ডাকঘরে কার্যকর করা হয়েছে এবং এ পর্যন্ত ডাক বিভাগ এ থেকে আয় করেছে ৮৩ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা। পল্লী উন্নয়নে এই কার্যক্রম সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। সফটওয়্যার ইমপ্লিমেন্টেশনের মাধ্যমে ৭১ টি প্রধান ডাকঘরে, ১৩টি আরএমএস অফিসে এবং ১১ টি টাউন সাব অফিসে কাউন্টার সার্ভিস, মেইল প্রসেসিং ও মেইলের ট্রেসিং এবং ট্র্যাকিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এ ছাড়া এ প্রকল্পের আওতায় ২০০টি উপজেলা ও টাউন সাব পোস্ট অফিসের কার্যক্রমকে স্বয়ংক্রিয় করা হয়েছে যা গ্রাহক সেবা অধিকতর উন্নত করবে।

(খ) তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর গ্রামীণ ডাকঘর

"তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর গ্রামীণ ডাকঘর নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পটি ৩০ জুন ২০১৭ তে সমাপ্ত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৫৯৮টি গ্রামীণ ডাকঘরের নির্মাণ কাজ এবং ১২৬৮ টি গ্রামীণ ডাকঘরের মেরামত কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের অধীনে দেশের প্রতিটি উপজেলায় কমপক্ষে একটি এবং কোন কোন উপজেলায় একাধিক ডাকঘর নির্মাণ করা হয়েছে। এ সকল ভবনের একটি কক্ষে ডাকঘরের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে এবং অপর কক্ষটি ই সেন্টার হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

(গ) পোস্ট ই-সেন্টার ফর রুরাল কমিউনিটি

পোস্ট ই-সেন্টার ফর রুরাল কমিউনিটি শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মোট ৮৫০০ টি গ্রামীণ ডাকঘরকে পোস্ট ই সেন্টারে রূপান্তর করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণকে ডিজিটাল কর্মসূচীর আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। এর মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণ গ্রাম/ইউনিয়ন পর্যায়ে তাদের দোর গোড়ায় অবস্থিত ডাকঘরে এসে বিভিন্ন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর ইকুইপমেন্টের মাধ্যমে সেবা গ্রহণ করতে পারছে। এ ছাড়া প্রতিটি ই সেন্টারে গ্রামাঞ্চলের আগ্রহী ব্যক্তিগণকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

পোস্ট ই-সেন্টারের সেবাসমূহ

- কম্পিউটার কম্পোজ, প্রিন্ট, ইন্টারনেট ব্রাউজিং, স্ক্যানিং, ছবি তোলা, অনলাইনে কথা বলা ও ভিডিও কনফারেন্সিং;
- কম্পিউটারের উপর মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
- ব্যাংকিং সুবিধা বঞ্চিত জনগণকে ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান;
- ই-বিজনেস এর সম্প্রসারণ এবং ই-কমার্স সেবা প্রদান;
- প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় ভাতা প্রদান;
- বীমা পলিসি বিক্রয় এবং প্রিমিয়াম আহরণ ও বিতরণ ;
- টেলিমেডিসিন সেবা প্রদান;
- কৃষি তথ্য সেবা, বালাই ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সেবা প্রদান;
- অন্যান্য ই-সেবা প্রদান।

পোস্ট ই-সেন্টারের বিস্তৃতি

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	ই-সেন্টারের সংখ্যা	ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	ই-সেন্টারের সংখ্যা
১.	ঢাকা বিভাগ	৪০৮	১৩.	রাজশাহী বিভাগ	৪৬১
২.	টাঙ্গাইল বিভাগ	২১২	১৪.	পাবনা বিভাগ	৪০৯
৩.	ময়মনসিংহ বিভাগ	৪৮৯	১৫.	বগুড়া বিভাগ	৩৯৯
৪.	জামালপুর বিভাগ	২৫৯	১৬.	রংপুর বিভাগ	৪০১
৫.	কিশোরগঞ্জ বিভাগ	২০৯	১৭.	দিনাজপুর বিভাগ	৪০১
৬.	চট্টগ্রাম বিভাগ	২৫৮	১৮.	খুলনা বিভাগ	৬০০
৭.	কুমিল্লা বিভাগ	৭৮২	১৯.	বরিশাল বিভাগ	৫৮৩
৮.	নোয়াখালী বিভাগ	৩৮৬	২০.	পটুয়াখালী বিভাগ	৩৬৩
৯.	হবিগঞ্জ বিভাগ	২০৮	২১.	ফরিদপুর বিভাগ	৪৭৩
১০.	সিলেট বিভাগ	২১৭	২২.	কুষ্টিয়া বিভাগ	২৭৯
১১.	রাঙ্গামাটি বিভাগ	৯৪	২৩.	যশোর বিভাগ	৪৬২
১২.	বান্দরবান বিভাগ	১৪৭	মোট		৮,৫০০

(ঘ) ডাক পরিবহন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ

ইতঃপূর্বে ঢাকা-রাজশাহী, খুলনা-বরিশাল এবং খুলনা-সাতক্ষীরা এই তিনটি রুটে মাত্র ০৩টি নিজস্ব যানবাহনের মাধ্যমে ডাক পরিবহন করা হত। এছাড়া চুক্তিভিত্তিক বেসরকারি পরিবহনে দৈনিক ১৮,২৬৬ কিলোমিটার সড়ক পথে ডাক পরিবহন করতে হয়। পাশাপাশি রেল পথের মাধ্যমে ৩,৭১৪ কিলোমিটার ও জলপথে ৩,১৫৫ কিলোমিটার ডাক পরিবহন করা হয় যা সময়সাপেক্ষ। বিশ্বব্যাপী পার্সেল ও লজিস্টিক সার্ভিসের ব্যাপক প্রসার ঘটলেও ডাক অধিদপ্তরের নিজস্ব পরিবহনে ব্যবস্থা না থাকায় নিজে থেকে এ সেবা দেয়া সম্ভব হচ্ছিল না। ফলে সাধারণ মানুষ অতিরিক্ত মাশুল দিয়ে বেসরকারি ডাক পরিবহন ব্যবস্থার মাধ্যমে পণ্য পরিবহন করতে বাধ্য হয়।

ডাক পরিবহন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১১৮ টি বিভিন্ন ধরণের গাড়ী ক্রয়ের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১৯টি গাড়ী সরবরাহ পাওয়া গিয়েছে এবং আরও ৯৯টি গাড়ী সরবরাহের জন্য প্রগতি লিমিটেডকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে আরও ৩৭টি ক্যাশ ওয়াগন সরবরাহ পাওয়া গিয়েছে এবং বাকী ৬২টি গাড়ী বন্দর হতে খালাসের অপেক্ষায় আছে। এ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীতব্য যানবাহনসমূহের ধরন ও

১.৫ টন ক্যাশ ওয়াগন	৩৫ টি
১ টন ওপেন বডি পিক-আপ ভ্যান	৯ টি
১ টন কাভার্ড ভ্যান	১০ টি
১.৫ টন কাভার্ড ভ্যান	২০ টি
৩ টন কাভার্ড ভ্যান	৩০ টি
৫ টন কাভার্ড ভ্যান	১১ টি
৭ টন কাভার্ড ভ্যান	৩ টি
গ্যারেজ	৩৩টি স্থান

মোট
১১৮টি গাড়ি

প্রথমবারের মত ডাক অধিদপ্তরে মহিলা ড্রাইভার নিয়োগপূর্বক তাদের হাতে গাড়ীর চাবি তুলে দিচ্ছেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী।

(ঙ) ডাক অধিদপ্তরের সদরদপ্তর নির্মাণ

১৭ জুন ২০১৪ তারিখে ECNEC কর্তৃক অনুমোদিত এ প্রকল্পের ভবন নির্মাণ কাজের ই-টেন্ডার ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে অনুমোদন করেন। রাজধানীর আগারগাঁও এ সদর দপ্তরের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ভবনটির ৮ তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে এবং বর্তমানে ফিনিশিং এর কাজ চলমান রয়েছে।

নির্মিয়মান ডাক অধিদপ্তরের সদর দপ্তরের মডেল

(চ) জরাজীর্ণ ডাকঘরসমূহ নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ

ডাক অধিদপ্তরের জরাজীর্ণ ডাকঘরসমূহ নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ ২য় পর্যায় প্রকল্পটির আওতায় ৭৯টি ডাকঘর নির্মাণ ও সংস্কার করা হবে। এ প্রকল্পের আওতায় ডাকঘরের কাজ দ্রুত ও সহজসাধ্য করার জন্য ইতোমধ্যে ৮৪টি নোট কাউন্টিং মেশিন এবং ৮৬ টি ফ্র্যাংকিং মেশিন ক্রয় করা হয়েছে।

(ছ) আবাসিক ভবন নির্মাণ

ঢাকা শহরে ডাক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্পটির আওতায় মতিঝিলে ৮টি বিশতলা ভবনে ৬০৮ টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হবে। যার মধ্যে ১৫০০ বর্গফুট আয়তনের ৭৬টি ইউনিটের ১টি ভবন, ১২৫০ বর্গফুট আয়তনের ৭৬টি ইউনিটের ১টি ভবন, ১০০০ বর্গফুট আয়তনের ২২৮টি ইউনিটের ৩টি ভবন, ৬৫০ বর্গফুট আয়তনের ২২৮টি ইউনিটের ৩টি ভবন থাকবে। প্রকল্পটির পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়া কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

ডাক অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের জন্য পরিকল্পিত আবাসিক ভবন।

(জ) ই-কমার্স কার্যক্রম

ই-কমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের সাথে পরীক্ষামূলকভাবে ডাক অধিদপ্তর ঢাকায় পরীক্ষামূলকভাবে ই-কমার্সের পণ্য ডেলিভারির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রাথমিকভাবে ঢাকার ১১টি সাব পোস্ট অফিস থেকে পণ্য গ্রহণ ও ২০টি সাব পোস্ট অফিস থেকে পণ্য বিতরণ করা হবে। পণ্যগুলো তেজগাঁওয়ের নতুন হাবে জমা করে সেখান থেকে পরদিন সকাল ৮টার মধ্যে গ্রাহকদের কাছে তা বিতরণের জন্য পৌঁছে দেওয়া হবে। ।

২৯ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডাক অধিদপ্তরের মাধ্যমে ই-কমার্স পণ্য ডেলিভারি সেবা উদ্বোধন করেন

(ঝ) UPU এর Postal Operations Council (POC) এর সদস্য নির্বাচনে জয়লাভ

তুরস্কের ইস্তানবুলে 26th Universal Postal Congress 2016-এ অনুষ্ঠিত Postal Operations Council (POC) এর ২০১৭-২০২০ মেয়াদে সদস্য পদে নির্বাচনে বাংলাদেশ জয়লাভ করেছে। ইরানের তেহরানে গত ৩-৭ জুলাই ২০১৭ তারিখ অনুষ্ঠিত ১২তম Asian Pacific Postal Union (APPU) কংগ্রেসে বাংলাদেশ Postal Financial Services Working Group এর চেয়ারম্যান নির্বাচন হয়। এ কংগ্রেসে বাংলাদেশ APPU এর Supply Chain Working Group এবং APPU/UPU Working Group এরও সদস্য নির্বাচিত হয়েছে।

Universal Postal Congress 2016-এ বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল।

(ঞ) পোস্টাল ক্যাশ কার্ডের মাধ্যমে ভাতা বিতরণ

২৬ মার্চ ২০১০ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পোস্টাল ক্যাশ কার্ডের উদ্বোধন করেন। এটি একটি ATM ডেবিট কার্ড। সারাদেশে ১,৪০০ টি ATM বুথ এবং ৮,৫০০ টি পোস্ট অফিসে POS এর মাধ্যমে সেবাটি চালু আছে। সরকার সামাজিক নিরাপত্তা ভাতাসহ বিভিন্ন ভাতা এবং শ্রমিকদের মজুরি এর মাধ্যমে পরিশোধ করছে। পোস্টাল ক্যাশ কার্ডের মাধ্যমে বিভিন্ন ভাতা বিতরণের সাম্প্রতিক কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে স্থানীয় সরকার বিভাগ-এর CCT প্রকল্পের আওতায় ১৪,১২৭টি অতি দরিদ্র পরিবারকে প্রায় ১৪ কোটি টাকা ভাতা পরিশোধ কার্যক্রম চলমান
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়-এর EGPP প্রকল্পের মাধ্যমে ৯,৯৮৭ জন অতিদরিদ্রদের মাঝে প্রায় আট কোটি টাকা ভাতা প্রদান কার্যক্রম চলমান
- জাতিসংঘের FAO এর অর্থায়নে বন বিভাগের ২,২৫৩ জন সুবিধাভোগিকে প্রায় ৪ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ভাতা প্রদান করা হচ্ছে
- ইউএনডিপি'র অর্থায়নে SWAPNO প্রকল্পের মাধ্যমে ২১৬ জনকে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে
- সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ২৪,৮৭৩ জন বয়স্ক-প্রতিবন্ধী-বিধবাদের মাঝে প্রায় ১২ কোটি টাকা ভাতা বিতরণ চলমান রয়েছে
- স্থানীয় সরকার বিভাগের ISPP-JAWTNO প্রকল্পের আওতায় ৬ লক্ষ হতদরিদ্র গর্ভবতী ও সদ্যোজাত শিশু সন্তানের মায়েদের মাঝে ২,১০০ কোটি টাকা ভাতা প্রদান কর্মসূচি চলমান রয়েছে
- জার্মান রেডক্রস-এর অর্থায়নে ১,৭২২ জন দরিদ্র বন্যাদুর্গত ব্যক্তিদেরকে প্রায় ২.৩ কোটি টাকা ভাতা প্রদান করা হয়েছে।

(ট) ইলেক্ট্রনিক মানি অর্ডার সার্ভিস

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ বাংলা লিংক মোবাইল কোম্পানি লিমিটেড এর সাথে যৌথভাবে মোবাইল মানি অর্ডার সার্ভিস প্রবর্তন করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গত ২৬ মার্চ, ২০১০ খ্রিঃ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধনের মাধ্যমে এ সার্ভিসটির বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে সমগ্র দেশে ২৭৫০টি বিভিন্ন শ্রেণীর ডাকঘর যেমন সকল জিপিও, সকল প্রধান ডাকঘর, সকল উপজেলা ডাকঘর, গুরুত্বপূর্ণ উপ ডাকঘর এবং ১৩৮৯টি গ্রামীণ ডাকঘরে এই সার্ভিসটি চালু রয়েছে। উক্ত সার্ভিসটি ইতোমধ্যে জনসাধারণের নিকট হতে ব্যাপক সাড়া পেয়েছে উলেস্নখ্য ২০১১ সালে এই সার্ভিসটি জাতীয়ভাবে E- Finance ক্যাটাগরিতে চ্যাম্পিয়ন হয়ে National Digital Award লাভ করেছে। এই সার্ভিসের মাধ্যমে ডাক অধিদপ্তর শুরু থেকে ৮৩ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা নীট আয় করেছে।

২.৮.৬ ভবিষ্যত পরিকল্পনা

- দেশব্যাপী বিস্তৃত পোস্ট অফিসসমূহে এজন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু;
- বিশ্বমানের ডাক পরিসেবা প্রদানের লক্ষ্যে ডাক বিভাগের সামগ্রিক সংস্কার;
- ডাক জীবন বীমার আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ;
- দেশের ৬৪ জেলায় এবং বিভাগীয় শহরসমূহে একই মডেলের জেনারেল পোস্ট অফিস (জিপিও) স্থাপন;

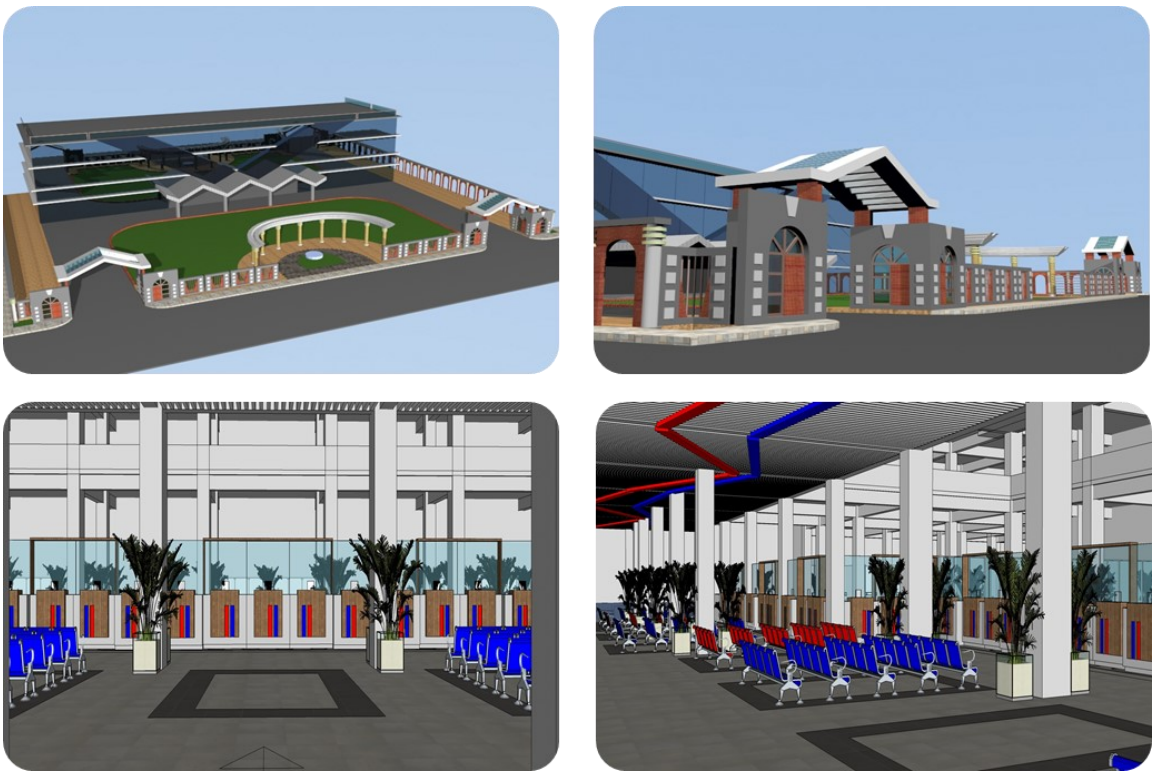

দেশের ৬৪ জেলায় এবং বিভাগীয় শহরসমূহের জন্য পরিকল্পিত একই মডেলের জেনারেল পোস্ট অফিস।

তথ্যসূত্রঃ ডাক অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক স্মারক ডাকটিকেট/ উদ্বোধনী খাম/ ডাটা কার্ড অবমুক্তকরণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২৬ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার মানিকদাহ হাউজিং প্রকল্পে একাদশ জাতীয় রোভার মুট, ২০১৭ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ডাক টিকেট অবমুক্ত করেন।

কাস্টমস দিবস, ২০১৭ উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক স্মারক ডাক টিকেট, উদ্বোধনী খাম ও ডাটা কার্ড অবমুক্তকরণ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের ৪৫ তম বিজয় দিবস উপলক্ষে স্মারক ডাক টিকিট ও খাম অবমুক্ত করেন।

মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ

২.৯ মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ

২০১০ সালে দি পোস্ট অফিস এ্যাক্ট, ১৮৯৮ এর ধারা ৪ এবং ধারা ৫৮ সংশোধনপূর্বক কুরিয়ার সার্ভিস ব্যবসা পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও কুরিয়ার সার্ভিস ব্যবসার জন্য লাইসেন্স প্রদানের জন্য লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ গঠনের বিধান সংযোজন করা হয়। এর প্রেক্ষিতে ২০১৩ সালে মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়।

২.৯.১ লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের আওতাধীন বিষয়সমূহ

- মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স ও এজেন্সি অনুমতিপত্র প্রদান;
- সরকার কর্তৃক নির্ধারিত লাইসেন্স ফিস, ক্ষতিপূরণ ফিস ও অন্যান্য ফিস আদায় ও আদায়ের পদ্ধতি নির্ধারণ;
- মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্র এবং অন্যান্য অধিকার নির্ধারণ;
- মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত সেবার মান নির্ধারণ, নীতিমালা প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণ;
- বিভিন্ন ধরনের বিরোধের ক্ষেত্রে মধ্যস্থতাকারী বা সালিশকারক হিসাবে দায়িত্ব পালন;
- লাইসেন্সের শর্ত ভঙ্গের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ ও আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- গ্রাহকের অভিযোগ নিষ্পত্তি ও গ্রাহক অভিযোগ সংরক্ষণ;
- মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানসমূহের যাবতীয় কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা, নৈতিকতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- আন্তর্জাতিকভাবে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়ন, ইন্টারন্যাশনাল সিভিল এভিয়েশন অর্গানাইজেশন, ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব ট্রাভেল এজেন্সিজ, ওয়ার্ল্ড কাস্টমস অর্গানাইজেশন, ওয়ারশ কনভেনশন, শুল্ক কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত নিয়মাবলী অনুসরণ এবং সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিতকল্পে তদারকির ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়নের নিয়মাবলী, আন্তর্জাতিক ডাক ও কুরিয়ার সার্ভিস সম্পর্কিত আধুনিক ধারণা, সেবার মানোন্নয়ন, ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার, সার্ভিস উন্নয়নে গবেষণা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে পরামর্শ প্রদান।

২.৯.২ প্রদত্ত লাইসেন্সসমূহ

এ যাবত মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মোট ১৪৭ টি লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে। এর মধ্যে ৬০ টি আন্তর্জাতিক, ৫৮ টি অভ্যন্তরীণ এবং অনবোর্ড ২৯ টি অপারেটর রয়েছে।

২.৯.৩ রাজস্ব প্রাপ্তি

অর্থ বৎসর	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭
রাজস্ব (হাজার টাকা)	৬৮,৩৫	৫০,১৭	৭৫,৩৫	১,১৯,৮৩

তথ্যসূত্রঃ মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ

তৃতীয় অধ্যায়

২০১৬-১৭ অর্থবছরে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের বাজেট বরাদ্দ, রাজস্ব ও ব্যয়

৩. অনুন্নয়ন বাজেট ২০১৬-১৭

২০১৬-১৭ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে এ বিভাগসহ দপ্তর/সংস্থার অনুকূলে ১০৪২,৪৮,৫৩,০০০ (এক হাজার বিয়াল্লিশ কোটি আটচল্লিশ লক্ষ তেপান্ন হাজার) টাকা বরাদ্দ ছিল। বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার অনুকূলে বরাদ্দের বিন্যাস ও প্রকৃত ব্যয় নিম্নরুপ:-

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে অনুন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় (অংকসমূহ হাজার টাকায়)

প্রতিষ্ঠান	বরাদ্দ	ব্যয়
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	৭,১৪,৩৫	৬,২৫,১৩
ডাক অধিদপ্তর	৮১৯,৫২,০০	৮৩৫,০১,৪৬
টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর	২১৫,৫২,১৮	১২৭,৩৫,৭১
মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ	৩০,০০	৩,১২
মোট	**১০৪২,৪৮,৫৩**	**৯৬৮,৬৫,৪২**

৩. অনুন্নয়ন বাজেট ২০১৬-১৭

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ও আদায় (অংকসমূহ হাজার টাকায়)

প্রতিষ্ঠান	লক্ষ্যমাত্রা	আদায়
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	৯২৫,৮১	১৬,৭৮
ডাক অধিদপ্তর	৩১৩,৭৩,৭০	৩৭০,০০,০০
টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর	২০,০০	১৬,৮৯
মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ	১,২০,০০	১,১৯,৮৩
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন	৪৬৮৪,৫০,৪২	৩৮৫২,৫৫,৬৩
বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিঃ	১৭,৩৭,৮৪	০
বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিঃ	৪০,৫৭,০৪	০
বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিঃ	৩,৯০,০০	০
টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড	৫,৭৮	০
মোট	**৪৬৮৪,৫০,০৫**	**৪২২৪,০৯,১৩**

৩.২ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের বিগত কয়েক বছরের রাজস্ব আয়

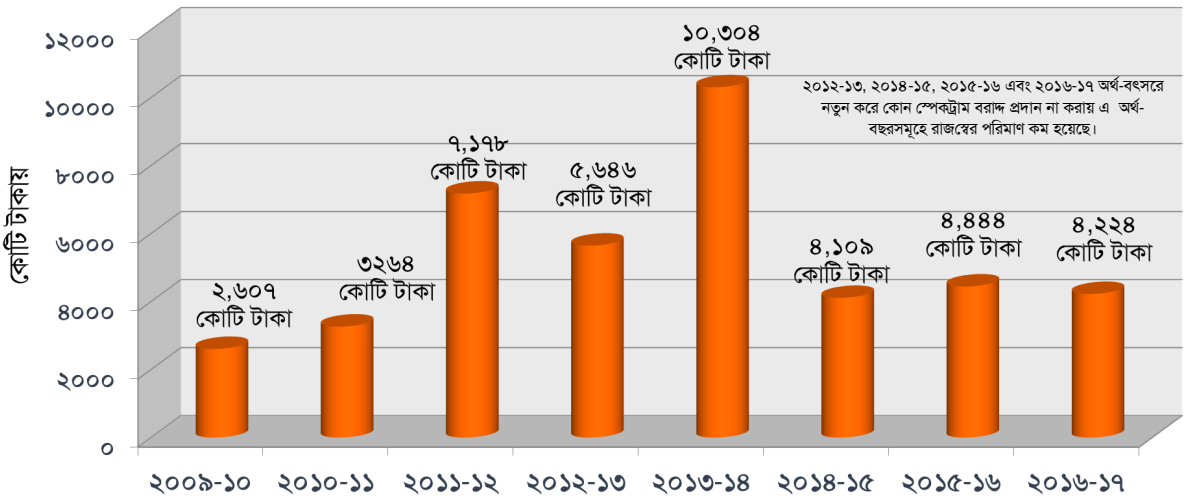

চতুর্থ অধ্যায়

একনজরে

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে গত আট বছরে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও অর্জন

এবং

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

৪.১ ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে গত আট বছরের কার্যক্রম ও অর্জন

(ক) অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও নতুন প্রযুক্তির অভিযোজন

- ২০১৭ এর মধ্যে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণের লক্ষ্যে গত ১১ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে স্যাটেলাইট প্রস্তুত, উৎক্ষেপণ ও গ্রাউন্ড স্টেশন স্থাপনের জন্য ফ্রান্সের Thales Alenia Space এর সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। বর্তমানে ফ্রান্সে স্যাটেলাইট
- স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (Space Partnership International) এর সাথে চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ প্রকল্পটি Tenderer's/ Bidder's Financing (Buyer's Credit) এর মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য গত ০৯/০৯/২০১৬ তারিখে HSBC France ও বিটিআরসি'র মধ্যে ১৫৭ মিলিয়ন মিলিয়ন ইউরো ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- গাজীপুর ও বেতবুনিয়াস্থ ০২ টি গ্রাউন্ড কন্ট্রোল স্টেশনের নকশা চূড়ান্ত করা হয়েছে। নকশা অনুযায়ী আর্থ ফিলিং, বাউন্ডারি ওয়াল এর কাজ শেষ পর্যায়ে, ৩ তলা মূল ভবনের ছাদ ঢালাই এর কাজ শেষ এবং ডরমিটরি বিল্ডিং ও ইউটিলিটি বিল্ডিং এর ফিনিসিং কাজ চলছে। গ্রাউন্ড কন্ট্রোল স্টেশনের যন্ত্রপাতিসমূহ installation এর কাজ শুরু হয়েছে।
- "১০০০টি ইউনিয়ন পরিষদে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প" ডিসেম্বর' ২০১৬ সালে সমাপ্ত হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৬৪টি জেলায় ১১৪টি উপজেলা হতে ১১০৪টি ইউনিয়নে প্রায় ৮০০০ কি:মি: অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে ইউনিয়ন পর্যায়ে বিভিন্ন সামরিক, বেসামরিক সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এ ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সুবিধা সম্প্রসারিত হয়েছে।
- 'উপজেলা পর্যায়ে অপটিক্যাল নেটওয়ার্ক উন্নয়ন' প্রকল্পের আওতায় ৬৪টি জেলার ৩৪৯টি উপজেলায় ৮৯০০ কিমি অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল স্থাপিত হবে। ইতোমধ্যে ৬০৬৫কি.মি অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল স্থাপন কাজ শেষ হয়েছে এবং ২০২ টি উপজেলায় যন্ত্রপাতি চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে দেশের প্রায় সকল উপজেলার জনগণ ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটসহ আধুনিক টেলিযোগাযোগ সুবিধা পাবে।
- ''টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়ন'' প্রকল্পের আওতায় Gigabit Passive optical Network (GPON), ভিত্তিক FTTx (Ofiice/home/building) System চালু করা হয়েছে।এর মাধ্যমে একই লাইনে Triple Play (Voice, Data and Video) সার্ভিস পাওয়া যাবে।
- সাবমেরিন ক্যাবল এর ব্যান্ডউইথ বহনের জন্য ঢাকা ও কক্সবাজারের মধ্যে বিটিসিএল ও পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি লিমিটেডের(প্রটেকশন) অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যমান ৪০জিবিপিএস ক্ষমতার বর্তমান অপটিক্যাল ফাইবার ট্রান্সমিশন লিংককে ২৪০ জিবিপিএস ক্ষমতায় রূপান্তর করা হয়েছে।
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ইনফো সরকার প্রকল্পের জন্য ৬টি বিভাগ হতে ঢাকা পর্যন্ত ৪.৪০৮ জিবিপিএস, জেলা হতে বিভাগ পর্যন্ত মোট ৫.৯২৮ জিবিপিএস ব্যান্ডউইথ প্রদানের কাজ প্রায় সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রতিটি উপজেলা হতে জেলা পর্যন্ত ৮ এমবিপিএস করে মোট ২৫৫টি উপজেলার জন্য ব্যান্ডউইথ প্রদানের কাজ চলমান আছে।
- দেশের দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল SEA-ME-WE-5 এর 'ক্যাবল ল্যান্ডিং স্টেশন' পটুয়াখালী জেলার কুয়াকাটায় স্থাপন করা হচ্ছে। ক্যাবল ল্যান্ডিং স্টেশনের মূল ভবন ও যন্ত্রপাতি স্থাপনের কাজ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। SEA-ME-WE-5 এর মূল ক্যাবলের সাথে দেশের সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। বিটিসিএল এর মাধ্যমে ঢাকা-কুয়াকাটা ব্যাকহল লিংক চালু করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই এ ক্যাবলের মাধ্যমে সেবা প্রদান শুরু হবে। SEA-ME-WE-5 এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ১,৫০০ জিবিপিএস ব্যান্ডউইডথ পাবে।
- ২০১২ সালে গ্রামীনফোন, রবি, বাংলালিংক এবং সিটিসেল এর টুজি লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে। নবায়নের সময় প্রতি মেগাহার্টজ তরঙ্গ ১৫০ কোটি টাকায় বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যা ইতঃপূর্বে বিনামূল্যে প্রদান করা হয়েছিল।

- ইতোমধ্যে দেশের ৬৪% জনগোষ্ঠী এর ৪৮% ভৌগলিক এলাকা 3G নেটওয়ার্কের আওতায় এসেছে।
- বিটিসিএল এবং ৬টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে International Terrestrial Cable (ITC) লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।
- জনগণের নিকট স্বল্পমূল্যে ইন্টারনেট সেবা পৌঁছানোর লক্ষ্যে বিটিসিএল, পিজিসিবি, রেলওয়ে এবং ২টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে Nationwide Telecommunication Transmission Network (NTTN) লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।
- প্রান্তিক পর্যায়ে ইন্টারনেট সেবা পৌঁছে দিতে বিদ্যমান দুইটি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি আরও দুইটি প্রতিষ্ঠানকে Broadband Wireless Access (BWA) লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।
- টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের জন্য সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে বিভিন্ন প্রকারের ১৭৩০টি লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে।
- Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) কর্তৃক গত ০৪ অক্টোবর ২০১৬ ডট বাংলা ('.বাংলা' .xn--54b7fta0cc) IDN ccTLD বাংলাদেশের অনুকূলে চূড়ান্ত বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে '.বাংলা' ডোমেইনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করেন। '.বাংলা' ডোমেইন চালুর ফলে বাংলাদেশ এবং বিশ্বের বাংলা ভাষাভাষী মানুষ বাংলা ভাষায় ইন্টারনেটে প্রবেশ ও ব্যবহার করতে পারবে। এর ফলে ইন্টারনেটে বাংলা ভাষার ব্যবহার বৃদ্ধিসহ বাংলা কনটেন্ট তৈরি উৎসাহিত হবে। এছাড়া ডট বাংলা '.বাংলা' ডোমেইন সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

৪.২ টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ

- SIM নিবন্ধনে গ্রাহকগণের জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্য যাচাই এর জন্য গত ০৩ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে দেশের ছয়টি মোবাইল সেবা প্রদানকারী অপারেটর নির্বাচন কমিশনের সাথে দ্বিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।
- গত ১৬ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে সারা দেশে আনুষ্ঠানিকভাবে বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে জাতীয় পরিচয়পত্রের সাথে যাচাইপূর্বক SIM/RUIM নিবন্ধন/ পুনঃনিবন্ধন চালু হয়েছে। এজন্য সারাদেশে সকল মোবাইল অপারেটর প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার বায়োমেট্রিক ডিভাইস স্থাপন করে। এক্ষেত্রে গ্রাহকগণের আঙ্গুলের ছাপ সংরক্ষণ না করেই NID এর তথ্যের সাথে যাচাইপূর্বক পুনঃনিবন্ধন কার্যক্রম ৩১ মে ২০১৬ তারিখ সময়সীমার ভেতরে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রায় ১১ কোটি ৬০ লক্ষ SIM/RUIM এর বায়োমেট্রিক পুনঃ নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে। এর ফলে মোবাইল ফোনে হুমকি, চাঁদাবাজি, জঙ্গি অর্থায়ন ইত্যাদি অপরাধমূলক কর্মকান্ড বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক কলের অবৈধ টার্মিনেশন হ্রাস পাওয়ার ফলে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে।
- IIG এবং ISP পর্যায়ে লাইসেন্সিং গাইডলাইন অনুসারে Lawful Interception এবং নজরদারি জোরদারকরণে বিটিআরসি-কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- Cyber space এবং Internet ভিত্তিক সাইবার ক্রাইম পর্যবেক্ষণ ও অপরাধ প্রতিহতসহ সকল প্রকার তথ্য/নিরাপত্তা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে ''Cyber Threat Detection and Response '' শীর্ষক প্রকল্প ECNEC কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
- অনলাইনে পর্নোগ্রাফি রোধে ইতোমধ্যে ৬০০ টি ওয়েবসাইট বন্ধ করা হয়েছে। এ বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে বিটিআরসি, অপারেটর এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটি কাজ করছে।
- সামাজিক নেটওয়ার্কিং সাইটসমূহে সমাজ ও দেশ বিরোধী প্রচারণা রোধে মনিটরিং ও প্রতিহতকরণের লক্ষ্যে ফেসবুক, গুগল, মাইক্রোসফট এবং অন্যান্য অনলাইন মাধ্যমসমূহের কর্তৃপক্ষের সাথে সমঝোতার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৪.৩ সাশ্রয়ী ও উন্নত মানের সেবা নিশ্চিতকরণ

- বাংলাদেশে মোবাইল ফোনের অনুমোদিত কলরেট সর্বনিম্ন ০.২৫ টাকা হতে সর্বোচ্চ ২.০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। বিভিন্ন প্যাকেজের গড় কলরেট বর্তমানে ০.৮৩ টাকা। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে ২০০১ সালে গড় কলরেট ছিল ৯.৬০ টাকা যা গত দশ বছরে প্রায় ৮.৭৭ টাকা কমেছে। এছাড়া সর্বোচ্চ ১০ সেকেন্ড পালস চালু করায় মোবাইল গ্রাহকরা সাশ্রয়ী মূল্যে কথা বলতে পারছে।
- টেলিযোগাযোগ সেবার মান উন্নয়নের জন্য কল ড্রপ রোধ, নেটওয়ার্কের মান বৃদ্ধি, বিটিআরসির QoS সংক্রান্ত নির্দেশনা মেনে চলা, গ্রাহক কর্তৃক অবাঞ্ছিত প্যাকেজ বন্ধকরণ , কপিরাইট লঙ্ঘন রোধ ইত্যাদি বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। কল ড্রপের ক্ষেত্রে কল মিনিট ফেরত প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- সর্বাধিক সাশ্রয়ী মূল্যে গ্রাহক পর্যায়ে প্রতি এমবিপিএস গতির ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথের মাসিক চার্জ ২৭,০০০ টাকা হতে কমিয়ে ৫৬২ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
- IP Transit এর ক্ষেত্রে হ্রাসকৃত মূল্য ১লা সেপ্টেম্বর ২০১৫ হতে কার্যকর করা হয়েছে। বর্তমানে IIG পর্যায়ে প্রতি এমবিপিএস এর সর্বনিম্ন মূল্য ৪০০ টাকা।

৪.৪ টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ও সেবার আওতা বৃদ্ধি

- মোবাইল গ্রাহক সংখ্যা ২০০৮ সালের ৪.৬ কোটি হতে বৃদ্ধি পেয়ে ফেব্রুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত প্রায় ১২.৯৫৮ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। এ সময়ে বাংলাদেশে টেলিডেনসিটি ৮০.৫৩% যা ২০০৮ সালে ৩৪.৫% ছিল।
- ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা ২০০৮ সালের মাত্র ৪০ লক্ষ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ফেব্রুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত প্রায় ৬.৭২৪ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত বাংলাদেশে ইন্টারনেট ডেনসিটি-৪১.৫২% যা ২০০৮ সালে ২.৬৭% ছিল।
- ২০০৮ সালে বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক ব্যান্ডউইডথ ব্যবহারের পরিমাণ ছিল মাত্র ৭.৫ জিবিপিএস যা বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে প্রায় ৪০০ জিবিপিএস এ উন্নীত হয়েছে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২৫ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে গণভবনে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে লালমনিরহাটের দহগ্রাম ও আঙ্গারপোতায় গ্রামীণফোন কর্তৃক স্থাপিত 3G নেটওয়ার্ক উদ্বোধন করেন।

৪.৫ টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি উৎপাদনে দেশীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি

- বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প সংস্থা ২০১২ সাল থেকে দেশে অপটিক্যাল ফাইবার উৎপাদন শুরু করেছে। স্থাপিত অত্যাধুনিক প্রযুক্তির অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্টের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রায় ৩.০০কোটি টাকা ব্যয়ে একটি নতুন "Sheathing Line Machine"স্থাপন করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প সংস্থা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে HDPE Silicon Duct প্ল্যান্ট স্থাপনপূর্বক উৎপাদন শুরু করেছে।
- টেশিস উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন Core i5এবং Core i7 প্রসেসর সমৃদ্ধ দোয়েল ল্যাপটপ সংযোজন করে বাজারজাত করছে। টেশিস কর্তৃক উৎপাদিত ল্যাপটপে আধুনিক ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী মাদারবোর্ড ব্যবহার করা হচ্ছে এবং ব্যাটারির ব্যাকআপ ক্ষমতা উন্নীত করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিঃ দেশীয় চাহিদা বিবেচনায় HDPE Silicone Duct তৈরির জন্য প্রায় ১.৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে মেশিন স্থাপন করেছে যা সেপ্টেম্বর'১৬ হতে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করেছে।
- টেশিস এর সাথে অংশীদারিত্বে 'OK মোবাইল' কর্তৃক মোবাইল টেলিফোন সেট সংযোজন ও বিপণন শুরু করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শিশু উপযোগী পাঠ্য বইসহ শিক্ষামূলক অ্যাপ্লিকেশন ও কন্টেটসহ 'স্বদেশ ট্যাব'ও এ প্রতিষ্ঠান সংযোজন ও বিপণন করছে।

৪.৬ টেলিযোগাযোগ সেবা খাতের উন্নয়ন ও অবৈধ কার্যক্রম রোধ

- অবৈধ ভিওআইপি কল রোধে ২০০৭ সাল হতে এ পর্যন্ত মোট ৩৬২টি অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। এর মধ্যে ২০১৪ সালে ৯৫টি এবং ২০১৫ সালে ৪১টি, ২০১৬ সালে ১৮ টি এবং মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত ০৪ টি অভিযান পরিচালিত হয়েছে;
- ভিওআইপি অভিযান পরিচালনা কালে এ পর্যন্ত মোট ৩,৩৯,৯৫৪ টি সিম জব্দ করা হয়েছে ;
- ভুয়া রেজিস্ট্রেশন বন্ধ এবং অবৈধ SIM Box ব্যবহারকারীদের নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে সকল মোবাইল অপারেটরদের সমন্বয়ে বিটিআরসিতে SIM Box detection System স্থাপন করা হয়েছে। SIM Box ডিটেকশন সিস্টেমের মাধ্যম ১৭,৫২,৫১২ টি সিম সনাক্ত করে বন্ধ করা হয়েছে ;
- Self-Regulations পদ্ধতি একটি software based technological system। উক্ত পদ্ধতি কার্যকরের ফলে অবৈধ ভিওআইপি রোধকল্পে SIM/RUIM এর ব্যবহার নিরুৎসাহিত হচ্ছে। Self-Regulations এর মাধ্যমে ১,২৬,২০,৭৯৮ টি সিম সনাক্ত করে বন্ধ করা হয়েছে ;
- অবৈধ ভিওআইপি কার্যক্রম রোধকল্পে Bi-Lateral connectivity সমূহ বিচ্ছিন্নকরণ, ISP ও IIG Bandwidth নিয়মিত পর্যালোচনা করা, আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ কল টার্মিনেশনের চার্জ সমন্বয় এবং VSAT এর ব্যবহার সীমিতকরণ করা হয়েছে। অবৈধ ভিওআইপি রোধকল্পে উপরোক্ত কর্মকান্ডের ফলে ও বিটিআরসি'র কঠোর নজরদারির কারণে সরকারের রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কলরেট এর নিম্নে যাতে কোন Operator / IGW বৈদেশিক কল আদান-প্রদান করতে না পারে, সেলক্ষ্যে সকল IGW অপারেটরদেরকে মাসিক ভিত্তিতে তাদের ব্যাংক হিসাব বিবরণী (Local & F.C (Foreign Currency account) তথ্যাদি বিটিআরসিতে দাখিলের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- অবৈধ টার্মিনেশনে ব্যবহৃত SIM/RUIM এর সংখ্যার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট অপারেটরকে জরিমানা করার জন্য ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ হতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- নকল ও অবৈধভাবে আমদানিকৃত মোবাইল সেট বাজারজাতকরণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে বিটিআরসি কর্তৃক র‍্যাব এর সহায়তায় বেশ কয়েকটি অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। অবৈধ মোবাইল সেট বিক্রয় বন্ধকরণে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।
- Caller ID Spoofing রোধে সকল অপারেটরে প্রয়োজনীয় সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।
- বিটিআরসি কর্তৃক গঠিত বাংলাদেশ কম্পিউটার সিকিউরিটি ইন্সিডেন্ট রেসপন্স টিম (BD-CSIRT) গঠন করা হয়েছে এবং এর দক্ষতা বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

৪.৭ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন মোবাইল সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান 'টেলিটক' এর উন্নয়ন

- গত ৮ মার্চ ২০১৬ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন লোগোসহ টেলিটক এর রি-ব্র্যান্ডিং এর কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।
- টেলিটক বাংলাদেশ লিঃ সারাদেশে প্রায় ২১০০টি বিটিএস এর মাধ্যমে ২৫টি দুর্গম পার্বত্য উপজেলা সহ মোট ৪৮০টি উপজেলায় টেলিটক এর নেটওয়ার্ক বিস্তৃত করেছে। উল্লেখ্য যে, "৩-জি প্রযুক্তি চালুকরণ এবং ২.৫-জি নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ" শীর্ষক প্রকল্পটির কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে যার মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক সুবিধা দেশের সমস্ত ইউনিয়ন পর্যায়ে এবং গুরুত্বপূর্ণ গ্রোথ সেন্টারে বিস্তৃত করা সম্ভব হয়েছে।
- ডিলার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (DMS) ইতোমধ্যে টেলিটকের ৬০% ডিস্ট্রিবিউশন ব্যবস্থায় Install করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ডিস্ট্রিবিউশন ব্যবস্থায় দ্রুততম সময়ে এটি চালু করা হবে।
- টেলিটকের কানেকটিভিটি ব্যবহার করে রূপালী ব্যাংক প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপবৃত্তির টাকা শিক্ষার্থীদের মায়েদের হাতে পৌঁছে দিচ্ছে। চালু হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত ১৫,০০,০০ জন কে সেবা প্রদান করা হয়েছে।

- গত দেড় বছরে কাস্টমার কেয়ার এর সংখ্যা ৭০ টি হতে ৯৬ টি তে উন্নীত করা হয়েছে এবং রিটেইলার এর সংখ্যা ৩৬,০০০ হতে ৫৬,০০০ এ উন্নীত করা হয়েছে।
- টেলিটক দুর্গম পার্বত্য এলাকায় নেটওয়ার্ক স্থাপনের সরকারের ভিশন বাস্তবায়নের জন্য গুরুত্বের সাথে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ফলে অল্প সময়ের মধ্যে টেলিটক ৩টি পার্বত্য জেলায় ২৫টি উপজেলায় সবকটিতেই নেটওয়ার্ক চালু করতে সক্ষম হয়। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে পার্বত্য এলাকায় ৮০% গ্রাহক টেলিটক মোবাইল ব্যবহার করছে, যা পার্বত্য অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধনে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।
- এসএসসি, এইচএসসি/সমমান সকল বোর্ড, প্রাথমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক সমাপনী পরীক্ষা, সকল মেডিক্যাল ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশে টেলিটক সহায়তা প্রদান করছে।
- টেলিটক ১০টি শিক্ষাবোর্ডের অফিসিয়াল ওয়েব-সাইট হোস্ট করেছে। যার মাধ্যমে দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণ উপকৃত হচ্ছে।
- কমিউনিটি ক্লিনিক এর সেবার বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রেকর্ডকৃত ভয়েস গ্রাম পর্যায়ে প্রায় ৩ (তিন) কোটি গ্রাহকের কাছে BOD (Outbound Dialer) কলের মাধ্যমে পৌঁছে দেয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে সাধারণ জনগণ কমিউনিটি ক্লিনিক সম্পর্কে জানতে পারেন এবং কমিউনিটি ক্লিনিক হতে চিকিৎসা গ্রহণের জন্য উৎসাহিত হন।
- Cell Broadcast- এর মাধ্যমে সিরাজগঞ্জ এবং কক্সবাজার জেলায় Disaster Management Bureau-এর পাইলট প্রকল্পের আওতায় দুর্যোগের আগাম বার্তা প্রচার করা হয়। এই আগাম বার্তা পেয়ে মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যেতে পেরেছে এবং প্রাণহানির আশংকা অনেকাংশে কমে গেছে।
- SMS এর মাধ্যমে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ, SMS ভোটিং, SMS এর মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর কার্যক্রম পরিচালনা ও সেবা প্রদান করে আসছে। দেশের সকল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য স্বল্পমূল্যে ডাটা ও ভয়েস কলের জন্য বর্ণমালা নামক বিশেষ প্যাকেজ চালু করা হয়েছে।

৪.৮ ডাক সেবার আধুনিকায়ন ও তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে সেবার বিস্তৃতিকরণ

- ‘পোস্ট ই-সেন্টার ফর রুরাল কমিউনিটি’ শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে সারা দেশে ৫০০টি উপজেলা ও সাব পোস্টঅফিস এবং ৮,০০০ টি গ্রামীণ অবিভাগীয় শাখা ডাকঘরকে পোস্ট ই-সেন্টারে রূপান্তরের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের অগ্রগতি ১০০%। প্রকল্পটি জুন’২০১৭ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত রয়েছে।
- পোস্ট অফিসের মাধ্যমে মোবাইল মানি অর্ডার সার্ভিস প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে সমগ্র দেশে ৮,৫০০ টি বিভিন্ন শ্রেণীর ডাকঘরে (সকল জেলার প্রধান ডাকঘর, সকল উপজেলা ডাকঘর ও নির্বাচিত কিছু ডাকঘরে) এ সার্ভিসটি চালু আছে।
- হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, ঢাকা এর এয়ারপোর্ট সর্টিং অফিসে ডাক ব্যাগ সঠিক সময়ে চলাচল ও সময় নিয়ন্ত্রণের জন্য গ্লোবাল মনিটরিং সিস্টেম (জিএমএস) চালু করা হয়েছে।
- ক্যাশ কার্ডের বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। কিউ ক্যাশ নেটওয়ার্কের আওতাধীন ২৬ টি ব্যাংকের ১,৪০০ টি এটিএম বুথে পোস্টাল ক্যাশ কার্ড সেবা চালু করা হয়েছে। দেশের সকল জেলা/উপজেলা পোস্ট অফিসসহ বিভাগীয় গুরুত্বপূর্ণ সাব পোস্ট অফিস সমূহের ৮,৫০০ টি অফিসে পিওএস (POS) মেশিন এর মাধ্যমে পোস্টাল ক্যাশ কার্ড সেবা চালু আছে।
- সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত “অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী (ইজিপিপি)” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৬,০০৪ জন উপকারভোগীকে মোট ৪ কোটি ২৫ লক্ষ ৯ শত টাকা পোস্টাল ক্যাশ-কার্ডের মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে।

- স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে পরিচালিত পোস্টাল ক্যাশ-কার্ডের মাধ্যমে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের পুষ্টি ও শিক্ষা নিশ্চিতকরণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মোট ১৪ হাজার ১২৭ জন সুবিধাভোগী পরিবারকে পোস্টাল ক্যাশ-কার্ডের মাধ্যমে ১৩ কোটি ৭১ লক্ষ ৭ হাজার ২৭০ টাকা প্রদান করা হয়েছে।
- বর্তমানে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে পোস্টাল ক্যাশ-কার্ডের মাধ্যমে ৬,৬৩৮ জন সুবিধাভোগীকে বয়স্ক ভাতা ও ১,২৪৯ জন সুবিধাভোগীকে প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।
- Food and Agriculture Organization (FAO) এর অর্থায়নে ২,১৭১ জন প্রান্তিক কৃষককে পোস্টাল ক্যাশ-কার্ডের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদানের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
- স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে Income Support Program for the Poorest (ISPP) প্রকল্পের অধীনে পোস্ট ই-সেন্টারের মাধ্যমে ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুর, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা জেলার প্রায় ৬ লক্ষ উপকারভোগীর ভাতা বিতরণের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের সাথে ডাক বিভাগের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ISPP প্রকল্পের উপর ডাক অধিদপ্তর কর্তৃক একটি পাইলট প্রকল্প সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।
- মেইল ও ক্যাশ পরিবহনের জন্য ১১৮ টি মেইল গাড়ী এবং এবং ৩৩ টি গ্যারেজ নির্মাণের জন্য "ডাক পরিবহন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ শীর্ষক প্রকল্পটি গত ১৫-০৯-২০১৫ তারিখে ECNEC সভায় অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে পার্সেল ও লজিস্টিক পরিবহন সেবা প্রবর্তনের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ আয় হবে এবং দ্রুত ও নিরাপদে ডাক সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে।
- গত ৯ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে ১৯ টি গাড়ী চালু করা হয়েছে। এসকল গাড়ীর চালক হিসাবে ২০% নারীকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।
- গ্রামীণ ডাকঘরগুলিতে ই-সেন্টার স্থাপনের জন্য "তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর গ্রামীণ ডাকঘর নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১০৬ টি তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর গ্রামীণ ডাকঘর নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া ৯৫টি ডাকঘরের কাউন্টার সার্ভিসসমূহ অটোমেশন করা হয়েছে।
- ডাক অধিদপ্তর ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় পণ্য পরিবহনের নতুন সেবা 'পোস্ট ই-কমার্স সার্ভিস' চালু করেছে। ই-কমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের সাথে পরীক্ষামূলকভাবে ঢাকায় এই প্রকল্পটি চালু করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ঢাকার ১১টি সাব পোস্ট অফিস থেকে পণ্য গ্রহণ ও ২১টি সাব পোস্ট অফিস থেকে পণ্য বিতরণ করা হবে।

৪.৯ প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন

- টেলিযোগাযোগ খাতে দক্ষ জনবল সৃষ্টি এবং সরকারকে নীতিনির্ধারণ ও বাস্তবায়নে সহায়তার জন্য ২৪ জুন ২০১৫ তারিখে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর সৃজন করা হয়েছে।
- দেশে বেসরকারি খাতের মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানসমূহকে লাইসেন্স প্রদান ও নিয়ন্ত্রণের জন্য ২০১৩ সালে মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়েছে।

৪.১০ আন্তর্জাতিক যোগাযোগ

- ২০১০ সালে মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (আইটিইউ) কাউন্সিল নির্বাচনে প্রথম বারের মত বাংলাদেশ সদস্যপদ অর্জন করে। ২০১৪ সালে কোরিয়া প্রজাতন্ত্রে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল সভায় বাংলাদেশ দ্বিতীয় মেয়াদে আইটিইউ'র কাউন্সিল নির্বাচনে (২০১৫-২০১৮) কাউন্সিল সদস্য দেশ হিসেবে পুনঃনির্বাচিত হয়েছে। বাংলাদেশ দ্বিতীয় মেয়াদে (২০১৫-২০১৮) কাউন্সিল সদস্য দেশ হিসেবে পুনঃনির্বাচিত হয়।
- বাংলাদেশ ২০১৪ সালে ঢাকায় Commonwealth Telecommunications Organisation এর Cyber security and Safety বিষয়ক Forum এর আয়োজন করেছে।

- বাংলাদেশ ২০১৬ এর অক্টোবরে ঢাকায় South Asian Telecommunication Regulator's Council (SATRC) এর ১৭ তম সভার আয়োজন করেছে।
- বাংলাদেশ গত ০৬ অক্টোবর তুরস্কের ইস্তানবুলে Postal Congress, 2016-এ অনুষ্ঠিত Postal Operations Council (POC) এর সদস্য পদে নির্বাচনে জয়লাভ করেছে।

৪.১১ আইন / বিধি / নীতিমালা/ গাইডলাইন প্রণয়ন এবং/অথবা সংশোধন

- জাতীয় ব্রডব্যান্ড নীতিমালায় ব্রডব্যান্ডের সংজ্ঞা ১ এমবিপিএস এর স্থলে ৫ এমবিপিএস নির্ধারণ করা হয়েছে।
- মোবাইল নাম্বার পোর্টাবিলিটি সংক্রান্ত লাইসেন্সিং গাইডলাইন চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়েছে। অতি শীঘ্রই লাইসেন্সের নিলাম অনুষ্ঠিত হবে।
- খসড়া জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালা-২০১৬ গত ২৭ জুন ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে কতিপয় বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সাপেক্ষে অনুমোদন করা হয়েছে। মন্ত্রিসভার পর্যবেক্ষণের প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় সংশোধনীসহ লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণের কাজ চলমান।

৪.২ ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে আগামীর পরিকল্পনা

- একটি নিরবচ্ছিন্ন ও উন্নত টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য ডিসেম্বর ২০১৭ এর মধ্যে মহাকাশে বাংলাদেশের নিজস্ব স্যাটেলাইট "বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১" উৎক্ষেপণ।
- গ্রাহক সেবার মানোন্নয়নের জন্য গ্রাহকের ফোন নাম্বার সুরক্ষার লক্ষ্যে Mobile Number Portability (MNP) লাইসেন্স প্রদান।
- Cyber space এবং Internet ভিত্তিক সাইবার ক্রাইম পর্যবেক্ষণ ও অপরাধ প্রতিহতসহ সকল প্রকার তথ্য/নিরাপত্তা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে ''Cyber Threat Detection and Response '' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন।
- 2G এবং 3G ব্যান্ডের অবরাদ্দকৃত স্পেকট্রামের নিলাম।
- ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি যথা LTE/4G এর জন্য যথোপযুক্ত ব্যান্ডের তরঙ্গ নিলাম এবং লাইসেন্স প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- "ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য ওয়্যারলেস ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক স্থাপন (4G, LTE)" প্রকল্পের আওতায় সকল মেট্রোপলিটন শহর, জেলা শহর, উপজেলা ও গ্রোথ সেন্টার গুলোতে eNodeB, ৩০০ কি:মি: অপটিক্যাল ফাইবার এবং eNodeB সমূহের আন্তঃ সংযোগের জন্য দেশব্যাপী ট্রান্সমিশন যন্ত্রপাতি স্থাপন।
- বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেড অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল প্লান্টের জন্য নতুন ১টি S-Z Stranding Line Machine স্থাপনপূর্বক প্লান্টের উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ।উৎপাদন বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে Electrical Overhead Conductor, Service Drop Cable & Bare/ Insulated Wire Manufacturing Plant স্থাপনপূর্বক এর উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ।
- টেলিটক কর্তৃক ইউনিয়ন পর্যায়ে 3G নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ।
- বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেড FTTH এর জন্য ড্রপ ফাইবার ক্যাবল তৈরির প্লান্ট স্থাপন, Pigtail ও Patch Cord তৈরি।
- গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত ওয়্যারলেস ব্রডব্যান্ড নিশ্চিত করা।

- দেশের সকল ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত অপটিক্যাল ফাইবার ভিত্তিক ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট বিস্তার।
- স্যাটেলাইট সেবার সুষ্ঠু প্রয়োগের মাধ্যমে চরাঞ্চল, উপকূলীয়, পাহাড়ি এবং দুর্গম অঞ্চলসমূহে কার্যকর যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
- দেশে ই-কমার্সের বিকাশের জন্য সুষ্ঠু আইনি, নিয়ন্ত্রণমূলক এবং প্রযুক্তি ভিত্তিক কাঠামো গড়ে তোলা।
- Digital Financial Service এর প্রসার নিশ্চিত করা।
- সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে প্রাতিষ্ঠানিক, আইনি এবং কারিগরি কাঠামো গড়ে তোলা।
- স্যাটেলাইট ল্যান্ডিং রাইটস গাইডলাইন/নির্দেশিকা প্রণয়ন করা।
- Digital Broadcasting এ Switchover এর মাধ্যমে বিদ্যমান চ্যানেলসমূহকে পূর্ণরূপে ডিজিটাল করা।
- টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতে দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো স্থাপন।
- ‘‘তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর গ্রামীণ ডাকঘর নির্মাণ’’ প্রকল্পের আওতায় ২,৯৫৫টি ডাকঘরকে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর গ্রামীণ ডাকঘরে রূপান্তরকরণ।
- ‘‘পোস্ট-ই-সেন্টার ফর রুরাল কমিউনিটি’’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৯,৬২৯টি পোস্ট অফিসকে ই-সেন্টারে রূপান্তরকরণ।

পঞ্চম অধ্যায়

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

৫.১ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের প্রকল্প বাস্তবায়ন সার-সংক্ষেপ

মোট প্রকল্প সংখ্যা	১৮ টি (চলমান প্রকল্প ১২টি এবং অননুমোদিত বরাদ্দবিহীন প্রকল্প ০৬টি)
২০১৬-১৭ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ	১৪০৪,২৭.০০ লক্ষ টাকা
বরাদ্দের বিপরীতে জুন-২০১৬ পর্যন্ত ব্যয়ের পরিমাণ	২২০৬.৮৪ (১১৭.৩৪%)

৫.২ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে এডিপিভুক্ত চলমান প্রকল্প

(ক) বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশনস কোম্পানি লিমিটেড

লক্ষ টাকায়

প্রকল্পের নাম (প্রকল্প মেয়াদ)	প্রাক্কলিত ব্যয় (প্রকল্প সাহায্য)	২০১৬-২০১৭ সালের আরএডিপি বরাদ্দ	২০১৬-১৭ সালের বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয় (%)
১০০০টি ইউনিয়ন পরিষদে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল নেটওয়ার্ক উন্নয়ন(সংশোধিত) (জানুয়ারী'১২- ডিসেম্বর'১৬)	৬৭৯৮৭.০০ (--)	৩৫৮৭.০০ (--)	৩৫৮৬.৬৯ (৯৯.৯৯%)
উপজেলা পর্যায়ে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল নেটওয়ার্ক উন্নয়ন (সংশোধিত) (জুলাই,২০১৩-ডিসেম্বর,২০১৭)	৫৯০৬১.৭৫ (--)	২১০৯৭.০০ (--)	২০৩২৬.৫০ (৯৬.৩৫%)
ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য ওয়্যারলেস ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক স্থাপন'' শীর্ষক প্রকল্প। (মার্চ,২০১৪-জুন,২০১৮)	৯৫৬৮৪.২৪ (৬১২১৫.০০)	৫৮২০৪.০০ (৪১২০৪.০০)	১১২৯৮.৮৯ (৩৯২.৩৫) (১৯.৪১%)
ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য এনজিএন ভিত্তিক টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক স্থাপন'' শীর্ষক প্রকল্প। (মার্চ,২০১৪-জুন,২০১৭)	১৮৬১১৫.০০ (১৪৫৩২১.০০)	১.০০ (--)	--

(খ) বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেড

লক্ষ টাকায়

প্রকল্পের নাম (প্রকল্প মেয়াদ)	প্রাক্কলিত ব্যয় (প্রকল্প সাহায্য)	২০১৬-২০১৭ সালের আরএডিপি বরাদ্দ	২০১৬-১৭ সালের বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয় (%)
আঞ্চালিক সাবমেরিন টেলিযোগাযোগ প্রকল্প, বাংলাদেশ (সংশোধিত)। (জুলাই'২০১৪- জুন'২০১৮)	৬৬০৬৪.৩৪ (৩৫২০০.০০) (*নিজস্ব অর্থ ১৪২৬৪.৩৪)	১২৫৩৫.০০ (৯৯৩৫.০০)	৭০১১.১৯ (৪৪১১.১৯) (৫৫.৯৩%)

(গ) ডাক অধিদপ্তর

লক্ষ টাকায়

প্রকল্পের নাম (প্রকল্প মেয়াদ)	প্রাক্কলিত ব্যয় (প্রকল্প সাহায্য)	২০১৬-২০১৭ সালের আরএডিপি বরাদ্দ	২০১৬-১৭ সালের বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয় (%)
বাংলাদেশ ডাক বিভাগের কার্যপ্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়করণ (সংশোধিত)(জুলাই, ০৮-জুন'১৭)	৫০৫৯.০০ (--)	১২০৭.০০ (--)	১০৬০.১৫ (৮৭.৪৩%)
তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর গ্রামীণ ডাকঘর নির্মান (সংশোধিত) (জুলাই'১১- জুন'১৭)	১২২৯৫.৬০ (--)	৮৪০০.০০ (--)	৬৩৯৯.৬৩ (৭৬.১৯%)
পোস্ট-ই সেন্টার ফর রুরাল কমিউনিটি(সংশোধিত) (জানুয়ারী'১২- জুন'১৭)	৫৪০৯৪.২৪ (--)	২৩৭০০.০০ (--)	২৩৫৩৩.৬৭ (৯৯.৩০%)
বাংলাদেশ ডাক অধিদপ্তরের সদর দপ্তর নির্মাণ প্রকল্প। (জুলাই'১৪- জুন'১৮)	৫৪৭২.০০ (--)	৩১৯৫.০০ (--)	৩১৮৩.৭২ (৯৯.৬৫%)
ডাক পরিবহণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ জানুয়ারি'১৫- জুন'২০১৮	৭৮৩২.৯৪ (--)	৬৪৭০.০০ (--)	৬১৪০.৯৯ (৯৪.৯১%)
বাংলাদেশ ডাক অধিদপ্তরের অধীনস্থ জরাজীর্ণ ডাকঘরসমূহের নির্মাণ/পুনর্বাসন (২য় পর্যায়) জানুয়ারি'১৭- ডিসেম্বর'২০১৮	৪৮০০.০০ (--)	৬০০.০০ (--)	৫৮৪.৬৫ (৯৭.৪৪%)

(ঘ) বাংলাদেশ টেলিযোগযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

লক্ষ টাকায়

প্রকল্পের নাম (প্রকল্প মেয়াদ)	প্রাক্কলিত ব্যয় (প্রকল্প সাহায্য)	২০১৬-২০১৭ সালের আরএডিপি বরাদ্দ	২০১৬-১৭ সালের বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয় (%)
কমুনিকেশন ও ব্রডকাস্টিং স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের প্রস্তুতিমূলক ও তত্বাবধায়ক কার্যাদি (সংশোধিত) (জুলাই'১১- জুন'১৮)	১৪৬৪২.০০ (নিজস্ব অর্থায়নে)	১৯৩২.০০ (নিজস্ব অর্থ)	১২২০.৬৩ (নিজস্ব অর্থ) (৯৪.১৬%)
বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ প্রকল্প (জুলাই'১৪- জুন'১৮)	২৯৬৭৯৫.৭৭ (১৬৫২৪৪.৪২ বিডার্স ফাইনান্সিং)	৪৭১৪৩.০০	১৩৬৩৩৭.৭৩ (২৮৯.২০%)

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ প্রকল্পের সর্বশেষ বাস্তবায়ন অগ্রগতি

৫.৩ বঙ্গাবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের কার্যক্রম

- Thales Alenia Space এর Cannes এবং Toulouse এর ফ্যাসিলিটিতে 'বঙ্গাবন্ধু স্যাটেলাইট-১' এর নির্মান কাজ চলছে। এ স্যাটেলাইটের প্রধান দু'টি মডিউল যথা কমিউনিকেশন ও সার্ভিস মডিউল একীভূতকরণ (Mating) এর কাজ গত ১৮ মে ২০১৭ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে।
- স্যাটেলাইটের গুরুত্বপূর্ণ দু'টি অংশ সোলার এরে এবং এন্টেনাসমূহ তৈরীর কাজ শেষ। এখন Cannes ফ্যাসিলিটিতে Assembly Integration and Testing (AIT) কার্যক্রম চলছে।
- গত ২২-২৪ মে ২০১৭ তারিখ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয় সরেজমিনে Thales এর Cannes ফ্যাসিলিটিতে বঙ্গাবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর নির্মান কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেছেন। জুন-২০১৭ পর্যন্ত বঙ্গাবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর ৮৫% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আশা করা যায়, আগামী নভেম্বর ২০১৭ মাসের মধ্যেই বঙ্গাবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর নির্মান কাজ শেষ হবে।
- Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX), USA এর Falcon 9 উৎক্ষেপণযান ব্যবহার করে 'বঙ্গাবন্ধু স্যাটেলাইট-১' উৎক্ষেপণ করা হবে। ইতোমধ্যে SpaceX, USA এর সাথে Thales এর Launch Service Agreement (LSA) স্বাক্ষরিত হয়েছে। উক্ত স্বাক্ষরিত চুক্তির আওতায় গত ৬-৭ জুন ২০১৭ তারিখে Launcher Critical Design Review (LCRD) অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- গাজীপুর ও বেতবুনিয়াস্থ ০২টি গ্রাউন্ড কন্ট্রোল স্টেশনের নকশা অনুযায়ী আর্থফিলিং, বাউন্ডারি ওয়াল এর কাজ শেষ পর্যায়ে, মূল ভবনের ২য় তলার ছাদঢালাই এর কাজ শেষ এবং ডরমেটরী বিল্ডিং এর ফিনিশিং কাজ শেষ পর্যায়ে ও ইউটিলিটি বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ চলছে। গ্রাউন্ড কন্ট্রোল স্টেশনর যন্ত্রপাতি আমদানীর কাজ শুরু হয়েছে।
- HSBC এর সাথে ১৫৭ মিলিয়ন ইউরো ঋণ চুক্তির আওতায় Thales এর ১ম থেকে ৮ম কিস্তির পেমেন্টসমূহ পরিশোধ করা হয়েছে।
- স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের পর এটি পরিচালনার জন্য "Bangladesh Communication Satellite Company Limited (BCSCL)" শীর্ষক কোম্পানি গঠিত হয়েছে। উক্ত কোম্পানীর আওতায় ১৮ জন কারিগরী জনবল ইতোমধ্যেই নিয়োগ করা হয়েছে।
- বাস্তবায়নাধীন বঙ্গাবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ প্রকল্পের মেয়াদ ৩০-জুন-২০১৮ পর্যন্ত বর্ধিত করার লক্ষে প্রকল্পের

গত ২২-২৪ মে ২০১৭ তারিখ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ সরেজমিনে Thales Alenia এর Cannes ফ্যাসিলিটিতে বঙ্গাবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর নির্মান কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন এবংউর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের সাথে আলোচনা করেন।

সচিত্র বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ও গ্রাউন্ড স্টেশনের নির্মাণ কাজ

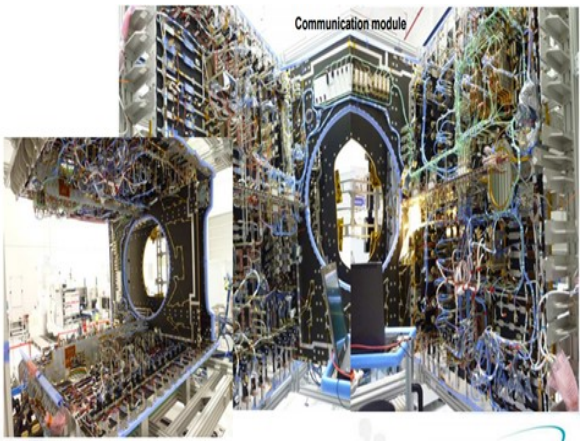

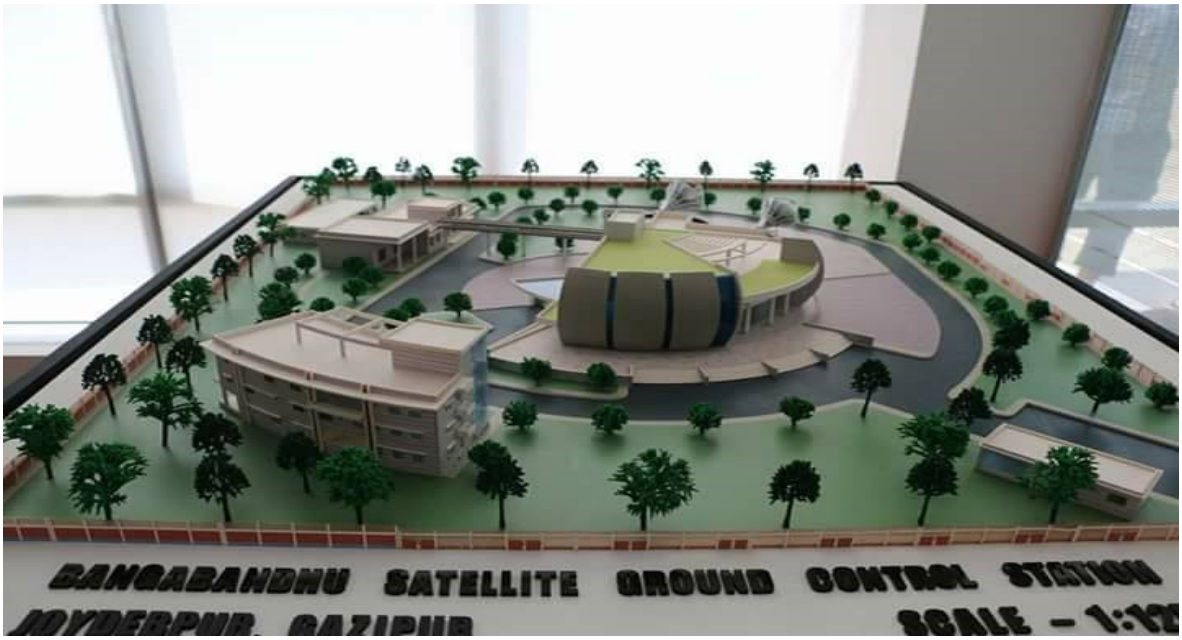

ষষ্ঠ অধ্যায়

সচিত্র ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের কার্যক্রম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্যসংঘ দিবস, ২০১৭ এর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করছেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর রেপ্লিকা হস্তান্তর করছেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী।

ব্যাংককে অনুষ্ঠিত ITU Telecom World, 2016 এর প্রদর্শনীতে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' Theme-এ নির্মিত বাংলাদেশের প্যাভিলিয়ন।

থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ITU Telecom World 2016-এ সামাজিক খাতে প্রভাব বিবেচনায় 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট' উৎক্ষেপণ প্রকল্প Excellence Award লাভ করে। ITU এর সেক্রেটারি জেনারেল এর কাছ থেকে award গ্রহণ করছেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী।

ITU Telecom World 2016-এ 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট' উৎক্ষেপণ প্রকল্প কর্তৃক প্রাপ্ত Excellence Award-টি গত ১২ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট হস্তান্তর করেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী।

গত ০৮ মে ২০১৭ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টার ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ পরিদর্শনকালীন অভ্যর্থনা জানান মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং বিভাগের সচিব।

গত ২৭ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গণভবন হতে 'ডিজিটাল আইল্যান্ড মহেশখালী' প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। বিটিসিএল এ প্রকল্পে রেডিও লিংক ও ব্যান্ডউইডথ সরবরাহ করেছে।

কমনওয়েলথ টেলিকমিউনিকেশন অর্গানাইজেশনের (সিটিও) উদ্যোগে ঢাকায় ৭-৮ মার্চ ২০১৭ তারিখে Digital Bangladesh: Focusing on Cybercrime, Safe Internet and Broadband শীর্ষক দুই দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করা হয়।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার ড. শিরিন শারমিন চৌধুরী।

Digital Bangladesh: Focusing on Cybercrime, Safe Internet and Broadband শীর্ষক কর্মশালায় শিশু-কিশোরদের জন্য Safe Surfing for Children শীর্ষক বিশেষ Session-এ বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবকগণের সাথে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
www.ptd.gov.bd